১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল পদবী ও দপ্তর	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ
১| মোঃ মোবারক আলী	প্রকল্প পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, (ডিএই)	৩১-১০-২০১৩ হতে ০৫-০২-২০১৭	অতিরিক্ত দায়িত্ব
২| আহসানুল হক চৌধুরী	প্রকল্প পরিচালক	০৫-০২-২০১৭ হতে ৩০-০১-২০১৮	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১২. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

কৃষক মাঠ স্কুল (ধান, সবজি ও ফল) স্থাপন
প্রশিক্ষণ
কর্মশালা/সেমিনার
আইপিএম ক্লাব স্থাপন
জৈব কৃষি ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী

১৩। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়

১৪। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের ডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা ;
- প্রকল্পের PEC/ECNEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের মতামত গ্রহণ;
- প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য;
- প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

১৫। বছরভিত্তিক অনুমোদিত ডিপিপি বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়:

আর্থিক বছর	মূল ডিপিপি বরাদ্দ	সংশোধিত ডিপিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	প্রকৃত ব্যয়	অবমুক্তি ও ব্যয়ের পার্থক্য
১	২	৩	৫	৬	৭	৮
২০১৩-১৪	**১২৫২.৮৮**	**২৭৬.৫৩**	**২৭৬.৫৩**	**২৭৮.০০**	**২৭৬.৫৩**	১.৪৭
২০১৪-১৫	**১১৩২.৬০**	**১০২৬.৯৩**	**১০২৬.৯৩**	**১০২৮.০০**	**১০২৬.৯৩**	১.০৭
২০১৫-১৬	**১০৭৫.১৭**	**২১৩১.০০**	**২১৩১.০০**	**২১৩১.০০**	**২১৩০.২৮**	০.৭২
২০১৬-১৭	৯৬৬.৪০	১৩৮৩.৯৪	১৩৮৩.৯৪	১৩০৫.০০	১৩০৪.৮	০.২
২০১৭-১৮	৯৪০.৩৮	১০৩১.৬০	১০৩১.৬০	১০২৮.০০	১০২৩.৬৩	৪.৩৭
	৫৩৬৭.৪৩	৫৮৫০.০০	৫৮৫০.০০	৫৭৭০.০০	৫৭৬২.১৭	৭.৮৩

সূত্রঃ পিসিআর

১৬। অডিটঃ

মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর অনুযায়ী ২০১৫-১৬ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অডিটে আপত্তি আছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অডিট এখনও করা হয়নি|

১৭| **প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন:** (১১-১২ জুন, ২০১৯ দিনাজপুর ও বগুড়া এবং ১৫-১৮ জুন, ২০১৯ পটুয়াখালী ও বরিশাল) ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা :

১৭.১। পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলার বদরপুর ইউনিয়নের গাবুয়া গ্রাম পরিদর্শনঃ

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন (১ম সংশোধিত) সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর মূল্যায়নের উদ্দেশ্য পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলার বদরপুর ইউনিয়নের গাবুয়া গ্রামে প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত কৃষক মাঠ স্কুলের কার্যক্রম পরিদর্শন ও স্কুলের সদস্যদের সাথে আলোচানা করা হয়| আলোচনায় জানা যায় যে, কৃষক মাঠ স্কুলটি মোট ২৫ জন সদস্য

নিয়ে গঠিত হয়। সপ্তাহে ০১ দিন করে মোট ১৪টি ক্লাস পরিচালনা করা হয়। জানা গেছে সদস্যদেরকে খাতা, কলম, ক্যাপ ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে এবং দিনে ৭০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কৃষক মাঠ স্কুলের আওতায় জনাব লোকমান মৃধার ০৫ শতাংশ জমিতে ট্রায়াল প্লট স্থাপন করেছেন। ট্রায়াল প্লটের জন্য বীজ ও সার সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। প্রশিক্ষণে কি শিখতে পেরেছেন এমন প্রশ্নের জবাবে কৃষকরা জানান যে, তারা ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহারসহ বিভিন্ন জৈব পদ্ধতির ব্যবহার শিখেছেন। নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য তারা নিজেরা বিভিন্ন জৈব বালাইনাশক প্রস্তুত করা শিখেছেন। উপস্থিত সদস্যরা জানিয়েছেন যে, বালাইনাশক প্রস্তুত করা সহজ নয়। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তারা নিমপাতা, মেহগনির ফল, তামাকপাতা, জৈব গরুর চোনা ব্যবহারের মাধ্যমে জৈব বালাইনাশক তৈরী করে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে সব্জি চাষ শিখেছেন। তারা এখন জৈব বালাইনাশক প্রস্তুত ও ব্যবহার করছেন। তবে, জৈব বালাইনাশক প্রস্তুতের উপাদানগুলো সহজলভ্য নয়। ফলে প্রয়োজনে সকলে এগুলো ব্যবহার করতে পারে না।

১৭.২। পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার ছোট ডালিয়া ইউনিয়নের নাজিরপুর গ্রামে স্থাপিত কৃষক মাঠ স্কুল পরিদর্শন:

পরিদর্শনের সময় উপস্থিত উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম বলেন যে, তারা নিজেরা উপকারী পোকা চিনতে পেরেছেন এবং তা সংরক্ষণ করা শিখেছেন। পরবর্তীতে তারা বিষয়টি কৃষককে শিখিয়েছেন। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণকালে তারা ০৫টি পদ্ধতি শিখেছেন। পদ্ধতিগুলো হল- উপকারী পোকা সংরক্ষণ, আধুনিক চাষাবাদ, বালাই সহনশীল জাতের চাষ, যান্ত্রিক উপায়ে পোকা দমন, সঠিক সময়ে ও সঠিক মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ। পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার ছোট ডালিয়া ইউনিয়নের নাজিরপুর গ্রামে স্থাপিত কৃষক মাঠ স্কুল পরিদর্শন ও স্কুলের সদস্যদের সাথে আলোচনা, কৃষক প্রশিক্ষক জনাব মোঃ খলিলুর রহমানের সাথে আলোচনা করা হয়। স্কুলের মোট সদস্য সংখ্যা ২৫ জন। ১৭ জন পুরুষ এবং ৮ জন নারী। ১৪ সপ্তাহে মোট ১৪টি ক্লাস হয়েছে জানা যায়। সদস্যদেরকে কৃষক প্রশিক্ষক জনাব মোঃ খলিলুর রহমান স্কুলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেন। তিনি জানান যে, আইপিএমের ০৫টি উপাদান ও ৪টি নীতি নিয়ে কৃষকদেরকে নিরাপদ ফসল উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সদস্যরা জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পের কাজের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন পদ্ধতি শিখেছেন। তাদের মধ্যে নিরাপদ সব্জির চাহিদা বেড়েছে।

কৃষক প্রশিক্ষক জনাব মোঃ খলিলুর রহমান আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ধান উৎপাদন বিষয়ে ০৭ দিনের রহমতপুর হর্টিকালচার সেন্টারে এবং নিরাপদ সবজি উৎপাদন বিষয়ে খুলনার দৌলতপুর হর্টিকালচার ১৪ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত কৃষক মাঠ স্কুলের ছাত্র ছিলেন তিনি। তিনি জানান যে প্রশিক্ষণ পেয়ে তিনি নিরাপদ ফসল উৎপাদন নিজে শিখেছেন এবং অন্যকে শিখাতে পেরেছেন। আলোচ্য কৃষক মাঠ স্কুলটিকে ক্লাবে রুপান্তর হয়েছিল। ক্লাবটিকে ১০ হাজার অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়েছিল এবং ফলোআপ প্রশিক্ষণের আয়োজনের জন্য ৪ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। ক্লাবে বর্তমানে ৫০ হাজার টাকা জমা আছে। ২৫ জন সদস্য মিলে সঞ্চয় করেছিল। তবে বর্তমানে ক্লাবটি নিস্ক্রিয় এবং কেউ সঞ্চয় জমা দেয় না। কৃষি সম্প্রসারণের কোন কার্যক্রমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ক্লাবটিকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি। ফলে কৃষক মাঠ স্কুল (পরবর্তীতে ক্লাবে রুপান্তরিত) গঠনের উদ্দেশ্য টেকসই হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়নি।

১৭.৩। বাউফল উপজেলার উত্তর-পশ্চিম বাহিরদশা পাড়াতে স্থাপিত কৃষক মাঠ স্কুল পরিদর্শনঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাউফল উপজেলার উত্তর-পশ্চিম বাহিরদশা পাড়াতে স্থাপিত কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্যদের সাথে আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে কৃষকরা জানান যে, বর্তমানে কৃষক মাঠ স্কুলটির কোন কার্যক্রম নেই। তবে তাদের আইপিএমের কথা মনে আছে। আইপিএম স্কুলের মাধ্যমে তারা নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব ফসল উৎপাদন পদ্ধতি শিখেছেন। সদস্যরা জানান যে, ২৫ জনের স্কুলে মোট ১৪টি ক্লাসের মাধ্যমে তাদের জৈব বালাইনাশকসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি শিখানো হয়েছে। অনেকেই এখনও সে পদ্ধতি ব্যবহার করেন। কৃষকরা আরও জানান যে, মাঠ স্কুলের মাধ্যমে কৃষকেরা সঠিক মাত্রায় ও সঠিক সময়ে কীটনাশক ব্যবহার শিখেছেন এবং কীটনাশকের ক্ষতিকারক প্রভাব শিখতে পেরেছেন।

১৭.৪। বরিশাল জেলার সদর উপজেলার লাকুটিয়া IPM কৃষক মাঠ স্কুল পরিদর্শনঃ

বরিশাল জেলার সদর উপজেলার লাকুটিয়া **IPM** কৃষক মাঠ স্কুল পরিদর্শন ও সদস্যসহ অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে জানা যায় যে, স্কুলটি ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। জানা যায় যে, স্কুলে মোট ১৪টি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেশন শেষে ০১টি মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। ০২ জন প্রশিক্ষক আলোচ্য স্কুল মাঠটিতে সেশন পরিচালনা করেন। কৃষকেরা জানান যে, পোকামাকড়, রোগবালাই, মাটি পরিক্ষা ও জৈব কীটনাশক ব্যবহার করে তারা নিরাপদ ফসল উৎপাদন করেছেন। কৃষক জনাব জাকির জানান যে, জৈব বালাইনাশক হিসেবে ২০ শতাংশ জমিতে (২০ শতাংশ করে ০২টি প্লট) ঝিঙ্গা চাষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে ফেরোমন ফাঁদ ও জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করেছেন। কৃষক জানান যে, তারা জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করছেন। কীটনাশক স্প্রেতে সাধারণত শরীরের ক্ষতি হয় জানান কৃষকেরা। ট্রায়াল প্লটের জন্য কি পরিমাণ সার বীজ পেয়েছেন তা কৃষক জানাতে পারেনি। তবে তারা সার বীজ পেয়েছেন মর্মে জানিয়েছেন। কৃষক জানিয়েছেন যে তারা মাঠ স্কুলের মাধ্যমে বিভিন্ন জৈব বালাইনাশক প্রস্তুতের পদ্ধতি শিখেছেন এবং সেগুলো তারা ব্যবহার করছেন। তারা আরও জেনেছেন যে কীটনাশক ব্যবহার শরীরের জন্য ক্ষতিকারক।

১৭.৫। পার্বতীপুর উপজেলা, জেলা দিনাজপুর (১১-০৬-২০১৯)

দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার তকেয়া পাড়া IPM কৃষক মাঠ স্কুল পরিদর্শনকালে জানা যায় কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য ২৫ জন। তকেয়া পাড়া IPM কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য মোর্শেদা বেগম (টেলিফোন নং-০১৭১৭৭৪৬৩৩৬), ফারহানা ইয়াসমিন (টেলিফোন নং-০১৭১৭৪৫৫৪৩২), জনাব জয়নাল আবেদীন, জনাব আব্দুল মান্নান এবং মরিয়ম বেগম জানান যে, প্রত্যেক সদস্য ১টি করে ফসলের উপরে ট্রেনিং করেছেন। তারা মাঠ স্কুলে বিভিন্ন প্রকার ফল চাষের উপরে ৫টি, ধান চাষের উপর ৫টি এবং সাক-সব্জি চাষের উপর ১৫টি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তারা জানায় যে, আগে সবাই শাক-সব্জি ও ফসলে রাসায়নিক সার ব্যবহার করত। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা জেনেছে যে, রাসায়নিক সারের ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বর্তমানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তারা প্রাকৃতিক উপায় যেমনঃ (১) নিম পাতার রস, (২) মেহগনির বিচির পাউডার, (৩) ছায় ও কেরসিন, (৪) বিষ কাঠালীর ইত্যাদি ব্যবহার করে পোকা দমন ও বীজ সংরক্ষণ করে থাকে। এ ছাড়া লাউ, মিস্টি কুমড়া ইত্যাদি ক্ষেতে হাতের সাহায্যে পরাগায়ন করায় অনেক বেশী ফল পাচ্ছে।

১৭.৬। চিরির বন্দর উপজেলা, জেলাঃ দিনাজপুর (১১-০৬-২০১৯)

দিনাজপুর জেলার চিরির বন্দর উপজেলার খোকসা রামবাবু পাড়া IPM কৃষক মাঠ স্কুল পরিদর্শনকালে প্রকল্পের সুবিধাভোগী কৃষক অধিবাসী রাণী, সভাপতি (টেলিফোন নং-০১৭২৫৪৪৩২৯২), জনাব ভারতী রাণী (টেলিফোন নং-০১৭১০২০২২৪৮), জনাব মায়া রাণী, জনাব বিরেন্দ্রনাথ রায় (টেলিফোন নং-০১৭৫০৩৬৩১০০), জনাব জীতেন্দ্র নাথ রায়, জনাব সুমী রাণী (টেলিফোন নং-০১৭৭০৩৩০৩৪৯) সহ উপস্থিত কৃষকবৃন্দ জানায় যে, কৃষক মাঠ স্কুলের ২৫ জন সদস্য (১৪ জন মহিলা ও ১১ জন পুরুষ) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করে তারা (১) সারিবদ্ধভাবে সাক-সব্জি চাষ, (২) লাইন করে ধান লাগানো, (৩) ধানের আইলে শিম ও বরবটি জাতীয় সব্জি চাষ, (৪) IPM পদ্ধতি, পার্চিং, ও আলোকফাঁদ তৈরি করে পোকা দমন ইত্যাদি কৌশল আয়ত্ব করেছেন। তাছাড়া জৈব সার, ভার্মিকম্পোস্ট ও খামার জাত সার তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং নিজেদের ব্যবহার্য সারের অনেকাংশ নিজেরা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে তাদের রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা কমেছে ও আর্থিক সাশ্রয় হচ্ছে।

১৭.৭। উপজেলা-নন্দিগ্রাম, **জেলা-বগুড়া (১২-০৬-২০১৯)**

বগুড়া জেলার নন্দিগ্রাম উপজেলার দাশ গ্রামের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে ঐ গ্রামের কৃষক জনাব আল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭৩৯৭৩২৪১৯), জনাব মিলন হোসেন (টেলিফোন নং-০১৭৭৩১৭৭০৭০) এবং জনাব বেলাল হোসেন (টেলিফোন নং-০১৭৭২৮৬৪৯৯২) এর সাথে আলোচনাকালে জানা যায় যে, ট্রাডিশনাল পদ্ধতিতে শুধু ধান চাষ করে সংসার নির্বাহ করা কঠিন পড়েছে। তাই তারা সারা বছর আয় হয় এমন শাক-সব্জি চাষের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তারা পরিবেশ বান্দব নিরাপদ ফসল উৎপাদনের কৌশল শিখেছে। বর্তমানে তারা বারি জাতের বেগুন চাষ করে বেশ উপকৃত হচ্ছে। ১-প্রাকৃতিক উপায়ে ফেরমেন ফাঁদের মাধ্যমে পোকা দমন করায় তাদের উৎপাদিত সাক রাসায়নিক সার , সব্জি অনেক নিরাপদ। তবে- ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের এবংIPM পদ্ধতিতে তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের কোন পার্থক্য না থাকায় তারা উদবেগ প্রকাশ করে।

১৭.৮। উপজেলা –শেরপুর, জেলা-বগুড়া (১২-০৬-২০১৯)

বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার মোমিনপুর গ্রামের লিচু বাগান পরিদর্শনকালে ঐ গ্রামের লিচু চাষী জনাব মোঃ মোহসিন আলী (টেলিফোন নং-০১৭৮৩৪৪৮৫২৪), জনাব মোঃ আবু জাফর সদস্য, জনাব আনিসুর রহমান (টেলিফোন নং-০১৭৭৯৩২৭১৬), জনাব আঃ মান্নান (টেলিফোন নং-০১৭১৯৫৩৯২৪০), জনাব রবিউল (টেলিফোন নং-০১৭৩৭৮৯৫১১৫), জনাব মজনু সরকার (টেলিফোন নং-০১৭৪৭০৮২২৫৪) এবং জনাব মিজানুর রহমান (টেলিফোন নং-০১৭৫৬৮৭৪৪৩৮) জানায় যে, আগে থেকেই তাদের লিচু বাগান ছিল। তবে লিচু চাষে আধুনিক কলা-কৌশল না জানায় তাদের বাগানের অনেক লিচু ফল ঝরে যেত এবং অল্প কিছু লিচু থাকলেও সেগুলোর গোড়ায় পোকা ধরত। ফলে লিচু চাষ করে কোন উপকোর হত না। বর্তমান প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বর্তমানে তারা নিদৃষ্ট ব্যবধানে সারিবদ্ধভাবে লিচুর গাছ লাগিয়েছে এবং পূর্বের গাছগুলি ও ছাটাই বাছাই করে আধুনিক কলা-কৌশলের আওতায় নিয়ে এসেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পরামর্শ মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার কিটনাশক, জৈব সার, সেচ প্রদান করে আশানুরুপ ফল পাচ্ছে।

১৮। আন্তঃমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদনঃ

প্রকল্পের সমাপনী মূল্যায়নের উদ্দেশ্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং কমিটি একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এ মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি আরও তথ্যবহুল ও কার্যকরী করা লক্ষ্যে সমাপনী মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিদর্শন সেকশনের কিছু আলোচনা অংশ এ প্রতিবেদনে বিবেচনা করা হয়েছে; যা নিম্নরূপঃ

সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জঃ

সমাপনী মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে মূল্যায়নের সময় উপস্থিত কৃষকগণ বলেছেন সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করার ফলে তাদের কীটনাশকের ব্যবহার অনেক কমে গেছে এবং তারা বিষমুক্ত নিরাপদ ফসল উৎপাদন করতে পারছে। আইপিএম কৃষক ক্লাবের সদস্যরা মূল্যায়ন টিমকে জানান, আইপিএম এফএফএস এ নিরাপদ ফসল উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর থেকে সবজিতে বালাইনাশকের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। তাঁরা সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ও বিভিন্ন জৈব পদ্ধতি ব্যবহার করে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন করে অধিক দামে বিক্রি করতে সক্ষম হচ্ছেন। তাদের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে ক্লাবের সকল সদস্য পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে সবজি চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন ও আর্থিকভাবে লাভমান হচ্ছেন।

মিরেশ্বরাই, চট্রগ্রামঃ

সমাপনী মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে চট্রগ্রাম জেলার মিনেশ্বরাই উপজেলার নিরাপদ ফসল উৎপাদন কার্যক্রম এর আওতায় কৃষক মাঠ স্কুল (ধান) এর মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করেন। মাঠদিবসে কৃষকরা ০৬টি বুথের মাধ্যমে আইপিএম কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সদস্যরা অতিথিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত সন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। কৃষকরা জানান, তারা আইপিএম কৃষক মাঠ স্কুলে ১৪টি সেশনের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছেন। উপস্থিত কৃষকরা বলেন, ভবিষ্যতে তারা তাদের জমিতে ধান উৎপাদনে বিভিন্ন জৈব পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিবেশ বান্ধব নিরাপদ ফসল উৎপাদন করবেন। উপজেলা কৃষ অফিসার মূল্যায়ন টিমকে জানান, প্রকল্প কাজ শুরুর পর থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষকদের মাঝে কাটনাশক ব্যবহারের প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। প্রদর্শনী প্রাপ্ত কৃষকগণের পাশাপাশি যাতে আরো কৃষক সদস্যগন প্রকল্প বহির্ভূত অন্য কৃষকদের মধ্যেও ছড়িয়ে দেওয়ার আহবান জানান।

রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জঃ

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে প্রকল্পের আওতায় বেগুন ফসলের ওপর স্থাপিত জৈব কৃষি ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপন প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। সমাপনী মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে উপস্থিত কৃষকগণ বলেছেন সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করার ফলে তাদের কীটনাশকের ব্যবহার অনেক কমে গেছে এবং তারা বিষমুক্ত নিরাপদ ফসল উৎপাদন করতে পারছে। আরও উল্লেখ করা হয় যে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ স্কুল থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উল্লাপাড়া উপজেলার গোখালী ইউনিয়নের কৃষক-কৃষাণীরা নিরাপদ, সবজি চাষ করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন। কৃষাণী আমেনা বেগমের মারফত দিয়ে বলা হয়েছে যে তিনি কৃষক মাঠ স্কুল থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিরাপদ সবজি আবাদ করছেন এবং পোকা দমনের জন্য শুধুমাত্র সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করছেন। তিনি আরো জানান, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার আগে তিনি সবজি জমিতে ২/৩ দিন অন্তর বালাইনাশক ব্যবহার করতেন। কিন্তু এখন আর বাইনাশক ব্যবহার করছে না। উপস্থিত অন্যান্য কৃষক-কৃষাণীদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে যে অন্যান্য কৃষক-কৃষাণীরা আইপিএম কৃষক মাঠ স্কুলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিরাপদ ফসল উৎপাদন কলাকৌশল সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করেছে। তাদের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে ক্লাবের সকল সদস্য পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে সবজি চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

সদর, পাবনাঃ

আইপিএম কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পের মূল্যায়ন টিম-০২ এর সদস্যরা ২৯/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ ফকিরাজপুর ব্লক, সদর, পাবনা পরিদর্শন করেন মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে সেখানে কুমড়া জাতীয় ফসল (লাউ) এর জৈব কৃষি ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী পরিদর্শনকালে চাষীদের সাথে মতবিনিময় এবং ফকিরাজপুর ব্লকের কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করা হয়েছে। মতবিনিময়কালে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে কৃষকদের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। স্থাপিত প্রদর্শনী মাঠের মালিক সিদ্দিকুর রহমান জানিয়েছেন মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে আইপিএম কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ সম্পর্কে তিনি জানতে পেরেছেন এবং এটি ব্যবহারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে কৃষি অফিস তাকে কুমড়া জাতীয় ফসল (লাউ) এর জৈব কৃষি ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা প্রদর্শণী বরাদ্দ প্রদান করেন মর্মে তিনি জানিয়েছিলেন। তিনি আরও জানিয়েছিলেন মর্মে উল্লেখ আছে যে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারের কারণে কুমড়া জাতীয় ফসলের সবচেয়ে বড় শত্রু মাছি পোকা দমনে খুব উপকৃত হয়ে। এ পোকা দমনে কোন ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়নি এবং ফলন আগের তুলনায় অনেক বেশী হয়েছে। এ বছর এ প্রদর্শনী হতে তিনি প্রায় ৪০,০০০ টাকা লাভবান হয়েছে।

১৯. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পিসিআরে উল্লিখিত অর্জনসমূহ নিম্নে দেওয়া হ'লঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন	মতামত
ক) কৃষক মাঠ স্কুল ও আইপিএম ক্লাব স্থাপন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন জোরদার করা;	সারের সুষম ডোজ এবং উন্নত ব্যবহার পদ্ধতি প্রদর্শনী কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আইপিএম অ্যাপ্লিকেশনগুলি এফএফএস এবং আইপিএম ক্লাবগুলির কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জানানো হয়েছে। ফলস্বরূপ প্রদর্শনী কৃষকরা কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাসসহ আরও বেশি ফলন / উৎপাদন করতে সক্ষম হন।	উল্লিখিত অর্জনসমূহ পিসিআর হতে নেওয়া হয়েছে। তবে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা গেছে তথ্যগুলো তাদের নিজেদের সংগৃহীত। আনুষ্ঠানিক কোন মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নয় এগুলো।
খ) পরিবেশের কোনরূপ ক্ষতি না করে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করা;	এই প্রকল্পটির লক্ষ্য পরিবেশের ক্ষতি না করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। প্রভাব মূল্যায়ন থেকে পাওয়া যায় যে আইপিএম প্রশিক্ষিত কৃষকের মাঝে কীটনাশক ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে এবং অনেক কৃষককে আইপিএম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যদি প্রশিক্ষিত কৃষকরা এটি অনুশীলন করে, তবে কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস পাবে এবং পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।	
গ) টেকসই ও পরিবেশ সম্মত উপায়ে ক্ষুদ্র কৃষকের উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;	প্রকল্পটির লক্ষ্য ছিল পরিবেশগতভাবে টেকসই ভিত্তিতে ক্ষুদ্র খামারীর আউটপুট এবং আয় বাড়ানো। প্রকল্পটি বিভিন্ন ধরণের প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। প্রদর্শিত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে কৃষকদের ফসলের উৎপাদন থেকে আয় কমপক্ষে ধানে ১০% এবং শাকসব্জিতে ১২% বৃদ্ধি পেয়েছে।	
(ঘ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জনবল উন্নয়ন করে প্রকল্পের কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে তরান্বিত করা;	প্রকল্প এলাকার এইও, মাঠকর্মী এবং প্রদর্শনী কৃষকদেরকে আইইপিএম বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আইপিএম, সুষম সার ডোজ, ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন প্রয়োজনভিত্তিক আয়বর্ধক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অনেক আইপিএম প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মী এবং কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।	
(ঙ) বালাইনাশকমুক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয় করা;	বাংলাদেশের ২৭৫ টি উপজেলায় প্রায় ৩৪৭৫টি জৈব কৃষি এবং জৈবিক কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। সেক্স ফেরোমন ব্যবহার এলাকা ১৫৭৬ হেক্টর (২০১৩-১৪) থেকে ৭৩১৯৬ হেক্টরে (২০১৭-১৮) বৃদ্ধি পেয়েছে। জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা ব্যবহারের মাধ্যমে শাকসবজি ও ফলের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফসল উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।	
(চ) মানসম্মত সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য জৈব কার্যক্রম ত্বরানিত করা; এবং	অনেক কৃষক অর্গানিক কৃষির উপকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন এবং তাদের বাড়ির আঙ্গিনায় শাকসব্জী এবং ফলমূল উৎপাদনের বিষয়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগে আগ্রহী হয়েছেন। কারণ নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকরা জৈব বালাইনাশক এবং অর্গানিক চাষ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।	
(ছ) নিরাপদ ফসল উৎপাদনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।	সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কীটনাশকের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে কৃষকের মাঝে সচেতনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইপিএম পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ এখন নিরাপদ খাদ্য এবং কীটনাশকের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে আরও সচেতন।	

২০. পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশঃ

পর্যবেক্ষণ	সুপারিশ/মতামত
২০.১ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর অনুযায়ী ২০১৫-১৬ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অডিট অডিট আপত্তি আছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অডিট এখনও করা হয়নি। প্রকল্পটি যেহেতু সমাপ্ত হয়েছে এবং ধারাবাহিকতায় অন্য একটি প্রকল্প শুরু হয়েছে ; তাই এ প্রকল্পের অর্থ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সম্পন্ন প্রয়োজন;	২১.১ দ্রুত অডিট আপত্তি মিটিয়ে আইএমই বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে
২০.২ কৃষকের সাথে আলোচনা জানা গেছে যে, প্রকল্পের সাথে জড়িত কৃষকরা আইপিএম পদ্ধতি গ্রহণ করেছে এবং তাদের মতে এ পদ্ধতি গ্রহণ করলে কীটনাশক কম প্রয়োজন হয়, নিরাপদ ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয় এবং ফসল উৎপাদনে খরচ কম হয়। "সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার কৃষকদের মাঝে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা গেছে।	২১.২ আলোচ্য পদ্ধতি লাভজনক ও নিরাপদ হলে এ পদ্ধতি আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে। তবে গৃহীত পদক্ষেপগুলো টেকসই হতে হবে।
২০.৩) প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শিত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে কৃষকদের ফসলের উৎপাদন থেকে আয় কমপক্ষে ধানে ১০% এবং শাকসব্জিতে ১২% বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তথ্যের উৎস উল্লেখ করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালককে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান যে , এটি তাদের নিজস্ব মূল্যায়ন। প্রকল্পের কৃষক মাঠ স্কুল ও আইপিএম ক্লাব স্থাপন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন জোরদার করার কাজটি প্রকৃত পক্ষে কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার মূলায়ন করা হয়নি।	২১.৩ কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে তারা নিরাপদ ফসল উৎপাদনের গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছেন এবং অনেকে নিরাপদ ফসল উৎপাদন কৌশল অনুসরণ করছেন। প্রকল্পের কৃষক মাঠ স্কুল ও আইপিএম ক্লাব স্থাপন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন জোরদার করার উদ্দেশ্যটি প্রকৃত পক্ষে কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প শেষে বিস্তারিত মূলায়ন করতে হবে । প্রত্যেকটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের শেষে প্রকল্পের কাজ কতটুকু টেকসই হলো তা মূল্যায়ন করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।
২০.৪) বিভিন্ন উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে প্রদর্শনীর আয়োজন করে কৃষকের মাঝে আইপিএম প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তবে যেসব কৃষকের সাথে পরিদর্শনের সময় প্রদর্শনীর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তারা প্রদর্শনীর জন্য কি কি উপকরণ এবং কতটুকু পেয়েছে তা সুনিদিষ্ট করে বলতে পারেননি।	২১.৪) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলমান প্রত্যেকটি প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রদর্শনীর জন্য প্রদত্ত উপকরণের তালিকা সুনিদিষ্ট পরিমাণসহ কৃষক ও সংশ্লিষ্টদের কাছে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে করে কৃসক জানতে পারে প্রদর্শনীর জন্য তার কি কি উপকরণ বরাদ্দ রয়েছে এবং তিনি কি পেয়েছেন।
২০.৫) প্রকল্প শেষে স্থাপিত আইপিএম ক্লাবগুলো /কৃষক মাঠ স্কুলের কোন কার্যক্রম নেই। আইপিএম ক্লাবগুলো /কৃষক মাঠ স্কুলের কার্যক্রম না থাকলে আইপিএম সম্পর্কিত নতুন বিষয়ে তারা শিখতে পারবে না এবং প্রকল্প হতে প্রাপ্ত আইপিএম বিষয়ক শিক্ষা কৃষকের মাঝে টেকসই হবে না। তাই বলা যেতে পারে আইপিএম ক্লাবগুলো/কৃষক মাঠ স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পুরোপুরি সফল হয়নি। প্রকল্পের ডিপিপি 'র ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদ উল্লেখ আছে যে, প্রকল্প শেষে প্রকল্পের কার্যক্রম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জনবলের মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং কৃষক মাঠ স্কুলগুলো আইপিএম ক্লাবে রুপান্তরিত হবে ও আইপিএম ক্লাবগুলো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্বাবধানে আইপিএম কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ কাজের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হবে। কিন্তু প্রকল্প শেষে এ ধরণের কোন কার্যক্রম সমাপ্ত মূল্যায়নের সময় মাঠ পর্যায়ে পাওয়া যায়নি।	২০.৫) প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণের জন্য এ প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় গঠিত কৃষক ক্লাব/দল/স্কুল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে । প্রকল্পের ডিপিপি 'র ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি তা কৃষি মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন করবে এবং তা আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করবে।

পর্যবেক্ষণ	সুপারিশ/মতামত
২০.৬) আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক সহায়তাকারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প শেষে তাদের অনেকে ০২/০১ টি প্রকল্পে কাজ করলেও বেশিরভাগের অভিজ্ঞতা কোন কাজে লাগছে না। জানা গেছে সব মিলিয়ে ০৩ টি প্রকল্পের (আইপিএম-৪৫০ জন, আইসিএম এবং আইএফএমসি) আওতায় ২৪০০ জন কৃষক সহায়তাকারী সদস্য আছে। কাজের জন্য তারা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করেছে। কিন্তু তাদেরকে কোন কাজ দেওয়া হয়নি। প্রকল্প শেষে অনুরুপ কার্যক্রম চালিয়ে গেলে ২৪০০ জন কৃষক সহায়তাকারীদের মেধা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেত এবং প্রকল্পের কার্যক্রমও টেকসই হত ।	২১.৬) প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত কৃষক সহায়তাকারীদের মেধা ও অভিজ্ঞতার সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে প্রকল্পভিত্তিক সাময়িক কার্যক্রমের পরিবর্তে সমন্বিত ও টেকসই পরিকল্পনা নিতে হবে; যাতে করে আইপিএম, আইসিএম এবং আইএফএমসি এর মতো কৃষি প্রযুক্তিগুলো কৃষকদের মাঝে দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয়।
২০.৭) প্রকল্পের আওতায় অবমুক্তকৃত মোট ৫৭৭০ .০০ লক্ষ টাকার মধ্য হতে মোট ৫৭৬২.১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ অবমুক্তকৃত ৭.৮৩ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।	২১.৭) অব্যয়িত ৭ .৮৩ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমাদান নিশ্চিত করতে হবে।
২১.৮) অনুচ্ছেদ ২১.১ -২১.৭ এ উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / সংস্থাকর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা এ বিভাগ আগামী ০২ মাসের মধ্যে জানাতে হবে;	

প্রকল্প এলাকাঃ দেশের ০৮ বিভাগের ৬৪টি জেলার ২৭৫টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	নওয়াবগঞ্জ, দোহার, কেরানীগঞ্জ, সাভার
	নারায়নগঞ্জ	সোনারগাঁও, আড়াইহাজার, বন্দর, রূপগঞ্জ
	গাজীপুর	কালিয়াকৈর, কালিগঞ্জ, কাপাসিয়া, শ্রীপুর
	নরসিংদী	মনোহরদি, পলাশ, রায়পুরা, শিবপুর, বেলাবো
	টাঙ্গাইল	গোপালপুর, বাসাইল, ঘাটাইল, কালিহাতি, মধুপুর, মির্জাপুর, ধনবাড়ি, সখিপুর
	ময়মনসিংহ	ভালুকা, দোবাউরা, ফুলবাড়িয়া, গফরগাঁও, নান্দাইল, ত্রিশাল, হালুয়াঘাট
	জামালপুর	বকসিগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ, সরিষাবাড়ি
	শেরপুর	ঝিনাইগাতি, নকলা, নালিতাবাড়ি, শেরপুর সদর, শ্রীবর্দি
	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর, কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ সদর, কুলিয়ারচর,পাকুন্দিয়া, তাড়াইল
	নেত্রকোণা	বারহাট্টা, মোহনগঞ্জ
	ফরিদপুর	বোয়ালমারি, আলফাডাঙ্গা, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর সদর, মধুখালী, সদরপুর, সালতা
	রাজবাড়ি	পাংশা, রাজবাড়ি সদর
	মাদারিপুর	রাজৈর, মাদারিপুর সদর, কালকিনি, শিবচর
	মুন্সিগঞ্জ	সিরাজদিখান, টঙ্গিবাড়ি, গজারিয়া, শ্রীনগর
	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর, ঘিওর, সিংগাইর, দৌলতপুর, সাটুরিয়া
	শরীয়তপুর	জাজিরা, নরিয়া, দামুন্ডা
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানি, কোটালিপাড়া, মুকসুদপুর, টুঙ্গিপাড়া
চট্টগ্রাম	বিবাড়িয়া	সদর, কসবা, নবিনগর, আখাউড়া, আশুগঞ্জ, সরাইল
	কুমিল্লা	বুড়িচং, চান্দিনা, দাউদকান্দি, হোমনা, লাকসাম, মুরাদনগর, মেঘনা, তিতাস, চৌদ্দগ্রাম
	চট্টগ্রাম	বোয়ালখালি, চন্দনাইশ, ফটিকছড়ি, লোহাগাড়া, মিরেশ্বরাই, রাঙ্গুনিয়া, সাতকানিয়া, সীতাকুন্ড
	কক্সবাজার	চকরিয়া, কক্সবাজার সদর, রামু, উখিয়া, পেকুয়া
	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সোনাইমুড়ি, সুবর্ণচর, কবিরহাট
	ফেনী	ফেনী সদর, ফুলগাজী
	রাঙ্গামাটি	বাঘাইছড়ি, কাউখালি, বিলাইছড়ি, , লাংগাদু, রাঙ্গামাটি সদর
	বান্দরবান	দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি সদর, রামগড়, লক্ষীছড়ি, মহালছড়ি, মাটিরাঙ্গা, পানছড়ি, মানিকছড়ি
	লক্ষীপুর	লক্ষীপুর সদর, রায়পুর, রামগতি
	চাঁদপুর	সদর, হাজিগঞ্জ, কচুয়া, মতলব দক্ষিণ, মতলব উত্তর
সিলেট	সিলেট	বালাগঞ্জ, বিয়ানিবাজার, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	রাজনগর, শ্রীমঙ্গল, বড়লেখা
	সুনামগঞ্জ	বিশ্বম্বরপুর, দোয়ারাবাজার
	হবিগঞ্জ	সদর, চুনারুঘাট, বাহুবল, নবিগঞ্জ, লাখাই
বরিশাল	পটুয়াখালী	সদর, বাউফল, দশমিনা, কালাপাড়া,
	বরিশাল	সদর, মেহেন্দিগঞ্জ, আগৈলঝড়া
	ভোলা	সদর, বোরহানউদ্দিন
	পিরোজপুর	সদর, নাজিরপুর
	ঝালকাঠি	সদর, কাঁঠালিয়া
	বরগুনা	আমতলী, বমনা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	খুলনা	রুপসা, ডুমুরিয়া, ফুলতলা, দীঘুলিয়া, পাইকগাছা
	সাতক্ষীরা	সদর, দেবহাটা, আশাশুনি
	বাগেরহাট	সদর, চিতলমারি, মোল্লারহাট, শরনখোলা, ফকিরহাট
	যশোর	ঝিকরগাছা, অভয়নগর, বাঘারপাড়া, কেশবপুর, চৌগাছিয়া, মনিরামপুর, শার্সা
	কুষ্টিয়া	সদর, খোক্সা, কুমারখালি, ভেড়ামারা, দৌলতপুর
	মাগুরা	সদর, সালিখা, মোহাম্মদপুর, শ্রীপুর
	ঝিনাইদহ	সদর, হরিনাকুন্ডা, কালিগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর
	চুয়াডাঙ্গা	সদর, জীবননগর, আলমডাঙ্গা, দামুরহুদা
	মেহেরপুর	সদর, মুজিবনগর
	নড়াইল	সদর, লোহাগাড়া, কালিয়া
রংপুর	রংপুর	গঙ্গাচরা, পীরগাছা, কাউনিয়া, বদরগঞ্জ
	পঞ্চগড়	তেতুলিয়া, দেবিগঞ্জ
	ঠাকুরগাঁও	সদর, রানীসাংকাইল, বালিয়াডঙ্গি, হরিপুর
	নীলফামারী	ডিমলা, জলঢাকা, ডোমার
	গাঁইবান্ধা	ফুলছড়ি, সুন্দরগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ
	লালমনিরহাট	সদর, পাটগ্রাম
	কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী, বুড়ুঙ্গামারি, উলিপুর, রাজারহাট
	দিনাজপুর	চিরিরবন্দর, নওয়াবগঞ্জ, পার্বতীপুর, বিরামপুর, ঘোড়াঘাট
রাজশাহী	নাটোর	বরাইগ্রাম, লালপুর, বাগাতিপাড়া, গুরুদাসপুর
	পাবনা	সদর, ঈশ্বরদী, সুজানগর, ভাঙ্গুরা
	নওগাঁ	পত্নীতলা, পরসা, নিয়ামতপুর, মহাদেবপুর
	চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ	সদর, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর
	জয়পুরহাট	সদর, কালাই, আক্কেলপুর
	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, কাজীপুর,
	বগুড়া	গাবতলী, শেরপুর, শাহজাহানপুর, সারিয়াকান্দি, ধুনট, সোনাতলা
	রাজশাহী	গোদাগাড়ি, পবা, চরঘাট, বাগমারা, মোহনপুর

বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষকপ্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৮)

১.০ প্রকল্পের নাম : বিএডিসি 'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

৪.০ প্রকল্পের অবস্থান : ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ১১৩টি উপজেলা (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর
	বরগুনা	বরগুনা সদর
	ভোলা	ভোলা সদর
	ঝালকাঠি	নলছিটি
	পটুয়াখালী	গলাচিপা
	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, কসবা
	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ, মতলব
	কুমিল্লা	দাউদকান্দি, চান্দিনা, লাকসাম, দেবিদ্বার, মুরাদ নগর
	চট্টগ্রাম	পটিয়া
	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর
	ফেনী	ফেনী সদর, সোনাগাজী
	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি
	লক্ষীপুর	রামগতি, রামগঞ্জ, রায়পুর
	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ, হাতিয়া, সেনবাগ
	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ভালুকা, ফুলবাড়িয়া, গফরগাঁও, নান্দাইল, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা
	নেত্রকোণা	আটপাড়া, কেন্দুয়া, মদন, মোহনগঞ্জ, পূর্বধলা
	শেরপুর	নালিতাবাড়ী, শ্রীবরদী
	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর সদর, মাদারগঞ্জ
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
	গাজীপুর	গাজীপুর সদর
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর
	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম, ভৈরব, হোসেনপুর, করিমগঞ্জ, কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ সদর, কুলিয়ারচর, নিকলি, পাকুন্দিয়া, তাড়াইল
	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর
	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর
	মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ সদর
	নারায়নগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ সদর
	নরসিংদী	নরসিংদী
	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর
	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর
	টাংগাইল	মধুপুর, কালিহাতি, টাংগাইল সদর

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর
	যশোর	যশোর সদর
	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, মিরপুর
	খুলনা	ফুলতলা, খুলনা সদর
	মাগুড়া	মাগুড়া সদর
	মেহেরপুর	মেহেরপুর
	নড়াইল	নড়াইল সদর
	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর
রাজশাহী	বগুড়া	বগুড়া সদর, গাবতলী
	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর
	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর
	নওগাঁ	নওগাঁ সদর, আত্রাই
	নাটোর	নাটোর সদর
	পাবনা	আটঘরিয়া, চাটমোহর, ঈশ্বরদী, সুজানগর
	রাজশাহী	রাজশাহী
	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ সদর, রায়গঞ্জ, কামারখন্দ
রংপুর	দিনাজপুর	বিরামপুর, বীরগঞ্জ
	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর
	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর
	নীলফামারী	সৈয়দপুর
	পঞ্চগড়	আটোয়ারী
	রংপুর	রংপুর সদর
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
সিলেট	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর
	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর
	সিলেট	সিলেট সদর

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩৪৩০.৯০ ১৩৪৩০.৯০ -	১৪৭৬৬.৮৪ ১৪৭৬৬.৮৪ -	১৪৪৬৫.৭৫	০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮	০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮	০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৮	৯.৯৪%	প্রযোজ্য নয়

৬.০ পটভূমি ও উদ্দেশ্য

৬.১ <u>প্রকল্পের পটভূমিঃ</u>

মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ তথা বীজ, সার ও সেচ সুবিধাদি কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৬১-১৯৯২ সাল পর্যন্ত বিএডিসি দক্ষ জনবলের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমটি পরিচালনা করে আসছিল। ১৯৯২ সাল হতে সার আমদানী ও বিতরণের দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে বেসরকারী খাতে প্রদান করা হয়। কিন্তু সার আমদানী ও বিতরণে ভারসাম্য রাখার লক্ষ্যে নন-ইউরিয়া সার আমদানী ও বিতরণের দায়িত্ব সরকার কর্তৃক ২০০৬ সালে পুনরায় বিএডিসিকে অর্পন করা হয়। বিএডিসি 'র আওতাধীন ভাল ও উপযোগী গুদামসমূহ খাদ্য গুদাম ও অন্যান্য সংস্থাকে প্রদানের ফলে বিদ্যমান জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত গুদামগুলোর মাধ্যমে বিএডিসি পুনরায় সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করে। বিদ্যমান সার গুদামসমূহের ধারণক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত হওয়ায় এবং গুদামসমূহ ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ায় পুরাতন গুদাম সংস্কার এবং নতুন গুদাম নির্মাণের লক্ষ্যে গত ০৮/১০/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় "বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

৬.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য (আরডিপিপি অনুযায়ী)

- ক্ষমতার অতিরিক্ত ৫০,০০০ মেঃ টন ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- বিদ্যমান গুদামসমূহের সংরক্ষণ পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে গুণগতমান সম্পন্ন সার বিতরণ নিশ্চিত করা;
- অফিস ভবন ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোসমূহ মেরামত করে কর্মপোযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- অফিস সরঞ্জাম ও লজিষ্টিক্স সরবরাহের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করা; এবং
- মোবাইল/অনলাইন সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজ করা।

৭.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম :

(ক) ৫০,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১৭টি প্রি ফেব্রিকেটেড স্টীল গুদাম নির্মাণ ও বিদ্যমান ১১৫টি পুরাতন সার গুদাম মেরামত ও সংস্কারের মাধ্যমে মোট ৭০,০০০ মেঃ টন সারের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি;

(খ) ৪৮টি নতুন বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ;

(গ) ৬০০০টি কাঠের ডানেজ সংগ্রহ;

(ঘ) ৬৪০ বর্গ মিটার এপ্রোচ রোড, ৮৩০০ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর, ১৬,২০০ বর্গ মিটার হেরিং বোন বন্ড রাস্তা নির্মাণ;

(ঙ) ১টি জীপ, ১০টি ডাবল কেবিন পিকআপ ও ২৫টি মোটর সাইকেল ক্রয়; এবং

(চ) ১৪০টি সেলাই মেশিন ও ১৪০টি ওজন মাপার ডিজিটাল যন্ত্র এবং ৩০০টি অগ্নি নির্বাপক মেশিন সংগ্রহ।

৮.০ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, পিসিআর এর ভিত্তিতে) পরিশিষ্ট-ক

৯.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন সম্পর্কিত :

নিম্নবর্ণিত কারণে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন করে ১৪৭৬৬.৮৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৮/১০/২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়।

(ক) পুরাতন গুদাম সমূহ মেরামতে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হওয়া এবং নতুন প্রি-ফেব্রিকেটেড গুদাম নির্মাণে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হওয়া;

(খ) ক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত ডিজিটাল ওজন মেশিন ও সেলাই মেশিন এর সংখ্যা বৃদ্ধি;

(গ) এপ্রোচ রোড, হেরিং বোন বন্ড রোড বাউন্ডারী ওয়াল এবং ভূমি উন্নয়নের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজনীয়তা;

(ঘ) প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা খাতে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হওয়া।

১০.০ বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা		অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতি	
	মোট	টাকা		মোট	টাকা
২০১৩-১৪	২০১.০০	২০১.০০	২০১.০০	২০১.০০	২০১.০০
২০১৪-১৫	২৩৭৬.০০	২৩৭৬.০০	২৫০০.০০	২৩৭৬.০০	২৩৭৬.০০
২০১৫-১৬	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা		অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতি	
	মোট	টাকা		মোট	টাকা
২০১৬-১৭	৫২১২.০০	৫২১২.০০	৬০২০.০০	৬০২০.০০	৬০২০.০০
২০১৭-১৮	৩৯৭৭.৮৪	৩৯৭৭.৮৪	২৮৬৯.০০	২৮৬৮.৭৫	২৮৬৮.৭৫
মোট	১৪৭৬৬.৮৪	১৪৭৬৬.৮৪	১৪৫৯০.০০	১৪৪৬৫.৭৫	১৪৪৬৫.৭৫

১১.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	**পদবী**	**মেয়াদকাল**	**দায়িত্বের প্রকৃতি**
জনাব মোঃ মাহফুজ উল হক যুগ্ম পরিচালক (সার)	প্রকল্প পরিচালক	০৭-০১-২০১৪ হতে ০৯-০৫-২০১৫	পূর্ণকালীন
জনাব মোঃ আলী আসগর যুগ্ম পরিচালক (সার)	প্রকল্প পরিচালক	১০-০৫-২০১৫ হতে ১৫-১০-২০১৫	পূর্ণকালীন
জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক যুগ্ম পরিচালক (সার)	প্রকল্প পরিচালক	১৬-১০-২০১৫ হতে ৩০-০৬-২০১৮	পূর্ণকালীন

১২.০ প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি : প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত পিসিআর পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- CEPসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় এবং
- প্রকল্পের সরেজমিন পরিদর্শন এবং বিএডিসির সার বিভাগের সংশ্লিষ্ট যুগ্ম-পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকদের সাথে মত বিনিময়।

১৩.০ প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) বিএডিসি এর বিদ্যমান গুদামসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সার সংরক্ষণের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	(ক) আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০,০০০ মেঃ টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মোট ১৭টি প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টীল গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া বিএডিসি 'র বিদ্যমান ১১৫টি পুরাতন সারগুদাম মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে।
(খ) বিদ্যমান গুদামসমূহে উন্নত সংরক্ষণ পরিবেশ নিশ্চিত করণের মাধ্যমে মানসম্পন্ন সার সরবরাহ নিশ্চিত করা।	(খ) এ প্রকল্পটির মাধ্যমে নতুন গুদাম নির্মাণসহ বিএডিসির বিদ্যমান পুরাতন গুদাম সমূহের মেরামত করা হয়েছে। এর ফলে পূর্বের তুলনায় সার সংরক্ষণের জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। তবে প্রকল্পের উদ্দেশ্যে বর্ণিত মানসম্পন্ন সার সরবরাহের বিষয়টি শুধুমাত্র গুদামের পরিবেশ এর উপর নির্ভরশীল নয় বিধায় এ প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে মানসম্পন্ন সার সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা-এ সম্পর্কে কোন ধারনা পাওয়া যায়নি।
(গ) প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জামাদি সরবরাহসহ দাপ্তরিক ভবন এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনাসমূহকে মেরামতের মাধ্যমে কর্ম উপযোগী পরিবেশ তৈরী করা।	(গ) এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিএডিসির আঞ্চলিক অফিসসমূহে কম্পিউটার সামগ্রী, যানবাহন, আসবাবপত্র, ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড, ডিজিটাল ওজন মেশিন, সেলাই মেশিন, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এর ফলে অফিসগুলো পূর্বের তুলনায় অধিক ব্যবহারোপযোগী হয়েছে।
(ঘ) মোবাইল/অনলাইন সফটওয়্যার উন্নয়নের মাধ্যমে ফার্টিলাইজার ম্যানেজমেন্ট	(ঘ) প্রকল্পটির মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সিসিটিভি ক্যামেরাসহ সার ব্যবস্থাপনা মোবাইল/কম্পিউটার সফটওয়্যার ক্রয় ও

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ইনফরমেশন সফটওয়্যার (এফএমআইএস) তৈরী করা।	স্থাপন করা হয়েছে। তবে সফটওয়্যারটি তৈরী করা হলেও আঞ্চলিক অফিসগুলোতে connectivity না থাকা বা এর জন্য কোন ব্যবস্থা না থাকায় সফটওয়্যারটি চালু করা হয়নি। ফলে সফটওয়্যারটি কিভাবে কাজ করছে এবং এর মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম কতটা জোরদার হয়েছে, এ সম্পর্কিত কোন ধারণা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

১৪.০ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ

আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য গত ১৮/১১/২০১৮ হতে ২০/১১/২০১৮ সিলেট বিভাগে, ২৬/১১/২০১৮ হতে ২৭/১১/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা জেলার দিশকুশায় অবস্থিত প্রকল্পের মূল কার্যালয়ে এবং ০৪/১২/২০১৮ হতে ০৬/১২/২০১৮ রাজশাহী বিভাগে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে আলোকপাত করা হলোঃ

১৪.১ <u>প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৭টি নতুন গোডাউনঃ</u>

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১৬টি জেলায় ১০০০ হতে ৬০০০ মেঃ টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মোট ১৭টি নতুন ফেব্রিকেটেড স্টিল গোডাউন নির্মাণ করা হয়েছে। এতে বিএডিসি এর গুদাম সমূহের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত ৫০,০০০ মেঃ টন বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, DPM/সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে দরপত্র আহবান করে গোডাউনগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। বগুড়া ও সিলেট জেলায় নির্মিত নতুন গুদাম সমূহে সার মজুদ রয়েছে দেখা যায়। বগুড়া সদর (৬০০০ মেঃ টন), রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (৪০০০ মেঃ টন), নাটোর সদর (৫০০০ মেঃ টন) এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশন (২৫০০ মেঃ টন) এবং হবিগঞ্জ সদরে ২২০০ মেঃ টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন নির্মিত নতুন গুদাম সমূহ পরিদর্শন করা হয়। হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলায় নির্মিত নতুন ২৫০০ মেঃ টন ধারণক্ষমতার সার গুদামটি নকশা অনুসারে দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে এতে দেখা যায় যে গুদামটি অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে।

১৪.২ <u>DPP –তে উল্লেখিত ১১৩টি উপজেলার সকল উপজেলায় সারগুদাম এর কার্যক্রম না থাকাঃ</u>

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের মূল DPP-তে মোট ৬৪টি জেলার ১১৩টি উপজেলাকে প্রকল্প এলাকা হিসেবে উল্লেখ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদিত হয় ৬৭টি উপজেলায়। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক জানান, DPP টি প্রণয়নের সময় অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে DPP প্রণয়ন করা হয় ফলে উপজেলাগুলোর নাম সঠিকভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে ১ম সংশোধনীতে উপজেলার সংখ্যা সঠিক না করে কেন ১১৩টি লেখা হয়েছে এ বিষয়ে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি।

১৪.৩ <u>মেরামতের কাজ অনেকক্ষেত্রেই মানসম্মত না হওয়াঃ</u>

আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম মূল component ছিল বিএডিসি এর ৮৪টি আঞ্চলিক অফিস ভবন ও ১১৫টি পুরাতন সার গুদাম মেরামত করা এবং ২০টি সেলস সেন্টার নির্মাণ করা। হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ, সিলেটের লাউয়াই, সুনামগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর, নওগাঁর আত্রাই ও মহাদেবপুর, নওগাঁ সদর, বগুড়ার বনানী, গাবতলী, সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ, উল্লাপাড়া বাজার, উল্লাপাড়া রেলস্টেশন — এলাকার অফিস ও গুদাম মেরামত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে কিছু কিছু এলাকার অফিস মেরামত কাজ মানসম্মত মনে হলেও অধিকাংশ স্থানে গুদাম মেরামত কাজ মানসম্পন্ন হয়নি। হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জে গুদাম মেরামত কাজ মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও নওগাঁ সদর ও মহাদেবপুর, বগুড়ার গাবতলী, সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ, উল্লাপাড়া আরএস ও উল্লাপাড়া বাজারের গুদাম মেরামত মানসম্মত হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

পরিদর্শনে দেখা যায় যে, প্রকল্পের শুরুর দিকের মেরামতকৃত নওগাঁ সদরের গুদামটির প্রকৃতপক্ষে কোন কোন স্থানে মেরামত করা হয়েছে তা বোঝা যায় না-এটি মেরামত পূর্ব অবস্থায় রয়েছে বলে মনে হয়। এই গুদামটির পিলার ভাঙ্গা, জায়গায় জায়গায় প্লাস্টার খসে পড়ছে এবং মূল দরজায় লোহা ক্ষয় হয়ে বড় আকারের ছিদ্র তৈরী হয়েছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, DPP প্রস্তুতের সময় তাড়াহুড়ো করে DPP প্রস্তুত করায় সকল মেরামত কাজের হিসাব অন্তর্ভুক্ত করে বরাদ্দ চাওয়া হয় নি। ফলে DPP তে যে সকল মেরামত কাজ উল্লেখ ছিল, শুধুমাত্র সেগুলোই করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া সিরাজগঞ্জে মেরামতকৃত গুদামের দেয়াল স্যাঁতস্যাঁতে, গুদামের নীচের দিকের এয়ার ভেন্টিলেটরগুলোর উপরে গ্রিল না লাগিয়ে খোলা অবস্থায় রাখা হয়েছে, গুদামের ছাদের সিলিং এর রড বের হয়ে আছে, অনেক জায়গার দেয়ালে ঠিকমতো রং করা হয়নি। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মেরামত করা নওগাঁ এর মহাদেবপুর উপজেলার গুদামটি পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে patent stone দিয়ে গুদামটির ছাদ মেরামত করা হলেও এর উপর গাছ জন্মেছে। বগুড়ার এর গাবতলীতে মেরামতকৃত গুদামটি পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ২০১৭ সালের জুন মাসে গুদামটির মেরামত কাজ শেষ হলেও মাত্র ০১ বছরের মধ্যে এর দেয়ালগুলো ড্যাম্প হয়ে গিয়েছে এবং কিছু কিছু জায়গায় রং খসে পড়ছে। সিরাজগঞ্জের

রায়গঞ্জে অবস্থিত সার গুদামটি পরিদর্শনে দেখা যায় যে, গুদামটির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। মেরামতের কাজ কোথায় হয়েছে, ঠিক বোঝা যায় না। উল্লেখ্য, এই মেরামত কাজটিও মাত্র ০১ বছর পূর্বে অর্থাৎ জুন/২০১৭ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।

মেরামত কাজের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় তা হলো ১১৫টি সার গুদামের কোনটির মেঝে মেরামত করা হয়নি। কোন কোন স্থানে মেরামত কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হলেও জানা যায় যে, মেঝের কিছু কিছু স্থানে হালকা প্লাস্টার করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গভাবে মেরামত করা হয়নি। পুরাতন গুদামগুলোর মেঝের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। বিভিন্ন জায়গায় প্লাস্টার উঠে গর্ত হয়ে গিয়েছে। কোন স্থানে উঁচু এবং কোন স্থানে নীচু স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থায় রয়েছে। পুরাতন এই গুদামগুলোর মেঝে মেরামত না করা প্রসঙ্গে প্রকল্পের পিডি জানান গুদামগুলো সকল সময় সারে ভর্তি থাকে বিধায় সার স্থানান্তরের জায়গা না থাকায় গুদামগুলোর মেঝে মেরামত করা হয়নি । পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে , নাটোরের সদর উপজেলায় বিএডিসি 'র নিজস্ব জমিতে নির্মিত গুদামের কয়েকটি ব্যবহার করার জন্য বিসিআইসিকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। বিসিআইসি কর্তৃক এ গুদামগুলো এখন ব্যবহৃত হচ্ছে। দেখা যায় যে, বিসিআইসি 'র নির্ধারিত গুদামসমূহে স্থান সংকুলান না হওয়ায় তাবুর সাহায্যে ঘরের মতো তৈরী করে তার সার সংকুলান করা হচ্ছে। বিসিআইসি 'র মতো একইভাবে তাবুতে সার সরিয়ে নিয়ে বিএডিসি 'র জরাজীর্ণ গুদামসমূহ মেরামতের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে কিনা —এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান তারা এইভাবে বিষয়টি ভেবে দেখেননি।

১৪.৪ <u>প্রকল্প সংশোধনীর সময় প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন</u>ঃ

প্রকল্পের PCR হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১৩৩৫.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করে এবং বাস্তবায়ন কাল বৃদ্ধি না করে (জুন ২০১৮ পর্যন্ত) প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয় ১৮/১০/২০১৬ তারিখে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পূর্ত কাজের ক্ষেত্রে গোডাউন, অফিস ভবন মেরামত, ভূমি উন্নয়ন, বাউন্ডারী ওয়াল, রিটেনিং ওয়াল, এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ- এ সকল ক্ষেত্রে অনুমোদিত মূল DPP-তে OTM (উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি) উল্লেখ করা হলেও সংশোধিত DPP-তে OTM/RFQ অথবা শুধুমাত্র RFQ (কোটেশন) উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে প্রায় প্রতিটি প্যাকেজের ক্ষেত্রেই RFQ নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া RFQ এর মাধ্যমে অনেকক্ষেত্রেই একটি প্যাকেজকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে একাধিক প্যাকেজে কাজ করার প্রবণতা দেখা যায় —যা PPR-২০০৮ বিধি ১৭ (১) বহির্ভূত। পণ্য দ্রব্যের ক্রয়ের প্যাকেজেও ডানেজ, সেলাই মেশিন, ওজন মেশিন, অফিস ফার্ণিচার, ডাবল কেবিন পিকআপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে OTM পদ্ধতিতে ক্রয়ের বিষয়টি উল্লেখ করা হলেও সংশোধিত DPP-তে অধিকাংশ স্থানে OTM/RFQ, OTM/RFQ/DPM ইত্যাদি ক্রয় পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে এবং RFQ ও DPM পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্রয় করা হয়েছে।

কম্পিউটার ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মূল DPP-তে OTM পদ্ধতিতে ক্রয় এর নির্দেশনা থাকলেও পরবর্তীতে DPM পদ্ধতিতে ক্রয়ের জন্য অনুমোদন গ্রহণ করা হয় এবং তারপর DPM পদ্ধতির পরিবর্তে RFQ পদ্ধতিতে ছোট ছোট একাধিক প্যাকেজ আকারে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। এক্ষেত্রে OTM পদ্ধতিতে গুণগত মানসম্পন্ন সামগ্রী পাওয়া যাবে না উল্লেখ করে ক্রয় পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৭/১২/২০১৫ তারিখে অনুমতি নিয়ে ক্রয় পদ্ধতি সংশোধন করে RFQ পদ্ধতিতে কম্পিউটার ক্রয় করা হয়। এরপর প্রকল্প সংশোধনের সময় এটি ক্রয় পরিকল্পনায় RFQ পদ্ধতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ক্রয় পদ্ধতি পরিবর্তনের অনুমোদন দিয়েছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়, যা বিধিসম্মত প্রতীয়মান হয়নি।

১৪.৫ <u>ডানেজ ক্রয় ও এর ব্যবহার</u>ঃ

পরিদর্শনে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ৯৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৪২৮৮টি ডানেজ ক্রয় করে বিভিন্ন গুদামে সরবরাহ করা হয়েছে। সিলেট বিভাগে অবস্থিত বিএডিসি 'র গুদামগুলো পরিদর্শনে জানা যায় যে, ডানেজের (কাঠের পাটাতন) প্রয়োজন না থাকায় তারা ডানেজ এর কোন চাহিদা প্রকল্প অফিসে পাঠান নি। হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে বিএডিসি 'র সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক জানান, ডানেজের চেয়ে RCC মেঝে সার রাখার জন্য বেশি উপযোগী। ডানেজের মধ্যে চারকোনা আকৃতির শূন্যস্থান (খোপ) থাকায় সারের বস্তার অংশ বিশেষ এর মধ্যে ঢুকে যায় এবং ছিড়ে যায়। ফলে সার নষ্ট হয়। এছাড়া ডানেজের তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা নাই বলে জানান। বগুড়া জেলার বগুড়া সদর/বনানী এলাকা নির্মিত নতুন সার গুদাম পরিদর্শনে দেখা যায় যে, প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত ডানেজগুলো ব্যবহার না করে এক জায়গায় স্তুপ করে রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট যুগ্ম পরিচালক জানান, ডানেজের উপর সার রাখা হলে সারের বস্তা নষ্ট হয়ে যায় বরং ডানেজের তুলনায় RCC মেঝেই বেশী উপযোগী। প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় ৬০০০টি ডানেজ সংগ্রহের অনুমতি থাকলেও সংগ্রহ করা হয় ৪২৮৮টি ডানেজ। প্রকল্প পরিচালক জানান, মাঠ পর্যায়ের চাহিদার ভিত্তিতেই তারা কম সংখ্যক ডানেজ ক্রয় ও সংগ্রহ করেছেন।

১৪.৬ <u>ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড কাজ না করা</u>ঃ

এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন যুগ্ম পরিচালক এর দপ্তর এবং সেলস সেন্টার সমূহে সর্বমোট ৭৩টি ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, স্থাপিত এই ডিসপ্লে বোর্ডগুলো কাজ করছে না, অচল অবস্থায় আছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান, ডিসপ্লে বোর্ডের সফটওয়্যার কাজ করছে না বিধায় ডিসপ্লে বোর্ডগুলো সচল নেই।

১৪.৭ সিসিটিভির তথ্য সংরক্ষণের মেয়াদ ০৭ দিনঃ

এ প্রকল্প হতে বিভিন্ন গুদাম ও অফিসে সর্বমোট ৯০০টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। রহনপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহীর নওদাপাড়া, বগুড়া সদর, গাবতলী, সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ, হবিগঞ্জ এর শায়েস্তাগঞ্জ ও সিলেট সদরের গুদামসমূহ পরিদর্শনে দেখা যায় যে, সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো চলমান রয়েছে। তবে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ কিভাবে পরীক্ষা করা যায়, এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তেমন অবহিত নন। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহ ও স্থাপন করার পর হতে অধিকাংশ মেশিন চলমান রয়েছে। পরিদর্শনে সিসিটিভির ফুটেজগুলো সফটওয়্যারে কত দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকে, এ প্রশ্নের জবাবে একেক অফিস হতে একেক ধরনের জবাব পাওয়া যায় (৭ দিন, ১৫ দিন, ২ মাস ইত্যাদি)। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে যোগাযোগ পূর্বক জানা যায় যে, এই ভিডিও ফুটেজগুলো ধারন করার দিন হতে ৭ দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকে, অর্থাৎ কোন অপরাধ সংঘটনের তারিখ হতে ৭ দিনের মধ্যে check করা হলে সিসিটিভি এর ভিডিও ফুটেজ দেখা সম্ভব, অন্যথায় নয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটনের ৭ দিনের মধ্যে অপরাধ সংঘটনের বিষয়টি উদঘাটিত নাও হতে পারে। সাধারণত ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণের মেয়াদ এক মাস হয়ে থাকে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সিসিটিভি এর স্পেসিফিকেশন তৈরীর সময় ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণের সময় এর বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। ফলে এই সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো হতে প্রয়োজনের সময় আশানুরুপ সেবা পাওয়া যাবে না।

১৪.৮ আধুনিক গুদাম সম্পর্কে ধারনা না থাকাঃ

পরিদর্শনে দেখা যায় যে, প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে নির্মিত প্রি-ফেব্রিকেটেড গুদামগুলোতে ছাদের উপর air ventilator fan এবং চারপাশে জানালা ছিল, যেমন-বগুড়ার বনানীতে নির্মিত প্রি-ফেব্রিকেটেড নতুন গুদামটিতে দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তীতে নির্মিত প্রি-ফেব্রিকেটেড নতুন গুদাম সমূহে জানালা ও air ventilator fan রাখা হয়নি। এ সম্পর্কে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান, জানালা ভেঙ্গে যাওয়া, এর ছিদ্র দিয়ে পানি পড়া-ইত্যাদি সমস্যার কারণে এগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। সার গুদামে কি পরিমাণ air ventilation দরকার এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কোন ধারনা দিতে পারেন নাই। পুরাতন গুদামগুলোর ছাদ কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গুদামগুলো প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল দিয়ে নির্মাণের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা জানান, প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল দিয়ে দ্রুত নির্মাণ করা যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, একটি আধুনিক সার গুদাম কেমন হবে- এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধারনার অভাব রয়েছে।

১৪.৯ সফটওয়্যার লাইভ না হওয়াঃ

এ প্রকল্পের আওতায় সার ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরীর জন্য ১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। বিএডিসি এর মূল কার্যালয় পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, সফটওয়্যারটি তৈরী করা হয়েছে তবে এখনও লাইভ হয়নি অর্থাৎ চালু হয়নি। এর কারণ হিসেবে বিএডিসি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, সফটওয়্যারটি সার্ভার এ deploy করা হয়নি। এটি চালু হলে মাঠ পর্যায়ের অফিস হতে তথ্য এন্ট্রি দেয়া হবে এবং তা রিপোর্ট আকারে এ অফিস হতে পাওয়া যাবে। তিনি আরও জানান, মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে বর্তমানে ইন্টারনেট কানেকশন নাই। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি হতে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডানেজ কমপোনেন্ট হতে সাশ্রয়কৃত অর্থ দিয়ে সিসিটিভি ক্যামেরা এর ইন্টারনেট সংযোগের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কিন্তু সফটওয়্যারটি চালু করার জন্য ইন্টারনেট বাবদ খরচ এর provision রাখা হয়নি। সফটওয়্যারটি চালু না হওয়ায় মাঠ পর্যায়ের অফিস হতে সরাসরি প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে অটোমেটিক্যালি কিভাবে রিপোর্ট জেনারেট হবে-এ সম্পর্কিত কোন ধারনা পাওয়া যায়নি।

১৪.১০ অডিট সম্পাদন সম্পর্কিতঃ

প্রকল্পের PCR পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রকল্পের কোন অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পাদিত হয়নি। তবে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত বাণিজ্যিক অডিট সম্পাদিত হয়েছে। ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ঠিকাদারের বিল হতে যথাযথভাবে vat, tax কর্তন না করা, সিডিউল বিক্রির অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না দেয়া, irregular payment এর বিষয়ে অডিট আপত্তি রয়েছে যার কিছু নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অন্যগুলো নিষ্পত্তির পর্যায়ে রয়েছে। এমতাবস্থায়, প্রকল্পের সর্বশেষ অর্থবছর ২০১৭-১৮ এর বাণিজ্যিক অডিট সম্পাদন করা প্রয়োজন।

১৫.০ সুপারিশ/মতামতঃ

১৫.১ প্রকল্পটির অন্যতম ইতিবাচক দিক হলো কোনরূপ সময় বর্ধিতকরণ ব্যতিরেকে প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্পের কার্যাবলী সমাপ্ত করা। প্রকল্প মেয়াদে কার্যাবলী সমাপ্ত করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য প্রকল্প সমূহকে একইভাবে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

১৫.২ কয়েকটি অফিস মেরামতের কাজ ভালো হলেও, পরিদর্শনকালে অধিকাংশ পুরাতন গুদাম মেরামতের কাজ সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি। জুন/২০১৭ সালে মেরামত শেষ হয়েছে এমন গুদামে পরিদর্শনকালে স্যাঁতস্যাঁতে, প্লাস্টার খড়ে পড়েছে এমন দেখা গিয়েছে। মেরামতের পর এত অল্প সময়ের মধ্যে গুদামগুলোর অবস্থা এত নাজুক অবস্থায় পৌঁছানোর কারণ বিএডিসি কর্তৃক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে মেরামত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে CPTU এর ১১/১০/২০১৮ তারিখের

২১.০০.০০০০.৩৬৩.২২. ০৯০.১৮-১৫৬ নং পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরনের জন্য বিএডিসি ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১৪.৩)।

১৫.৩ এ প্রকল্পের আওতায় নতুন গুদাম তৈরীসহ ১১৫টি পুরাতন গুদাম মেরামত করা হলেও গুদামগুলোর ফ্লোর মেরামত করা হয়নি। ফ্লোর এ শুধুমাত্র হালকা cc/plaster করা হয়েছে। যা ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে পুরাতন গুদাম সমূহের ফ্লোর মেরামতের বিষয়ে বিএডিসির পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১৪.৩)।

১৫.৪ ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড কাজ না করা, সফটওয়্যার লাইভ না হওয়া এবং সিসিটিভি ক্যামেরাগুলোর ফুটেজ সংরক্ষণের মেয়াদ মাত্র ৭ দিন ইত্যাদি সমস্যাগুলো প্রকৃতপক্ষে এ প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর কাঙ্খিত ফল লাভ ব্যহত করবে। এমতাবস্থায়, বিএডিসি কর্তৃক এই সমস্যা সমূহের কারণ অনুসন্ধানপূর্বক সমাধানের উপায় নির্ণয় করা প্রয়োজন (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১৪.৬, ১৪.৭, ১৪.৯)।

১৫.৫ প্রকল্প সংশোধনের সময় (১ম সংশোধন) মূল ডিপিপিতে উল্লেখিত ক্রয় পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন করে সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার পক্ষে কোন যৌক্তিকতা আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই ধরনের প্র্যাক্টিস মোটেও কাম্য নয়। যেমন- এর পরিবর্তে OTM অথবা DPM এর পরিবর্তে RFQ/DPM ইত্যাদি (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১৪.৪)।

১৫.৬ জেলা/উপজেলায় সার গুদাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ডানেজের চেয়ে RCC মেঝে সার সংরক্ষণের জন্য বেশী উপযোগী মর্মে মতামত প্রদান করেছেন। এমতাবস্থায়, ভবিষ্যলতে গুদাম নির্মাণকালে ডানেজের পরিবর্তেRCC মেঝে তৈরীর উপর গুরুত্বারোপ করা যায় (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১৪.৫)।

১৫.৭ সংশোধিত ডিপিপিতে ১১৫টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদিত হবে মর্মে উল্লেখ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ৬১টি উপজেলায় কাজ হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত এলাকার তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সন্নিবেশ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১৪.২)।

১৫.৮ অনুমোদিত ডিপিপিতে উল্লেখিত ক্রয়পদ্ধতির এবং পিপিআর-২০০৮ এর ব্যতয় ঘটিয়ে কম্পিউটার ক্রয়ের ক্ষেত্রে OTM এর পরিবর্তে RFQ এর অনুমতি প্রদান করেছেন বিএডিসির চেয়ারম্যান, যা তাঁর এখতিয়ার বহির্ভুত। ভবিষ্যতে এই ধরনের বিষয়গুলোতে বিএডিসি কে আরও বেশী নজর দেয়া প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয় (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১৪.৪)।

১৫.৯ পরিদর্শনে দেখা যায় যে, একটি আধুনিক গুদাম নির্মাণ, এর ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তেমন কোন ধারনা নেই। যেমন-গুদামসমূহের প্রাথমিক ডিজাইনে জানালা ও air ventilation fan এর ব্যবস্থা থাকলেও ভেঙ্গে যাওয়া ও অকেজো হবার আশংকায় পরবর্তীতে তা বাদ দেয়া হয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহারের জন্য নতুন গুদামগুলো কিভাবে তৈরী করা প্রয়োজন এই সম্পর্কে বিএডিসি এর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা তৈরী করা প্রয়োজন (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১৪.৮)।

১৫.১০ ২০১৪-১৫ হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত সম্পাদিত বাণিজ্যিক অডিট এ বেশ কিছু আপত্তি রয়েছে। যার কিছু নিষ্পত্তি হয়েছে ও নিষ্পত্তির পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটির ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অডিট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিএডিসি উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

কৃষি কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৮)

১। প্রকল্পের নাম : কৃষি কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন (Orienting Agriculture toward improved Nutrition and Women's Empowerment)

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : Agricultural Policy Support Unit (APSU) and ইউএসএইড USAID

৪। প্রকল্পের অবস্থান :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	নরসিংদী	মনোহরদী
	টাংগাইল	মির্জাপুর
ময়মনসিংহ	শেরপুর	নালিতাবাড়ী
	ময়মনসিংহ	ত্রিশাল
রাজশাহী	বগুড়া	শেরপুর
	নওগাঁ	মহাদেবপুর
রংপুর	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী
	লালমনিরহাট	আদিতমারী
খুলনা	চুয়াডাঙ্গা	দামুরহুদা
	যশোর	বাঘেরপাড়া
বরিশাল	বরিশাল	গৌরনদী
	পিরোজপুর	নেসারাবাদ
সিলেট	সিলেট	গোলাপগঞ্জ
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	চান্দিনা
	খাগড়াছড়ি	মাটিরাংগা
	চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮১৩.৮০ ১১৪.০০ ৬৯৯.৮০	৮১৩.৮০ ১১৪.০০ ৬৯৯.৮০	৭৯৬.২৮ ১১৪.০০ ৬৮২.২৮	০১-০৭-১৫ থেকে ৩০-০৬-১৮	০১-০৭-১৫ থেকে ৩০-০৬-১৮	২০-০৯-১৫ থেকে ৩০-০৬-১৮	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

* জিওবি টাকা In-kind হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

৬। **পটভূমি ও উদ্দেশ্য:**

৬.১। **প্রকল্পের পটভূমি:**

৬.১.১ সাম্প্রতিক সময়ে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ, সেচ কাজে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশে প্রশংসনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তথাপি মা ও শিশুর পুষ্টি উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান সন্তোষজনক নয়। দেশের জনগণের একটি বিরাট অংশ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস যেমন আয়রন, জিংক, আয়োডিন এবং ভিটামিন-এ এর অভাবে ভুগছে। ভাত প্রধান বৈচিত্র্যহীন খাদ্যাভাস হলো এর অন্যতম কারণ। নিপোর্ট (National Institute of Population Research and

Training) এর ২০১৫ সালের Bangladesh Demo Graphic and Health Survey 2014 হতে জানা যায় যে, বাংলাদেশে গর্ভবতী নন এবং স্তন্য পান করাচ্ছেন না এমন মহিলাদের শতকরা ২৬ ভাগ, আয়রনের অভাবজনিত রক্তশূন্যতায় ভোগেন। অপরদিকে শতকরা ৪২ ভাগ নারী আয়োডিনের স্বল্পতায় ভোগেন। ICDDRB ২০১৩ এর একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, স্কুলে যায় না এমন শিশুদের মধ্যে রক্তশূন্যতা, আয়োডিন এবং ভিটামিন-এ এর অভাব যথাক্রমে ৩৩%, ৪০% ও ২০%। এই কারণে সরকারি নীতিমালা ও কৌশলসমূহে কৃষি ও পুষ্টির মধ্যে বিদ্যমান যোগসূত্রকে আরো শক্তিশালীকরণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৬.১.২ বাংলাদেশে IFPRI (Internation Food Policy Research Institute) এর গবেষণা হতে জানা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে নারী ও পুরুষদের Nutirition Behaviour Change Communication (NBCC) প্রশিক্ষণ দিয়ে শিশু পুষ্টি ও সম্পূরক খাদ্যাভাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব। গবেষণায় প্রাপ্ত এ ফলাফলের প্রেক্ষিতে IFPRI কর্তৃক প্রস্তুতকৃত concept note এর ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ সরকার আলোচ্য Orienting Agriculture toward improved Nutrition and Women's Empowermen পাইলট প্রকল্পটি অনুমোদন করে। এই প্রকল্পটি Agriculture, Nutrition and Gender Linkages (ANGeL) নামেও পরিচিত।

৬.১.৩ এই পাইলট প্রকল্পটি জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩ এর ২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধারণ করেছে। বিষয় দুটি হলো (ক) জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা মেটানোর জন্য ফসলে বৈচিত্র্য আনয়ন ও অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন শস্য উৎপাদন (খ) নারীর ক্ষমতায়ন দ্বারা ফসল উৎপাদন ও বিপণনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আয়, খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। প্রকল্পটি ইউএসএইড এর অর্থায়নে, আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ইফপ্রি) এর কারিগরি সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষিনীতি সহায়ক ইউনিট (আপসু) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য (ডিপিপি অনুযায়ী)**

প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্যঃ কৃষি ক্ষেত্রে কার্যক্রম চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও পুষ্টি উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- খামার গৃহস্থালীর/খানার আয়
- কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য
- প্রাক-বিদ্যালয়ের শিশুদের, পরিণত বয়সের নারী এবং পরিবারের সকল সদস্যদের খাবার গ্রহণের বৈচিত্র্য আনয়ন
- শিশু ও বাড়ন্ত শিশুর খাওয়ানোর অনুশীলন
- ক্যালরি, প্রোটিন, আয়রন, জিঙ্ক এবং ভিটামিন এ গ্রহন
- প্রাক-বিদ্যালয়ের শিশু ও পরিণত বয়সের নারীদের পুষ্টির অবস্থা

৭.০ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম :**

(ক) ১৬টি উপজেলার মোট ১৬০ টি ব্লকের ৪০০০ খানায় বেইজলাইন জরিপ
(খ) ১৬টি উপজেলার মোট ১২৫ টি ব্লকের ১২৫ জন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ
(গ) ১৬টি উপজেলার মোট ১২৫ টি ব্লকের ৩১২৫ খানা সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে কৃষক দল প্রশিক্ষণ
(ঘ) APSU-র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আর্ন্তজাতিক প্রশিক্ষণ
(ঙ) APSU-র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আর্ন্তজাতিক সেমিনার/কনফারেন্স/অধ্যয়ন
(চ) ১৬টি উপজেলার মোট ১৬০ টি ব্লকের ৪০০০ খানায় এন্ডলাইন জরিপ

৮। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, পিসিআর এর ভিত্তিতে)**পরিশিষ্ট-ক

৯। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন সম্পর্কিত :

আলোচ্য প্রকল্পটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্ত এগ্রিকালচার পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (আপসু) কর্তৃক ৬৯৯.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ০৮/১০/২০১৫ তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মূল টিপিপিতে Training of Trainers (ToT) এর জন্য বরাদ্দ ছিল ৮০.০০ লক্ষ টাকা এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ৩৫০.৮০ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে টিওটি প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত ৫৪.৬১ লক্ষ টাকা এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ৫৪.৬১ লক্ষ টাকা কম প্রয়োজন হওয়ায় ৪৮৪০ অর্থনৈতিক কোডে আন্তঃ খাত সমন্বয় করা হয়। এছাড়া ৯১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এন্ড লাইন সার্ভে নামক নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে মূল ডিপিপিতে উল্লেখিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৯৯.৮০ লক্ষ টাকা অপরিবর্তিত রেখে ২১/১২/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধন করা হয়।

১০। **বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	লক্ষ্যমাত্রা	অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়
	মোট (টাকা)	মোট (টাকা)		প্রকল্প সাহায্য
২০১৫-২০১৬	৩৮৪.৭৫	৩৮৪.৭৫	৩৮৪.৭৫	২৫২.৮১
২০১৬-২০১৭	২০৮.১০	২০৮.১০	২০৮.১০	২০৭.২১
২০১৭-২০১৮	২৩৯.০০	২৩৯.০০	২৩৯.০০	২২২.২৬

১১. ক) ডিপিপি/টিএপিপিতে মোট প্যাকেজ সংখ্যা : ০৬টি

খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য : সকল ক্রয় কার্যক্রম IFPRI কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে।

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল পদবী ও কর্মস্থল	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন
মোঃ তৌফিকুল আলম	গবেষণা পরিচালক আপসু, কৃষি মন্ত্রণালয়	২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে ২০ ডিসেম্বর ২০১৭	পূর্ণ কালীন
আব্দুল হালিম	গবেষণা পরিচালক আপসু, কৃষি মন্ত্রণালয়	২১ ডিসেম্বর ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০১৮	পূর্ণ কালীন

১৩। **প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- CEP সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় এবং
- প্রকল্পের সরেজমিন পরিদর্শন এবং উপ-প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময়।

১৪। **প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

যেহেতু প্রকল্পটি একটি সমীক্ষাধর্মী প্রকল্প এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আচরণগত ও আর্থিক মানোন্নয়ন সহজে পরিমাপযোগ্য নয়, সেহেতু প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহের বিপরীতে অর্জন সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য প্রকল্পের এন্ড লাইনে প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য সমূহের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে প্রকল্পের এন্ড লাইন রিপোর্টের আলোকে উদ্দেশ্যসমূহের বিপরীতে অর্জন সম্পর্কে উল্লেখ করা হলোঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১. খামার গৃহস্থালীর/খানার আয়	১। প্রকল্পটি কৃষকদের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তাদের আয়ের উৎস বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। স্বামী এবং স্ত্রী-কে একই সাথে প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে দেখা যায় যে, ফসল উৎপাদন, পুষ্টি এই বিষয়গুলো শুধুমাত্র এককভাবে পুরুষ বা নারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। অনেক নারী (স্ত্রী) প্রশিক্ষণার্থী উদ্যান উন্নয়ন, স্থানীয় সমবায়ে যোগদান, পোলট্রি ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং পশু পালনের মতো নতুন ধরনের কাজে অংশগ্রহণে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছেন। এই কাজগুলোর ফলে

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
	তাদের পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
২. কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য	২। উচ্চ মূল্যের শস্য উৎপাদনের চেয়ে বাড়ির আঙ্গিনায়/বাগানে সবজি/ফল চাষ ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করায় শস্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকায় হাঁস-মুরগী এবং পশু পালন বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩. প্রাক-বিদ্যালয়ের শিশুদের, পরিণত বয়সের নারী এবং পরিবারের সকল সদস্যদের খাবার গ্রহণের বৈচিত্র্য আনয়ন	৩। T2, T4 এবং T5– এ অংশগ্রহণকারীদের খাদ্য গ্রহণের বৈচিত্র্য শতকরা ৪.৮-৫.৩ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞানে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়নের কারণে প্রকল্প এলাকায় পারিবারিক খাদ্যাভাসের গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাক বিদ্যালয়ের শিশু, পরিণত বয়সী নারী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের খাদ্য গ্রহণের বৈচিত্র্য পূর্বের তুলনায় ০৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪. শিশু ও বাড়ন্ত শিশুর খাওয়ানোর অনুশীলন	৪। প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুদের খাবার ও খাওয়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। মায়েরা এখন শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানো এবং সম্পূরক খাবার খাওয়ানোর বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন।
৫. ক্যালরি, প্রোটিন, আয়রন, জিঙ্ক এবং ভিটামিন এ গ্রহন	৫। ক্যালরি, প্রোটিন, জিংক, আয়রন এবং ভিটামিন-এ এর গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬. প্রাক-বিদ্যালয়ের শিশু ও পরিণত বয়সের নারীদের পুষ্টির অবস্থা	৬। প্রতিদিনের খাদ্যে বৈচিত্রময় এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করায় মা এবং প্রাক-বিদ্যালয়গামী শিশুদের পুষ্টির অবস্থার উন্নতি হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় সদ্যোজাত ও অল্প বয়সী শিশুদের রোগ সংক্রমণের হারও কমে গেছে।

১৫। **পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ**

১৫.১। আইএমই বিভাগের উপ-পরিচালক নাসরীন সুলতানা গত ০৩/০৭/২০১৯ তারিখে ঢাকার জেলার মানিক মিয়া এভিনিউতে অবস্থিত প্রকল্পের মূল কার্যালয় এবং ০৯/০৭/২০১৯ তারিখে বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলায় আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন ও সুফলভোগীদের সাথে মত বিনিময় করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক মাসুমা ইউনুস, প্রকল্প ব্যবস্থাপক আকলিমা পারভীন, উপজেলার সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (SAAO) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

১৫.২। প্রকল্পের মূল কার্যালয় পরিদর্শনে জানা যায় যে, প্রকল্পটি মূলতঃ একটি গবেষণা/সমীক্ষা প্রকল্প। যার মূল কম্পোনেন্ট হলো প্রশিক্ষণ, বেইজ লাইন এবং এন্ড লাইন জরিপ পরিচালনা করা। উপ-প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি, পুষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়ন এ তিনটি বিষয়ে আন্তঃ সংযোগ বিবেচনা করে জেন্ডার সংবেদনশীল কৃষির নিম্নোক্ত তিনটি মোডালিটির বাস্তবায়ন ও প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছেঃ

১৫.২.১। কৃষি উৎপাদনঃ এই মোডালিটির মূল লক্ষ্য হলো প্রয়োজনীয় পুষ্টি গুণে সমৃদ্ধ উচ্চ মানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করা। এতে কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র আনয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিশেষতঃ ফল ও সবজি, ডাল, তেলবীজ, পোলট্রি, ডেইরি, মাছ ও গবাদি পশু ইত্যাদি উৎপাদনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই মোডালিটির আওতায় প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) বসতবাড়িতে বছরব্যাপী শাক সবজি ও উচ্চ ফলনশীল পুষ্টি সমৃদ্ধ শস্য উৎপাদনের গুরুত্ব এবং সঠিক পদ্ধতিতে বেড ও মাদা/পিট তৈরি;
(খ) বীজ বপন ও চারা রোপন এবং মাটির স্বাস্থ্য ও ফসলের আন্তঃ পরিচর্যা/ব্যবস্থাপনা;
(গ) মানসম্মত কৃষি উপকরণ ব্যবহার এবং বালাই দমন ব্যবস্থাপনা;
(ঘ) ফসল উত্তোলন পরবর্তী ব্যবস্থাপনা এবং বাজারজাতকরণ;
(ঙ) দেশী মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা;
(চ) গরু ছাগল এবং মৎস্য পালন ব্যবস্থাপনা।

১৫.২.২। পুষ্টি বিসিসি (BCC): গৃহস্থালি পর্যায়ে পুষ্টি অবস্থা উন্নতকরণের জন্য উন্নতমানের Behaviour Change Communication (BCC) প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা। এই মোডালিটির আওতায় যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) খাদ্য ও পুষ্টি
(খ) অনুপুষ্টি উপাদান সমূহঃ আয়োডিন ও আয়রন বা লৌহ
(গ) অনুপুষ্টি উপাদানসমূহ; ভিটামিন-এ এবং জিংক
(ঘ) মায়ের দুধ খাওয়ানো
(ঙ) বাড়তি খাবার এবং সম্পূরক খাবার
(চ) নারীর পুষ্টিগত যত্ন ও সেবা
(ছ) হাত ধোয়া
(জ) SMART রন্ধনপ্রণালী
(ঝ) ঝুঁকিহীন বা নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ, প্রস্তুতি ও সংরক্ষণ।

১৫.২.৩। জেন্ডার সেনসেটাইজেশনঃ

নারীর অবস্থান/ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেন্ডার সেনসেটাইজেশন মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা। এই কার্যক্রমটি Helen Keller International's (HKI's) প্রণীত Nurturing Connections কারিকুলাম এর উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ক) যোগাযোগ
(খ) বিশ্বাস ও বিশ্বাস স্থাপন
(গ শোনা এবং যোগাযোগের দক্ষতা
(ঘ) যোগাযোগ (সম্মিলিত)
(ঙ) দৃষ্টিভঙ্গি ও জেন্ডার সম্পর্কে বোঝা
(চ) পুষ্টি ও মানুষকে মূল্যায়ন
(ছ) যত্নশীল কমিউনিটি গঠনে এক সাথে কাজ করা
(জ) ক্ষমতার সম্পর্কগুলোকে চিহ্নিত করা
(ঝ) ক্ষমতার অনুশীলন
(ঞ) কমিউনিটিতে ক্ষমতার সম্পর্ক
(ট) দৃ ঢ়তার সাথে নিজেকে প্রকাশ করা এবং একসাথে সিদ্ধান্ত নেওয়া
(ঠ) পরিবর্তনের জন্য কাজ করা
(ড) পরিবর্তনের জন্য একসাথে কাজ করা

১৫.৩। পরিদর্শনে জানা যায় যে, এই প্রশিক্ষণের জন্য সমগ্র দেশের ৪৮৪টি উপজেলার মধ্য হতে শস্যের বৈচিত্রায়নে এগ্রো-ইকোলজিক্যালি উপযোগী এবং ভাল বিপণন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত এমন ১৬টি উপজেলাকে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত ১৬টি উপজেলার ৫২৫টি ব্লক এর মধ্য হতে দৈবচয়ন ভিত্তিতে (প্রতিটি উপজেলা হতে ১০টি করে) মোট ১৬০টি ব্লক নির্বাচন করা হয়। এই ১৬০টি ব্লককে দৈবচয়ন ভিত্তিতে প্রকল্পের ০৫টি Treatment Arm এবং ০১টি Control Group এর মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। প্রতিটি Treatment Arm এ ২৫টি ব্লক হিসেবে (২৫ x ৫) অর্থাৎ ১২৫টি ব্লকে ট্রিটমেন্ট দেয়া হয় এবং অবশিষ্ট ৩৫টি ব্লককে Control Group এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য প্রতি ব্লকে অংশগ্রহণকারী কৃষক পরিবারের সংখ্যা ছিল ২৫টি। এই ১৬০টি ব্লকের কৃষক পরিবারের সবকটিতে শুমারী করে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সকল পরিবারের যাদের ২ বছরের কম বয়সী শিশু ছিল তাদের তালিকা তৈরি করা হয়। ১৬০টি ব্লক হতে সর্বমোট (১৬০ x ২৫) = ৪০০০টি কৃষক পরিবার নির্বাচন করা হয়; যার মধ্যে ৩১২৫টি (১২৫ x ২৫) কৃষক পরিবারকে প্রকল্পের আওতায় ৫টি ট্রিটমেন্ট দেয়া হয় এবং অবশিষ্ট ৩৫টি ব্লকের ৮৭৫টি (৩৫ x ২৫) কৃষক পরিবারকে কন্ট্রোল গ্রুপে রাখা হয়।




ছবিঃ কৃষকদলের সাথে বৈঠক

১৫.৪। পরিদর্শনে জানা যায় যে, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক ০৫টি ট্রিটমেন্ট গ্রুপের মোট ১২৫ জন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। T1 হতে T4 Treatment এর প্রতিটির জন্য ২৫ জন করে মোট ১০০ জন এবং T2 Treatment Arm এর জন্য ২৫ জন এনজেল পুষ্টি কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া প্রশিক্ষক ও কৃষক দল উভয়ের জন্য যথাক্রমে একবার ও দুইবার রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (SAAO) এবং মাঠ পর্যায়ে কৃষক পরিবারকে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে কারিগরি তথ্য সম্পন্ন ০৩টি প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রস্তুত করা হয়। এগুলো হলোঃ (১) কৃষি বিষয়ক সহায়িকা (২) পুষ্টি বিষয়ক সহায়িকা (৩) Nurturing connections (Adapted for home stead food production and nutrition)। প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি উপ -সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে কৃষক পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য তাদের (SAAO) মাঝে বিতরণ করা হয়।

১৫.৫। প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কৃষক পরিবারসমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পূর্বে বেজ লাইন সার্ভে এবং প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে পরিবর্তন/ফলাফল নির্ণয়ের জন্য এন্ড লাইন সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্প পরিদর্শনকালে Data Analysis and Technical Assistance নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত প্রকল্পের এন্ড লাইন সার্ভে Report অর্থাৎ Evaluation Result পর্যালোচনা করা হয়। সমীক্ষা প্রকল্পের ডিজাইনে কৃষক পরিবারগুলোকে মোট ০৫টি Treatment (T) এবং ০১টি Control Group (C) এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষক পরিবারের সাথে প্রশিক্ষণ পায়নি এমন কৃষক পরিবার এবং একটি ট্রিটমেন্ট প্রাপ্ত গ্রুপ এর সাথে অপর একটি ট্রিটমেন্ট প্রাপ্ত গ্রুপ এর পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে এই ৫টি treatment এর বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলোঃ

১৫.৫.১। T1 (Treatment 1)-এই ট্রিটমেন্টের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ কৃষক পরিবারের সদস্যদের (স্বামী ও স্ত্রী) পুষ্টি BCC-1 বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন।

১৫.৫.২। T2 (Treatment 2)- ANGeL প্রকল্প কর্তৃক নিয়োগকৃত ANGEL Pusti Kormi (APK) গণ (যারা সাধারণত নারী কমিউনিটি পুষ্টি কর্মী হিসেবে পরিচিত) nutrition BCC-2 বিষয়ে অংশগ্রহণকারী নারী ও পুরুষদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

১৫.৫.৩। T3 (Treatment 3)-এই ট্রিটমেন্টের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ কৃষি উৎপাদন বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেন।

১৫.৫.৪। T4 (Treatment 4)- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণকারীদের কৃষি উৎপাদন ও nutrition BCC বিষয়ে কৃষক পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

১৫.৫.৫। T5 (Treatment 5)- এই ট্রিটমেন্টের আওতায় অংশগ্রহণকারীদের তিনটি বিষয়ে- কৃষি উৎপাদন, পুষ্টি BCC এবং জেন্ডার সেনসেটাইজেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ কৃষি উৎপাদন এবং পুষ্টি BCC এর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং Helen Keller International's (HKI's) এর প্রশিক্ষকগণ জেন্ডার সেনসেটাইজেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন।

১৫.৬। পরিদর্শনে জানা যায় যে, এই ০৫টি Treatment Arm ইতোপূর্বে বর্ণিত তিনটি মোডালিটিকে রিপ্রেসেন্ট করে। T1, T2 ও T3 প্রতিটি Treatment Arm এ একটি করে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে T4 এ ০২টি এবং T5 এ ০৩টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের এন্ড লাইন রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সব কয়টি Treatment Arm এর মধ্যে T5 Arm টি সবচেয়ে বেশী কার্যকর, যার সাহায্যে অংশগ্রহণকারীদের কৃষি ও পুষ্টি বিষয়ে ধারণা প্রদান সহ জেন্ডার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা সম্ভব।

১৫.৭। গত ০৯/০৭/২০১৯ তারিখে বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার খানপুর ও উচরং গ্রামে প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে সরেজমিন ধারণা অর্জনের জন্য কৃষক পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। এই গ্রামগুলোর আওতাধীন ব্লকে অন্তর্ভুক্ত কৃষক গ্রুপ গুলোতে T4 (Treatment 4)- এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ কৃষি উৎপাদন ও nutrition BCC বিষয়ে কৃষক পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে দুটি গ্রাম হতে ২৫টি করে মোট ৫০টি কৃষক পরিবারের দুটি দল উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে অনেকে তাদের ছেলে/মেয়েসহ উপস্থিত হন যাদের বয়স (ছেলেমেয়েরা) প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ২ বছরের নীচে ছিল। এখন তারা অনেকটা বড় হয়ে গিয়েছে। এই প্রশিক্ষণে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রকল্পের ডিপিডি বলেন, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন বিষয়ে শুধুমাত্র স্ত্রী মতামত দিলে স্বামীরা অনেক সময় মেনে নিতে চান না। যদি বিষয়টি উভয়ের জানা থাকে তাহলে পারস্পরিক শেয়ারিং এবং বোঝাপড়া ভালো হয়। এতে তারা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হন।

১৫.৮। খানপুর গ্রামে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী নারীদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (পুষ্টি বিষয়ক সহায়িকা) হতে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। তারা অধিকাংশ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পেরেছেন। এছাড়া অংশগ্রহণকারী পুরুষদেরও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (কৃষি বিষয়ক সহায়িকা) হতে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। দেখা যায় যে, প্রশিক্ষণ থেকে এরা পুষ্টি ও কৃষি বিষয়ে ভালো ধারণা অর্জন করেছেন। এই দিকটি অত্যন্ত ইতিবাচক প্রতীয়মান হয়েছে। উপস্থিত পুরুষ/স্বামীদের পেশা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে দেখা যায় যে অনেকেরই মূল পেশা কৃষি নয়, তাদের কেউ কেউ দোকানদার, রিকশাচালক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

১৫.৯। উড়চং গ্রাম হতে আগত কৃষক পরিবারের দল এর সদস্যদের পুষ্টি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন যেমনঃ কোন কোন সবজিতে কি ভিটামিন থাকে, পুষ্টিগুণ বজায় রেখে কিভাবে রান্না করতে হবে, হাঁস-মুরগির সাধারণ রোগ ব্যাধি ও প্রতিকার, শিশুর যত্ন, খাবার পূর্বে হাত ধোয়া, হাত ধোয়ার পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ সহায়িকা হতে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রায় সকল বিষয়ে সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন যা অত্যন্ত ইতিবাচক প্রতীয়মান হয়। তবে সাক্ষাৎপর্ব শেষে সংশ্লিষ্ট SAAO প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হলে তারা শিশুদের হাত না ধুয়ে শিশুদের হাতে খাবার তুলে দেন। বসার জায়গার পাশেই হাত ধোয়ার স্থান থাকা সত্ত্বেও শিশুদের হাত না ধুয়ে খাবার তুলে দিলেন কেন? এ প্রশ্নের জবাবে তারা জানান শিশুদের খুব বেশী ক্ষুধা পেয়েছিল তাই তারা এমনটা করেছেন। পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, প্রশিক্ষণ হতে জ্ঞান অর্জন করলেও তা আত্নস্থ করা এবং সে অনুযায়ী অভ্যাস গড়ে তোলা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ বিষয়।

১৬.০ **সুপারিশ/মতামতঃ**

১৬.১। আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে বেইজ লাইন জরিপ করা হয়। ফলে প্রশিক্ষণধর্মী এই প্রকল্পটি এন্ড লাইন জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য যে সকল প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় সে সকল প্রকল্পে একইভাবে বেইজ লাইন জরিপ পরিচালনা বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন (অনুচ্ছেদ-১৫.৫)।

১৬.২। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্প চলাকালে প্রশিক্ষণের গুণগত মান প্রত্যাশিত পর্যায়ে না হওয়া এবং পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীদের নিম্ন উপস্থিতির হার ইত্যাদি সমস্যা বিদ্যমান ছিল। ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এসকল সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য উপযুক্ত কৌশল প্রণয়ন করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৫.৫)।

১৬.৩। ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণকালে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু একটি পুস্তিকা আকারে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বিতরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৫.৪)।

১৬.৪। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা করা হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের মাধ্যমে অভ্যাস/আচরণগত পরিবর্তনের বিষয়টি সময়সাপেক্ষ। এমতাবস্থায়, এই ধরনের প্রকল্পে আরো বেশী রিফ্রেসার্স ট্রেনিং এর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ১৫.৯)।

বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ৩০ জুন,২০১৮)

১। প্রকল্পের নাম : বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)।

২। প্রকল্পের অবস্থান : ০২টি বিভাগের ০৯টি জেলার ৪৬ উপজেলা।

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
১	২	৩	৪
১।	রাজশাহী	রাজশাহী	পবা, গোদাগাড়ী, তানোর, বাগমারা, মোহনপুর, পুঠিয়া, দূর্গাপুর এবং চারঘাট =০৮টি
২।		চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নবাবগঞ্জ, গোমস্তাপুর এবং নাচোল = ০৩টি
৩।		নওগাঁ	নওগাঁ সদর, মহাদেবপুর, রাণীনগর, বদলগাছী, মান্দা, নিয়ামতপুর, পোরশা, সাপাহার, আত্রাই, ধামুইরহাট, এবং পত্নীতলা = ১১টি
৪।		নাটোর	নাটোর সদর, সিংড়া, বড়াইগ্রাম এবং লালপুর = ০৪টি
৫।		বগুড়া	শেরপুর, ধুনট, দুপচাঁচিয়া, আদমদীঘি, নন্দীগ্রাম, শিবগঞ্জ, গাবতলী এবং শাহজাহানপুর = ৮টি
৬।		জয়পুরহাট	জয়পুরহাট,আক্কেলপুর এবং পাঁচবিবি = ০৩টি
৭।	রংপুর	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর এবং তেতুলিয়া = ০২টি
৮।		ঠাকুরগাও	ঠাকুরগাঁও সদর এবং হরিপুর = ০২টি
৯।		দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর, বিরল, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর এবং ঘোড়াঘাট = ০৫টি
মোট	০২ টি	০৯ টি	উপজেলা-৪৬ টি

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।

৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়।

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয় মোট	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনু: ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময়(মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূলমোট	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত			
১	২		৩	৪	৫		৬	৭	৮
২৩৮৯৫.০০	২০৪০৯.০০	১৯৯৯৯.৫৭	১৯৯৯৫.৮৭	মার্চ, ২০১১-জুন,২০১৪	মার্চ, ২০১১-জুন,২০১৭	মার্চ, ২০১১-জুন,২০১৮	মার্চ, ২০১১-জুন,২০১৮	(-)০.০১৮৫%	২০০%

৬. প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের লক্ষ্যে জলাধারের পরিমান বৃদ্ধি করার জন্য খাস খাল/খাড়ী,পুকুর/জলাশয় ও দীঘি পুনঃখনন করা;
- ৬০০ কিমি খাল, ২০০টি পুকুর ও ৬টি দীঘি পুনঃখনন এবং খননকৃত খালে ৯৭টি **সাব-মার্জড** ওয়্যার ও নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি আটকিয়ে ৩৮ হাজার হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য High barind area তে পাতকূয়া (Dugwell) খনন করা;
- ভূ-পরিস্থ পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনভরন করা;

- বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য আনায়ন;
- দিনমজুর/প্রান্তিক কৃষকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

৭। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ**

	পিসিপি	পিপি
ক) মূল i) একনেক কর্তৃক ii) প্রশাসনিক আদেশ	 - -	 ২৯.০৩.২০১১ ০১.০৬.২০১১
খ) ১ম সংশোধিত	-	১৩.০৮.২০১৩ (মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক)
গ) ২য় সংশোধিত	-	৩১-০১-২০১৭ (মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক)

৮. প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- খাস মজা পুকুর এবং ছোট ও বড় জলাশয় পুনঃখনন- ২০০টি
- খাস খাল/খাড়ি পুনঃখনন- ৬০০ কিঃমিঃ
- দীঘি পুনঃখনন- ৬ টি
- পাতকূয়া খনন- ১১০ টি
- রিচার্জ ওয়েল স্থাপন- ৫টি (পাইলট ভিত্তিতে)
- সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ-৯৭ টি
- রাবার ড্যাম নির্মাণ- ১ টি (৬২ মিঃ)
- এলএলপি স্থাপন- ৬৯টি
- বৃক্ষ রোপন (ফলদ/বনজ)- ৮ লক্ষ টি।
- অফিস ভবন নির্মাণ-০৪ টি।
- পাতকূয়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন- ৪৬ টি

৯. প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি:

প্রকল্প পরিচালক কতৃর্ক সরবরাহকৃত তথ্য মোতাবেক প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৮% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%

১০. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ০২জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	জনাব মোঃ শরীফুল হক	নির্বাহী প্রকৌশলী	প্রেষণে	১১-০৯-২০১১ হতে ১১-০১-২০১২
২.	জনাব শিব্বির আহমেদ	নির্বাহী প্রকৌশলী	প্রেষণে	১২-০১-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৮

১১. প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি:

১২। অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			ভৌত পরিমাণ	আর্থিক	ভৌত পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
(ক)	**রাজস্ব ব্যয়:**					
১	সরবরাহ ও সেবা	লট	-	১২৫.৫০	-	১২৫.০০ (১০০%)
২	জরিপ, ইঞ্জিনিয়ারিং,ডিজাইন ও সমীক্ষা	লট		১৭২.০০	-	১৭২.০০(১০০%)
৩	মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	লট		১৫.০০	-	১৫.০০ (১০০%)
	উপমোট (রাজস্ব)			৩১২.৫০	-	৩১২.৫০ (১০০%)
(খ) **মুলধন খরচ**						
৪	জীপ (১টি), পিক আপ (১টি), মটর সাইকেল (২৮টি)	লট		১২৫.০০	-	১২৫.০০ (১০০%)
৫	সোলার ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ক্রয়	সেট	৪৬	১৯২.৪০	৪৬ (১০০%)	১৯২.৪০ (১০০%)
৬	পাওয়ার পাম্পসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক মালামাল	সেট	৬৯	৫৯৩.৩৩	৬৯ (১০০%)	৫৯৩.২১ (৯৯.৯৭%)
৭	ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	সেট	৬৯	৪৪৭.০০	৬৯ (১০০%)	৪৪৬.৯০(৯৯.৯৭%)
৮	আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ইত্যাদি	লট		৩৭.৪০	-	৩৭.৪০ (১০০%)
৯	অফিস ভবন নির্মান	টি	৪	৩৪৯.৬০	৪ (১০০%)	৩৪৯.৬০ (১০০%)
১০	বনায়ন	লক্ষ	৮	৫৭৬.০০	৮(১০০%)	৫৭৬.০০ (১০০%)
১১	ভূ-গর্ভস্থ পানি বিতরণ লাইন নির্মাণ	টি	৬৯	৩৬০.৭৫	৬৯ (১০০%)	৩৫৯.২৫ (৯৫.৫৮%)
১২	সাব-মার্জড ওয়্যার (ক্রসড্যাম) নির্মাণ		৯৭ টি	৪২০৯.০০	৯৭ টি (১০০%)	৪২০৮.৯৯ (৯৯.৯৯%)
১৩	মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ (সাব-মার্জড ওয়্যার)	টি	৩৬৩	১০২৬.০০	৩৬৩ (১০০%)	১০২৫.৫০ (৯৯.৯৫%)
১৪	পাতকূয়া খনন	টি	১১০	৫৪৫.৭০	১১০ (১০০%)	৫৪৫.৭০ (১০০%)
১৫	রিচার্জ ওয়েল	টি	৫	১০.৯৬	৫(১০০%)	১০.৯৬
১৬	এলএলপি কমিশন এবং বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	টি	৬৯	৪৪.৬৩	৬৯ (১০০%)	৪৪.৫৫ (৯৯.৮২%)
১৭	খাস খাল পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৬০০	৮৫৫৬.৭৫	৬০০ (১০০%)	৮৫৫৫.৪০ (৯৯.৯৮%)
১৮	খাস পুকুর/জলাশয় পুনঃখনন	টি	২০০	১০২০.০০	২০০ (১০০%)	১০১৯.৯৬ (৯৯.৯৯%)
১৯	দিঘী পুনঃখনন	টি	৬	১২২.৬৪	৬(১০০%)	১২২.৬৪ (১০০%)
২০	রাবার ড্যাম ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম	টি	১	১৪৬৯.৯১	১ (১০০%)	১৪৬৯.৯১ (১০০%)
	উপমোট (মূলধন)			১৯৬৮৭.০৭		১৯৬৮৩.৩৭
	মোট প্রকল্প ব্যয়			**১৯৯৯৯.৫৭**	**১০০%**	**১৯৯৯৫.৮৭ (৯৯.৯৮%)**

সূত্রঃ পিসিআর ও প্রকল্প পরিচালক।

১৩.। প্রকল্পের আওতায় জেলা ও উপজেলাভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা ও অগ্রগতিঃ

ক. খাস মজা পুকুর পুনঃখননঃ

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ হতে খাস মজা পুকুর পুনঃখনন সর্ম্পকিত উল্লিখিত তথ্য পাওয়া গেছে।

ক্রঃনং	জেলা	উপজেলা	পরিকল্পনা (টি)	অগ্রগতি (টি)	আরও প্রয়োজন (খননযোগ্য টি)	
১	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	৩১	৩১	১৩১	
২		পবা	-	-	৫৫	
৩		তানোর	১৩	১৩	১২০	
৪		মোহনপুর	৪	৪	৫	
৫		বাঘা	--	--	২	
৬		পুঠিয়া	-	-	২৫	
৭		বাগমারা	৬	৬	১৯	
৮		দুর্গাপুর	-	-	১৫	
৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর	১৮	১৮	১৬	
১০		নাচোল	২০	২০	৫১	
১১		নবাবগঞ্জ	৫	৫	৩০	
১২	নওগাঁ	বদলগাছী	৩	৩	৭	
১৩		নিয়ামতপুর	৩০	৩০	৮০	
১৪		নওগাঁ	৬	৬	৩০	
১৫		রানীনগর	১১	১১	৬৫	
১৬		আত্রাই	৬	৬	১০০	
১৭		মান্দা	-	-	৪০	
১৮		মহাদেবপুর	-	-	৪	
১৯		পত্নীতলা	২৩	২৩	১৫	
২০		ধামুইরহাট	২	২	১৫	
২১		সাপাহার	১৩	১৩	৪৫	
২২		পোরশা	৯	৯	৩০	
মোট =			২০০টি	২০০টি	৯০০টি	

সূত্র: প্রকল্প পরিচালক

খ. খাস খাল/খাড়ি পুনঃখননঃ

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ হতে খাস খাল/খাড়ি পুনঃখনন সর্ম্পকিত উল্লিখিত তথ্য পাওয়া গেছে।

ক্রঃনং	জেলা	উপজেলা	পরিকল্পনা (কিঃমি)	অগ্রগতি (কিঃমি)	আরও প্রয়োজন (পুনঃখননযোগ্য কিঃমিঃ)	
১	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	২৯.২৪	২৯.২৪	৫৫	
২		পবা	১৮.৯	১৮.৯	৮০	
৩		তানোর	৯.২২	৯.২২	-	
৪		মোহনপুর	৫	৫	৩৭	
৫		চারঘাট	২.৯	২.৯	-	
৬		পুঠিয়া	২	২	-	
৭		বাগমারা	১৫.২	১৫.২	১২৪	
৮		দুর্গাপুর	৭.৭	৭.৭	৫২	
৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর	৮.৫	৮.৫	৪	
১০		নাচোল	৮.২৫	৮.২৫	২০	
১১		নবাবগঞ্জ	-	-	১০	
১২	নওগাঁ	বদলগাছী	২৩.০৩	২৩.০৩	-	
১৩		নিয়ামতপুর	৫৫.৭৯	৫৫.৭৯	১০০	
১৪		নওগাঁ	৫১.৯৩	৫১.৯৩	১০০	
১৫		রানীনগর	৬৪.৬৯	৬৪.৬৯	১৫	
১৬		আত্রাই	২৩.৫৫	২৩.৫৫	১৫	

ক্রঃনং	জেলা	উপজেলা	পরিকল্পনা (কিঃমি)	অগ্রগতি (কিঃমি)	আরও প্রয়োজন (পুনঃখননযোগ্য কিঃমিঃ)	
১৭		মান্দা	১২.৮	১২.৮	৮০	
১৮		মহাদেবপুর	৩৬.৬৯	৩৬.৬৯	৯০	
১৯		পত্নীতলা	৩০.২১	৩০.২১	৩০	
২০		ধামুইরহাট	১.৮৮	১.৮৮	৪৫	
২১		সাপাহার	১৩.৩	১৩.৩	২৩	
২২		পোরশা	১২.২	১২.২	১৩	
২৩	নাটোর	নাটোর	৩.৮০	৩.৮০	-	প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে
২৪		সিংড়া	১.৭০	১.৭০	-	
২৫		বড়াইগ্রাম	১.২৬	১.২৬	-	
২৬		লালপুর	০.৬৫	০.৬৫	-	
২৭	বগুড়া	ধুনট	৫	৫	১০	
২৮		ধুপচাচিয়া	৮	৮	-	
২৯		আদমদীঘি	২৯.৩০	২৯.৩০	-	
৩০		শিবগঞ্জ	৩৮.৫৪	৩৮.৫৪	৬	
৩১		শাহজাহানপুর	৯	৯	১০	
৩২		শেরপুর	১৮.৫	১৮.৫	১০	
৩৩		গাবতলি	৫	৫	১২	
৩৪		নন্দিগ্রাম	১৭.৮০	১৭.৮০	৮	
৩৫		সোনাতলা	-	-	৭	
৩৬		বগুড়া সদর	-	-	৫	
৩৭		কাহালু	-	-	১০	
৩৮	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি	৭.১৩	৭.১৩	-	প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে
৩৯		আক্কেলপুর	১৪.০৩	১৪.০৩	-	
৪০	দিনাজপুর	দিনাজপুর	৫	৫	-	
৪১		পার্বতীপুর	৮.৩২	৮.৩২	-	
৪২		বীরল	১.৬০	১.৬০	-	,,
৪৩	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও	২.৪	২.৪	-	
মোট =			৬০০	৬০০	৯৭১ কিঃমিঃ	

সূত্র: প্রকল্প পরিচালক

গ. পাতকূয়া খননঃ

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ হতে পাতকূয়া খনন সর্ম্পকিত নিম্নে উল্লিখিত তথ্য পাওয়া গেছে।

ক্রঃনং	জেলা	উপজেলা	পরিকল্পনা (টি)	অগ্রগতি (টি)	আরও প্রয়োজন	
১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর	১১	১১	১০	
২		চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	-	-	১৫	
৩	নওগাঁ	নিয়ামতপুর	-	-	১৫	
৪		পত্নীতলা	৩৮	৩৮	১৫০	
৫		ধামুইরহাট	২	২	২৫	
৬		সাপাহার	২৬	২৬	৫০	
৭		পোরশা	২৩	২৩	১০	
৮		মহাদেবপুর	-	-	৫০	
৯	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর	৫	৫		
১০		পাঁচবিবি	৫	৫		
মোট =			১১০টি	১১০ টি	৩২৫ টি	

সূত্র: প্রকল্প পরিচালক

ঘ. সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণঃ

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ হতে সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ সর্ম্পকিত নিম্নে উল্লিখিত তথ্য পাওয়া গেছে।

ক্রঃনং	জেলা	উপজেলা	পরিকল্পনা (টি)	অগ্রগতি (টি)	প্রয়োজনীয় ফুডব্রীজ কাম সাব-মার্জড ওয়্যারের সংখ্যা (টি)	
১	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	৯	৯	১৯	
২		পবা	২	২	৩০	
৩		তানোর	১	১	৫	
৪		বাগমারা			১৬	
৫		দুর্গাপুর	৩	৩	৮	
৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর	৪	৪	৪	
৭		নাচোল	৩	৩	১	
৮		নবাবগঞ্জ			৩	
৯	নওগাঁ	বদলগাছী	৭	৭	৩	
১০		নিয়ামতপুর	১৩	১৩	৭	
১১		নওগাঁ	৮	৮		
১২		রানীনগর	১২	১২		
১৩		আত্রাই	৪	৪		
১৪		মান্দা	১	১	৮	
১৫		মহাদেবপুর	৯	৯	১৮	
১৬		পত্নীতলা	৭	৭	১৫	
১৭		ধামুইরহাট	১	১	৮	
১৮		সাপাহার	৩	৩	৪	
১৯		পোরশা	৩	৩	১	
২০	বগুড়া	ধুনট			২	
২১		ধুপচাচিয়া	১	১		
২২		আদমদীঘি	৪	৪		
২৩		শিবগঞ্জ			১	
২৪		শাহজাহানপুর	১	১	২	
২৫		শেরপুর			২	
২৬		গাবতলি			২	
২৭		নন্দিগ্রাম			২	
২৮		সোনাতলা	-	-	১	
২৯		বগুড়া সদর	-	-	১	
৩০		কাহালূ			২	
৩১	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি				
৩২		আক্কেলপুর	১	১		
মোট =			৯৭ টি	৯৭ টি	১৬৫ টি	

সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালক

ঙ. এলএলপি স্থাপনঃ

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ হতে এলএলপি স্থাপন সর্ম্পকিত নিম্নে উল্লিখিত তথ্য পাওয়া গেছে।

ক্রঃনং	জেলা	উপজেলা	পরিকল্পনা (টি)	অগ্রগতি (টি)	আরও প্রয়োজন	
১	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	২	২	৫০	
২		পুঠিয়া	১০	১০	৬৪	
৩		বাগমারা	১২	১২	৫০	
৪	নওগাঁ	আত্রাই	১৬	১৬		
৫		মহাদেবপুর	৬	৬	৪০	

ক্রঃনং	জেলা	উপজেলা	পরিকল্পনা (টি)	অগ্রগতি (টি)	আরও প্রয়োজন	
৬		পত্নীতলা	৮	৮	১০	
৭		ধামুইরহাট	২	২	৬	
৮		সাপাহার	৫	৫	১৫	
	বগুড়া	মান্দা	-	-	১৪	
		ধুনট	-	-		
		শাহজানপুর	-	-	১০	
	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর	-	-	৫	
		শেরপুর			১০	
৯	দিনাজপুর	দিনাজপুর	২	২		
১০		চিরিবন্দর	৩	৩		
১১	পঞ্চগড়	পঞ্চগড়	১	১		
১২		তেতুলিয়া	১	১		
১৩	ঠাকুরগাঁও	হরিপুর	১	১		
মোট =			৬৯ টি	৬৯ টি	২৭৪ টি	

সূত্র: প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে জানা যায় যে , রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও বগুড়া জেলায় পুনঃখননের উপযোগী আরও আনুমানিক ৯৭১ কিঃমিঃ মজা খাল ও ৯০০টি খাস মজা পুকুর রয়েছে। এগুলো ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে পুনঃখনন করার মাধ্যমে ভূ - পরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে সেচ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। এছাড়া ভূ -গর্ভস্থ পানির চাপ কমানোর জন্য এ অঞ্চলে খাল ও নদীর যে সমস্ত পয়েন্টে সারা বছরই পানি থাকে সেখান থেকে সেচ কাজে পানি উত্তোলনের জন্য এলএলপি স্থাপন করে সেচ সম্প্রসারণ করা সম্ভব । এছাড়াও নদীসমূহের বিভিন্ন পয়েন্টে ভাষমান পন্টুন , রাবার ড্যাম ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করে নদী হতে পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে নিকটবর্তী খালে সংরক্ষণ পূর্বক সেখান থেকে ২য় লিফটের সাহায্যে এলএলপি ও ভূ -গর্ভস্থ সেচনালা দিয়ে দূরবর্তী জমিতে সেচ প্রদান করে অতিরিক্ত জমি সেচের আওতায় এনে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব।

১৪। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়

১৫। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা ;
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত পিসিআর (প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন) পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের আন্তমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি'র প্রতিবেদন পর্যালোচনা ;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ;
- প্রকল্পের সরেজমিন পরিদর্শন এবং
- প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্পের উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা।

১৬। বছরভিত্তিক অনুমোদিত ডিপিপি বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়:

আর্থিক বছর	মূল ডিপিপি বরাদ্দ	১ম সংশোধিত ডিপিপি বরাদ্দ	২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	প্রকৃত ব্যয়	অবমুক্তি ও ব্যয়ের পার্থক্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০১০-১১	২৭২৪.১০	-	-	-			
২০১১-১২	৭৩০৬.৬৪	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	
২০১২-১৩	৭৬৭১.৮৪	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	
২০১৩-১৪	৬১৯২.৪২	৩৯৩৪.২১	২৯৯৯.৬৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯৯.৬৫	০.৩৫

আর্থিক বছর	মূল ডিপিপি বরাদ্দ	১ম সংশোধিত ডিপিপি বরাদ্দ	২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	প্রকৃত ব্যয়	অবমুক্তি ও ব্যয়ের পার্থক্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০১৪-১৫	-	৫১৫৮.১৭	৩৯৯৯.৫৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৩৯৯৯.৫৩	০.৪৭
২০১৫-১৬	-	৪৫৩৭.৮২	৩৭৯৭.৩৮	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	৩৭৯৭.৩৮	২.৬২
২০১৬-১৭	-	৩৭৭৮.৮০	৪১৩৮.৪৩	৪২৫০.০০	৪২৫০.০০	৪২৪৯.৫৬	০.৪৪
২০১৭-১৮	-	-	২০৬৪.৫৮	১৯৫২.০০	১৯৫২.০০	১৯৪৯.৭৫	২.২৫
	২৩৮৯৫.০০	২০৪০৯.০০	১৯৯৯৯.৫৭	২০০০২.০০	২০০০২.০০	১৯৯৯৫.৮৭	৬.১৩

প্রকল্পেরে আওতায় মোট ২০০০২.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত এবং ১৯৯৯৫ .৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অবমুক্তকৃত ৬ .১৩ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। জানা গেছে অবমুক্তকৃত অব্যয়িত অর্থ সরকরী কোষাগারে চালানের মাধ্যমে জমা করা হয়েছে।

১৭। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ

জেলা	উপজেলা	পরিদর্শিত কাজের নাম	মন্তব্য
রাজশাহী	পবা	জোহাখালী খাস খাল/খাড়ী পুনঃখনন	
রাজশাহী	পবা	জোহাখালী খাড়ীতে সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ	
রাজশাহী	গোদাগাড়ী	সরমংলা খালে সাব-মার্জড ওয়্যার মেরামত কাজ	
রাজশাহী	গোদাগাড়ী	খাস পুকুর পুনঃখনন কাজ	
রাজশাহী	গোদাগাড়ী	সরমংলা খালে রির্চাজ ওয়েল স্থাপন কাজ	
রাজশাহী	পুঠিয়া	রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ	
রাজশাহী	পুঠিয়া	রাবার ড্যাম সংলগ্ন এলএলপি ও ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ কাজ	
রাজশাহী	গোদাগাড়ী	সরমংলা খাস খাল/খাড়ী পুনঃখনন	
রাজশাহী	গোদাগাড়ী	সরমংলা খালে এলএলপি'র সাহায্যে পানি উত্তোলন করে ভূ-গর্ভস্থ পাইপ নালার মাধ্যমে ক্ষেতে সঞ্চালন কাজ	
রাজশাহী	মোহনপুর	বিএমডিএ অফিস ক্যাম্পাসে রিচার্জ ওয়েল স্থাপন কাজ	
নওগাঁ	মান্দা	কালিকাপুর খাস খাল/খাড়ী পুনঃখনন	
নওগাঁ	মহাদেবপুর	তাওলার বিল/বড়াইল খাল পুনঃখনন কাজ	
নওগাঁ	সাপাহার	জবাই বিল হতে এলএলপি এর সাহায্যে পানি উত্তোলন করে বারিড পাইপের মাধ্যমে ক্ষেতে সঞ্চালন কাজ	
নওগাঁ	আত্রাই	আত্রাই নদী হতে এলএলপি এর সাহায্যে পানি উত্তোলন করে বারিড পাইপের মাধ্যমে ক্ষেতে সঞ্চালন কাজ	
নওগাঁ	পত্নীতলা	পত্নীতলা রিজিয়ন অফিস ভবন নির্মাণ কাজ	
নওগাঁ	পত্নীতলা	পত্নীতলা উপজেলাধীন চকশহবত মৌজায় ২টি, দিবর মৌজায় ১টি পাতকূয়া স্থাপন কাজ	
বগুড়া	বগুড়া	বগুড়া জেলার রিজিয়ন অফিস ভবন নির্মাণ কাজ	

১৭.১ রাজশাহী জেলার পবা উপজেলায় জোহাখালী খাল/খাড়ি পরিদর্শন:

প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী জেলার পবা উপজেলায় জোহাখালী খালের সুন্দলপুর নামক স্থানটি পরিদর্শন করা হয়। খালটি রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার বিল পাতিকোলা বিল থেকে উৎপত্তি হয়ে পবা উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বারনই নদীতে পড়েছে। পবা উপজেলায় খালটির মোট দৈর্ঘ্য ১৮ কিঃমিঃ এবং গোদাগাড়ী উপজেলায় খালটির দৈর্ঘ্য ১০ কিঃমিঃ যা ভরাট হয়ে যাওয়ায় খালের পানি ধারণ ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। ফলে, অল্প বৃষ্টিতেই খালের পানি উপচিয়ে আশ-পাশের জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে যেত মর্মে প্রকল্প পরিচালক ও এলাকার জনগণ জানান।

জলাবদ্ধতা দূরীকরণসহ খালের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত খালটি পুনঃখনন করা হয়েছে। জানা যায় পুনঃখননকৃত ২৮.০০ কিঃমিঃ খালে ২১৫৬০০০ ঘঃ মিঃ পানি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে, যার দ্বারা ইতোমধ্যে খালের আশে-পাশের ৯৮০ হেঃ

জমিতে আমন ও আউস ধান চাষে সম্পূরক সেচ এবং রবি মৌসুমেও উক্ত খালের পানি দ্বারা সেচ প্রদান করে বিভিন্ন ধরণের রবি শস্য চাষ করা সম্ভব হচ্ছে মর্মে জানা যায়। প্রকল্প এলাকায় ধান, গম, আলু, ভূট্টা, সরিষা ও বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ হচ্ছে দেখা যায় এবং উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায়।

স্থানীয় কৃষক মোঃ নূরুল আলমসহ অন্যান্যরা জানান যে, খাল খননের পূর্বে খালটি ভরাট থাকার কারণে বর্ষাকালে অল্প বৃষ্টিতে খাল প্লাবিত হয়ে খালের পাশের জমিসমূহে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতো । অপর দিকে বর্ষা মৌসুম শেষে খালে কোন পানি থাকতো না বিধায় কোন ধরনের সেচাবাদ করা সম্ভব হতোনা। প্রকল্পের আওতায় খাল খননের ফলে বর্ষা কালের আশেপাশের পানি বর্ষা মৌসুমে দ্রুত নিষ্কাশন হয়ে জলাবদ্ধতা দূর হচ্ছে। খাল পুনঃখননের ফলে খালে পানি ধারণ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত পানি দ্বারা কৃষকগণ বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের ফসল উৎপাদন করতে পারছে মর্মে জানান। তাছাড়াও উক্ত খালে সংরক্ষিত পানিতে দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যাচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আলোচ্য উপজেলায় আরো ৮০ কিঃমিঃ খাস খাল পুনঃখনন বাকী রয়েছে। পরিদর্শনকালে পুনঃখননযোগ্য অবশিষ্ট খালগুলি পুনঃ খননের জন্য কৃষকগণ অনুরোধ জানান।



রাজশাহী জেলার পবা উপজেলায় জোহাখালী খাল/খাড়ি

১৭.২ রাজশাহী জেলার পবা উপজেলায় জোহাখালী খাড়িতে নির্মিত সাবমার্জড ওয়্যার পরিদর্শন:

প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী জেলার পবা উপজেলায় জোহাখালী খালের সন্দুলপুর নামক স্থানে একটি সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ করা হয়েছে । প্রকল্প পরিচালক জানান যে, খালের তলদেশের অবস্থান অতিভূজ আকৃতির হওয়ায় (Steep Slope) বর্ষা মৌসুমের সমস্ত পানি রান আউট হয়ে নীচের দিকে (ডাউন ষ্ট্রীমে) বারনই নদীতে চলে যেতো । ফলে খালে পানি না থাকার কারণে উক্ত এলাকায় কোন ধরণের আমন ধানে সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা ছিল না ও রবি মৌসুমে কোন ফসল হতো না। তা ছাড়াও খালে পানি সংরক্ষিত/মজুদ না থাকায় পানির স্তর/গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ হতো না। ফলে উক্ত এলাকায় হ্যান্ড টিউবওয়েলে শুস্ক মৌসুমে পানি পাওয়া যেত না। সে প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজন খোলা পুকুরের পানি ব্যবহার করে অনেক ধরণের অসুখ-বিসুখে পীড়িত হতো মর্মে জানা যায়। প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে খালের আরএল বা তলদেশের স্লোপ পর্যালোচনা করে বর্ণিত খালের উপর্যুক্ত স্থানে ৩টি ক্রসড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। এতে করে উক্ত এলাকায় বর্ষা মৌসুম শেষে ২১৫৬০০০ ঘঃ মিঃ বর্ষার পানি ধরে রেখে ১৩৭২ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচসহ আমন, আউশ ও রবি মৌসুমে সেচ প্রদান করায় প্রায় ২৫৭২টি কৃষক পরিবার উপকৃত হচ্ছেন মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। পাশাপাশি খালে পানি মজুদ থাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর সমৃদ্ধ হচ্ছে ও সারা বছরই ঐ সকল এলাকায় হ্যান্ড টিউবওয়েলে পানি পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া খালে পানি থাকার কারণে স্বল্প পরিসরে দেশীয় মাছ উৎপাদন হচ্ছে । খালের পাশের লোকজন বিভিন্ন কাজে খালের পানি ব্যবহার হচ্ছে।



রাজশাহী জেলার পবা উপজেলায় জোহাখালী খাড়িতে নির্মিত সাবমার্জড ওয়্যার

১৭.৩ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার সরমংলা খালে নির্মিত পুরাতন সাব-মার্জড ওয়্যার মেরামত কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার সরমংলা খালের পরমানন্দপুর নামক স্থানে সাব-মার্জড ওয়্যার পরিদর্শন করা হয়। উক্ত সাব-মার্জড ওয়্যারটি ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে এসইএমপি প্রকল্পের আওতায় (৬০ ফিট দৈর্ঘ্যে ও ১০ ফিট গভীরতায়) নির্মাণ করা হয় মর্মে জানা যায় । পরিদর্শনে দেখা যায় যে, এটি ইটের তৈরী সাব-মার্জড ওয়্যার যার ৪টি স্লোপ-ওয়াল রয়েছে।পরিদর্শন কালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, উক্ত সাব-মার্জড ওয়্যারের মেইন ওয়ালসহ স্লোপ ওয়াল সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে পানি লিক হয়ে নিচের দিকে চলে যেত। ফলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো না। বিগত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্পের আওতায় উক্ত সাব-মার্জড ওয়্যারের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়। যার ফলে উক্ত ড্যামের আপষ্ট্রীমে শুস্ক মৌসুমে পদ্মা নদী হতে পানি পাম্পিং করে ৩ (তিন) কিলোমিটার দূরুত্বে আপষ্ট্রীমে পানি মজুদ করে এলএলপির মাধ্যমে দ্বিতীয় লিফটিং করে প্রায় ২৪৬০ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ করে ৪৯২০টি কৃষক পরিবারকে সেচ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে মর্মে জানা যায়। পাশাপাশি বর্ষা মৌসুমে উক্ত সাবমার্জড ওয়্যারের আপষ্ট্রীমে ২৫২০০০ ঘনমিটার বৃষ্টির পানি মজুদ/সংরক্ষণ করে প্রায় ৩০০০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ সহ আমন, আউশ ও রবি শস্যে সেচ প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ৬৫০০ টি কৃষক পরিবারকে সেচ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে মর্মে জানা যায়। খালটিতে সাবমার্জড ওয়্যারের আপস্ট্রীমে শুস্ক মৌসুমে পদ্মা নদী থকে পানি পাম্পিং হওয়ায় ও বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি খালে মজুদ থাকায় সারা বছরই পানি রাখা সম্ভব হচ্ছে। ফলে খালের পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে ও স্বল্প পরিসরে মাছ উৎপাদন হচ্ছে।

১৭.৪ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার খাস পুকুর পুনঃখনন কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার শেখপুর মৌজায় (জেএল নং-৩১৯, দাগ নং-৪৫) অবস্থিত ৩.৯১ একর আয়তন বিশিষ্ট ১টি পুনঃখননকৃত পুকুর পরিদর্শন করা হয় । পুকুরের গভীরতা জেএল হতে ৪ মিটার মর্মে জানা যায়। পুকুরটিতে সংরক্ষিত পানি দ্বারা মৎস্য চাষ ছাড়াও পুকুর সন্নিহিত ১২ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে মর্মে জানা যায়। পুকুরের সংরক্ষিত পানি ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পূনর্ভরণে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে মর্মে জানা যায়। পুনঃখননকৃত পুকুরসমূহের পাড়ে ফলদ, বনজ এবং ঔষধী গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে; যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে আশা করা যায়। উপস্থিত উপকারভোগী কৃষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, পুকুরটি ভরাট থাকায় পানি ধারণক্ষমতা ছিল না। বর্ষাকালের অল্প বৃষ্টিতে আশে পাশের জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতো। পুকুরটি পুনঃখনন করার ফলে বর্ষাকালে আশে পাশের জমির পানি উক্ত পুকুরে এসে জমা হচ্ছে মর্মে জানা যায়। ফলে বর্তমানে বর্ষাকালে পুকুর সংলগ্ন আশেপাশের জমিতে কোন জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে না। তাছাড়া রবি মৌসুমে পুকুরের পানির সাহায্যে আশেপাশের জমিতে কম সেচ লাগে এমন ফসল যেমন-আলু, সরিষা, গম, টমেটো, পেঁয়াজ লাউ, বেগুন ইত্যাদি আবাদ করা সম্ভব হচ্ছে মর্মে জানা যায়। ফলে ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে চাষাবাদের সুযোগ সৃষ্টি

হওয়া ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমছে। উপস্থিত কৃষকগণ অবহিত করেন যে, এলাকায় আরও অনেক ভরাট পুকুর রয়েছে যেগুলো পুনঃখননের ব্যবস্থা নেয়া হলে অনেক কৃষি জমি জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হবে এবং মৎস্য চাষ ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে মর্মে সংশ্লিষ্টরা জানান।

উপস্থিত বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় অধিবাসীদের সংগে আলোচনায় জানা যায় যে, বরেন্দ্র এলাকায় বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খননকৃত পুকুরসমূহ উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন ব্যক্তিকে লীজ প্রদান করায় লীজ গ্রহীতাগণ কৃষকগণকে পুকুরের পানি দ্বারা সম্পূরক সেচ প্রদান, গোসল এবং গৃহস্থালিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে বাধা সৃষ্টি করেন। তাছাড়া, পুকুরে মৎস্য চাষে বিভিন্ন ধরণের খাবার অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার করায় পানি দূষিত হয়ে পড়ছে। ফলে, খাবারসহ অন্যান্য গৃহস্থালি কাজে এ পানি ব্যবহার করা যাচ্ছে না। উপজেলা প্রশাসন থেকে লীজ প্রদানের শর্তাবলীতে সম্পূরক সেচ কাজে পানি ব্যবহারের বিষয়ে কোন নির্দেশনা নেই বলে জানা যায়। ইতঃপূর্বে, বিএমডিএ কর্তৃক লীজ প্রদানের শর্তে ৬ (ছয়) ফুট উর্দ্ধের পানি পুকুর পার্শ্বস্থ জমিতে সেচ কাজে ব্যবহার করতে দেয়া বাধ্যতামূলক ছিল এবং পুকুর সংলগ্ন আশে-পাশের কৃষক লীজ গ্রহণে প্রাধান্য পেত। এ প্রেক্ষিতে, পুনঃখননকৃত পুকুরের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পুকুরের পানি সেচসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পূর্বের ন্যায় বিএমডিএ'র মাধ্যমে অথবা পুকুর সন্নিহিত অধিবাসীদের মাধ্যমে লীজ প্রদানের বিষয়টি পুনঃবিবেচনার দাবী জানানো হয়।





রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার খাস পুকুর পুনঃখনন

১৭.৫ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার সরমংলা খাড়িতে স্থাপিত রিচার্জ ওয়েল পরিদর্শন :

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার সরমংলা খাড়িতে স্থাপিত রিচার্জ ওয়েল পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় গোদাগাড়ী উপজেলার সরমংলা খাড়িতে ২০১৩ সালে একটি রিচার্জ ওয়েল (Recharge well-RW) স্থাপন করা হয়। রিচার্জ ওয়েলের মোট গভীরতা ১২৫ ফুট। পানি পরিষ্কারের জন্য এতে ৮ ফুট ব্যাসের uPVC ফিল্টার পাইপ ব্যবহার করা হয়। পানি পরিষ্কারের জন্য RW এর চারিদিকে একটি ১০″ ব্যাসের ও ৮ ফুট গভীরতা সম্পন্ন ফিল্টার পিট স্থাপন করা হয় এবং ফিল্টার পিটটি গ্রাভেল ও বালি দ্বারা পূর্ণ করা হয়। তাছাড়া পুরো RW এর চতুস্পার্শ্ব গ্রাভেল দ্বারা পূর্ণ করা হয়। রিচার্জ ওয়েল স্থাপনের পর পানি ঢেলে এর রিচার্জ ক্যাপাসিটি পরিমাপ করা হয় এবং খালের পানি শুকানোর পরে পরবর্তীতে আবার রিচার্জ রেট পরিমাপ করা হয়। এতে দেখা যায় RW এর উপরিস্তরে কাদা জমার Clogging এর কারণে রিচার্জ রেট কমে যায়। এই সমস্যা হতে পরিত্রানের জন্য এবং কন্টিনিউয়াস অপারেশনের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে RW এর চতুস্পার্শ্ব ইট দ্বারা ১১ ফূট ৭ ইঞ্চি ব্যাস ও ৬ ফূট ৭ ইঞ্চি উচ্চতার সিলিন্ডার আকৃতির Water control অবকাঠামো তৈরি করা হয়। অপেক্ষাকৃত বেশি ঘোলা ও কাদাযুক্ত পানি যাতে RW এ না ঢুকে সেজন্য তলা হতে ২ ফুট উপর থেকে উপরের দিকে সিলিন্ডারের চারিদিকে পানি প্রবেশের জন্য পাইপ স্থাপন করা হয়। পাইপের বাহিরের মুখে দ্বিস্তর বিশিষ্ট লাইলন ফিল্টার স্থাপন করা হয় এর ভিতরের মুখ প্রয়োজনমত খোলা ও বন্ধ করার জন্য মুখে ক্যাপ স্থাপন করা হয়। ক্যাপ খুলে দিলে খালের তলা হতে ২ ফুট উপরের অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পানি পাইপের নাইলন ফিল্টার দিয়ে সিলিন্ডার অবকাঠামোর মধ্যে ঢুকে এবং সেখানে পানি আবার ফিল্টার পিটের উপরের বালি ও গ্রাভেলের মধ্য দিয়ে পুনরায় পরিষ্কার হয়ে রিচার্জওয়েল এ প্রবেশ করে। পাইপের ভিতরের মুখ ক্যাপ দ্বারা যেকোন সময়ে বন্ধ করে ফিল্টার পিটের উপরের বালিস্তর পরিবর্তন করা যায়। এভাবে নিয়মিত পরিচর্যা করে RW টি চালু রাখা যায়। এতে খালে যখন বর্ষাকালে পানি থাকে তখন প্রতিমিনিটে গড়ে ২৮ লিটার পানি রিচার্জ হয়। রিচার্জকৃত পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করে গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে পাওয়া যায়। বরেন্দ্র এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর/রিচার্জ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরণের স্ট্রাকচার উপযোগী মর্মে পরিদর্শনে জানা যায়।



১৭.৬ রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার বারনই নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ:

রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার জগদীশপুরে বারনই নদীতে বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন রাবার ড্যামটি পরিদর্শন করা হয়। এর দৈর্ঘ্য ৬২ মিটার ও উচ্চতা ৪.৫ মিটার । পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বারনই নদীর দৈর্ঘ্য ৫৩ কিঃ মিঃ। এর উৎপত্তিস্থল (Off take) মান্দা উপজেলার আত্রাই নদী ও পতিত মুখ (out fall) একই নদীর নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলা। বারনই নদীর প্রবাহিত এলাকা নওগাঁ জেলার মান্দা, নিয়ামতপুর, রাজশাহী জেলার তানোর,

পবা, বাগমারা, দূর্গাপুর, পুঠিয়া এবং নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলা। জানা যায় ১৫ কিঃমিঃ অংশে নদীর তলদেশের আর.এল (R.L) এর পার্থক্য মাত্র ২ (দুই) ফুট। ফলে ৪.৫ মিটার উচ্চতায় রাবার ব্যাগ ফুলানো হলে আপস্ট্রীমের ৩০-৩৫ কিঃমিঃ অংশে পানি সংরক্ষিত থাকছে; যার দ্বারা নদীর দুই পার্শ্বের প্রায় ৬৫০০ হেক্টর জমিতে সারা বছর সেচ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। উক্ত নদীর সাথে ৭/৮ টি (Intake Canal (খাল) রয়েছে সেগুলোতে Gravity Flow এর মাধ্যমে পানি প্রবেশ করিয়ে দূরবর্তী অংশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এবং উক্ত খালসমূহ হতে এলএলপির (শ্যালো মেশিন) সাহায্যে খালের আশে পাশের জমিতেও সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। নদী ও খালে সংরক্ষিত পানি দ্বারা সুষ্ঠ ও সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সেচাবাদ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাবার ড্যামের আপস্ট্রীম অংশে ইতিমধ্যে বিএমডিএ, কর্তৃক ৩৫টি এলএলপি স্থাপন করা হয়েছে । তাছাড়া রাবার ড্যামের আপস্ট্রিমের বিভিন্ন অংশে ব্যক্তি মালিকানাধীন আরো প্রায় ১৭০টি সেচ যন্ত্র চালু আছে মর্মে জানা যায়। যার ফলে ২০৫টি সেচ যন্ত্র ব্যবহারের ফলে ৬৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ৪৩৫০০ টি কৃষক পরিবার উপকৃত হচ্ছে মর্মে জানা যায়।

উল্লেখ্য যে, এ রাবার ড্যাম থেকে ডাউনস্ট্রিম ২২ কিঃমিঃ দূরে আত্রাই নদীতে এলজিইডি কর্তৃক আরেকটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে যার ফলে অত্র রাবার ড্যামের ডাউনস্ট্রিম অংশেও পানি থাকে।

উপকারভোগী কৃষক মোঃ মুসা এবং আতাউরসহ অন্যান্য কৃষকগণ জানান যে, রাবারড্যাম নির্মাণের পূর্বে মার্চ-এপ্রিল মাসে নদীতে পানি থাকত না। ফলে তারা এ সময়ে সেচের জন্য নদী হতে পানি পেত না। এমনকি তাদের হ্যান্ড টিউবওয়েলেও পানি উঠত না। উক্ত সময়ে নদীর তলদেশে বোরিং করে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাধ্যমে জমিতে সেচ প্রদান করতো যা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যয় বহুল ছিল। বর্তমানে রাবার ড্যাম নির্মাণের ফলে নদীতে সারা বছর পানি থাকে। যার ফলে নদীর পানি দ্বারা তাঁরা বোরো মৌসুমে কম খরচে আবাদ করছে। উপস্থিত কৃষকগণ আরো জানান যে, রাবার ড্যামের স্থানে পূর্বে কোন ব্রীজ না থাকার কারণে তাদের এপাড় হতে ওপাড়ে যাতায়াতের অসুবিধা হতো। বর্তমানে বিএমডিএ রাবার ড্যামের সাথে ব্রীজ নির্মাণ করায় তাদের যাতায়াতেরও বেশ সুবিধা হয়েছে। উপস্থিত কৃষকগণ নদীর আপস্টীমে আরো অধিক সংখ্যক এলএলপি স্থাপন ও ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির করার আবেদন জানান।





রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার বারনই নদীতে নির্মিত রাবার ড্যাম

১৭.৭ রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার রাবার ড্যাম সংলগ্ন এলএলপি ও ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা পরিদর্শনঃ

বারনই নদীতে নির্মিত রাবার ড্যামের আপস্ট্রীম অংশের জগদীশপুর নামক স্থানে স্থাপিত ০১টি এলএলপি (ডিসচাজ ২ কিউসেক) এবং তৎসংলগ্ন ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্কীম (দৈর্ঘ্য ১০০০ মিটার) পরিদর্শন করা হয়। মোঃ আতাউর রহমান, মোঃ মুসা, মোঃ আব্দুল লতিফ অন্যান্য কৃষকবৃন্দ জানান যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে উক্ত এলাকায় ডিজেলচালিত এলএলপি দিয়ে বারনই নদী হতে পানি উত্তোলন করে কাচা সেচনালার সাহায্যে স্বল্প পরিসরে বোরো ধান চাষ করা হতো। সে সময় রাবার ড্যাম স্থাপিত না থাকায় বারনই নদীর পানি শুকিয়ে যেতো । ফলে সংশ্লিষ্ট কৃষকরা নদীর তলদেশে ডিজেল চালিত শ্যালো টিউবওয়েল স্থাপন করে বোরোধান রক্ষা করত। সে প্রেক্ষিতে বিঘাপ্রতি খরচ ২৫০০.০০ থেকে ৩০০০.০০ টাকা হতো। বর্তমানে অত্র প্রকল্পের আওতায় রাবার ড্যাম স্থাপিত হওয়ায় বারনই নদীতে বোরো মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি মজুদ থাকতে দেখা যায় এবং জগদীশপুর নামক স্থানে স্থাপিত এলএলপিটিতে ১৪০ বিঘা জমিতে বোরো ধান চাষাবাদ হচ্ছে এবং পাশাপাশি প্রায় ৫০ বিঘা জমিতে রবি ফসলে সেচ সরবরাহের মাধ্যমে প্রায় ২১৫টি কৃষক পরিবার উপকৃত হচ্ছে মর্মে উপস্থিত কৃষকগণ জানান। রাবার ড্যামের আপষ্ট্রিমে এলএলপি সাইটটিতে পর্যাপ্ত পানি মজুদ থাকায়, এলএলপিটি বিদ্যুৎ চালিত হওয়ায় ও ভূ-গর্ভস্থ ১০০০ মিটার সেচনালার সাহায্যে সেচ সরবরাহ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করায় বিঘা প্রতি খরচ ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা হচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা আরো ৫০০মিটার বর্ধিত করা হলে এলএলপি স্কীমটিতে আরো ৬০বিঘা জমিতে বোরো ধান চাষ করা সম্ভব মর্মে কৃষকেরা মত প্রকাশ করেন।

১৭.৮ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার সরমংলা খাল পরিদর্শনঃ

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার সরমংলা খাল পরিদর্শন করা হয়। যার মোট দৈর্ঘ্য ২৯ কিঃমি এবং নির্মিত সাব-মার্জড ওয়্যারের সংখ্যা ১৩টি। বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্পের আওতায় উক্ত খালের শেষ অংশে ৬ কিঃমিঃ ব্যাপি খাল ২০১২-১৩ ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পুনঃখনন করা হয়। পুনঃখননকৃত খালের গড় গভীরতা ৩.৫০ মিটার, উপরের প্রস্থ ২৪ মিটার এবং নীচের প্রস্থ ১৮ মিটার মর্মে জানা যায়। উক্ত খালে ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পদ্মা নদী থেকে ভূ-গর্ভস্থ ইউপিভিসি পাইপ লাইনের সাহায্যে ২৪ কিউসেক পানি পাম্পিং করে সরমংলা নামক স্থানে সরবরাহ করা হচ্ছে। খাল থেকে বিভিন্ন স্থানে এলএলপি'র সাহায্যে সেচ সরবরাহ করে প্রায় ২৫০০ হেক্টর জমিতে বছরব্যাপি সেচ কার্যক্রম সম্পসারণ করা হচ্ছে মর্মে কৃষক ও সংশ্লিষ্টরা জানান। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্পের আওতায় উক্ত খালে ২ টি এল এলপি স্থাপন করে ৬৮ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। এতে প্রায় ৩০০ টি কৃষক পরিবার উপকৃত হয়েছে। পূর্বে এলাকায় শুধু বৃষ্টি নির্ভর আমন ধানের আবাদ হতো। বর্তমানে পদ্মা নদীর পানি দিয়ে সেচ সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় বছরে ৩টি ফসল করা সম্ভব হচ্ছে। স্থানীয় কৃষকেরা জানান যে, প্রকল্প এলাকাটিতে খাল পুনঃখনন করায় ও ১৩টি সাবমার্জড ওয়্যার থাকায় একদিকে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে

অপরদিকে পদ্মা নদী থেকে পানি এনে উক্ত খালে সংরক্ষণের মাধ্যমে সারাবছই বিভিন্ন রকম ফসলের আবাদ করে কৃষকেরা সরাসরি লাভবান হয়েছে এবং ভূ-উপরিস্থ পানি থাকায় পরিবেশের উন্নয়ন ঘটেছে।



রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার সরমংলা খাল

১৭.৯ সরমংলা খাল হতে এলএলপি এর সাহায্যে পানি উত্তোলন করে বারিড পাইপের মাধ্যমে ক্ষেতে সঞ্চালনঃ

খালের নাম সরমংলা খাল, উপজেলা-গোদাগাড়ী জেলা- রাজশাহী। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় সরমংলা খালে অত্র প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত এলএলপি ও ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও কৃষকের সাথে মতবিনিময়ে জানা যায় যে, এলএলপি স্থাপনের পূর্বে ডিজেল চালিত পাম্পের সাহায্যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সেচ দিতে বিঘা প্রতি খরচ হতো প্রায় ২৫০০/- টাকা এবং কাঁচা নালা থাকার কারণে পানি বিতরণ কালে বেশ অপচয় হতো যার ফলে খালের আশেপাশের সকল জমিতে সেচ প্রদান করা যেতো না। বিএমডিএ কর্তৃক এলএলপি স্থাপন ও ১০০০ মিটার পাইপ লাইন নির্মাণের ফলে পানির অপচয় না হওয়ায় খালের আশেপাশের সকল জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে সবোর্চ্চ বিঘাপ্রতি ৮০০/- খরচ হচ্ছে এবং সেচকৃত জমির পরিমাণ ২২০ বিঘা। পরিদর্শনকালে খালের সংরক্ষিত পানিতে মৎস্য ও হাঁস চাষ করা হচ্ছে মর্মে দেখা যায়।



১৭.১০ রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার বিএমডিএ অফিস ক্যাম্পাসে স্থাপিত রিচার্জ ওয়েল :

বরেন্দ্র এলাকায় বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১৪০০ মি.মি; যা বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাতের (২৩০০ মি.মি.) তুলনায় কম মর্মে জানা যায়। এলাকায় ভূ-পরিস্থ পানির উৎস কম হওয়ায় সেচ কাজে প্রধানত: ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহৃত হয়। সারা বছর গভীর নলকূপের সাহায্যে সেচ প্রদান করায় কিছু এলাকার পানির স্তর নীচে নেমে যায়। পানি উত্তোলনের তুলনায় রিচার্জের পরিমাণ কম হয়। এমতাবস্থায় বৃষ্টির পানি ও খাল-বিলের পানি ব্যবহার করে ভূ-গর্ভস্থ পানির রিচার্জ বাড়ানোর লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে প্রকল্পের আওতায় ১৫টি রিচার্জ ওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার বিএমডিএ অফিস ক্যাম্পাসে স্থাপিত রিচার্জ ওয়েল পরিদর্শন করা হয়। মোহনপুর উপজেলায় বিএমডিএ'র অফিস ক্যাম্পাসের ২টি ভবনের ছাদের পানি ৪″ ডায়ার পিভিসি পাইপের সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে বালি পাথরের মাধ্যমে ফিল্টার করে ভূ-গর্ভে প্রবেশ করানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ৮ ফুট ইনার ডায়া ও ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতার ১টি গোলাকার ট্যাংক নির্মাণ করে তাতে উপরে ২ফুট অংশ খালি রেখে পরের অংশসমূহে

যথাযথ মোটা বালি এবং ৬-২২ মিমি, ১২-২০ মিমি, ২০-৪০ মিমি সাইজের পাথর দ্বারা ট্যাংকটি ভর্তি করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। এর পাশে ৯০ ফুট গভীরতা একটি RW খনন করে তাতে উপরের অংশে ৫৫ ফুট গভীরতায় uPVC পাইপ ও নীচের ৩৫ ফুট অংশে (বালির স্তর) Strainer স্থাপন করা হয়েছে। বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি ছাদ হতে ৪″ ডায়ার পাইপের সাহায্যে ট্যাংকে এসে জমা হয় ও পরবর্তীতে ট্যাংকে স্থাপিত বালি ও বিভিন্ন পাথরের মাধ্যমে পানি ফিল্টার হয়ে RW এর মাধ্যমে ভূ-গর্ভে প্রবেশ করানো হয়ে থাকে। প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনাকালে জানা যায় যে, বিগত ১৫-১৬ অর্থ বছরের জুন মাসে রিচার্জওয়েলটি নির্মাণ করা হয়েছে এবং উক্ত স্ট্রাকচারের সাহায্যে ভূ-গর্ভে ৩০০০০০ লিটার বৃষ্টির পানি প্রবেশ করানো সম্ভব হয়েছে। বরেন্দ্র এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর/রিচার্জ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরণের স্ট্রাকচার উপযোগী মর্মে পরিদর্শনে জানা যায়।

১৭.১১ নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলায় কালিকাপুর খাল পরিদর্শনঃ

নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার কালিকাপুর খাল পরিদর্শন করা হয়। খালটি উত্তরে শিবনদী থেকে উৎপত্তি হয়ে কালিকাপুর বিল হয়ে আত্রাই নদীতে মিলিত হয়েছে। খালটির মোট দৈর্ঘ্য ২০কিঃমিঃ। স্থানীয় একাধিক ব্যক্তিবর্গের (জনাব সেকেন্দার, আতা,বাবলু) সাথে আলোচনা করে জানা যায়, মান্দা উপজেলার উক্ত খালটি ভরাট হয়ে যাওয়ায় খালের পানি ধারণ ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই খালের পানি উপচিয়ে আশ-পাশের জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হওয়ায় আমন ধান উৎপাদন করা যেতোনা। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে জলাবদ্ধতা দূরীকরণসহ খালের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় খালটির ৬.৫কিঃমিঃ অংশ পুনঃখনন করা হয়; যার উপরিতলের প্রস্থ ১৮ মিটার, তলদেশের প্রস্থ ১১.৫০ মিটার জেএল হতে গভীরতা ৩.২৫ মিটার, পুনঃখননকৃত ৬.৫ কিঃমিঃ খালে ২,৮৭,৬২৫ ঘঃমি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী জমিসমূহে সম্পূরক সেচ প্রদান করা হচ্ছে। এতে, খালের পার্শ্ববর্তী ২২০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করে আমন ধানের ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। খালের সংরক্ষিত পানিতে স্বল্প মেয়াদে মৎস্য চাষ করা সম্ভব হয়েছে । খাল খননের ফলে বর্তমানে খালে পানি থাকায় উক্ত পানি দিয়ে ফসল উৎপাদনের জন্য এলএলপি স্থাপন ও শস্য পরিবহনের জন্য খালে ফুট ব্রীজ এর প্রয়োজন মর্মে স্থানীয় কৃষকগণ পরিদর্শন কালে জানান এবং প্রতিবেদকের নিকট তা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান হয় ।



১৭.১২ নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় তাওলার বিলে বড়াইল খাল পরিদর্শনঃ

নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার তাওলার বিলে বড়াইল খাল পরিদর্শন করা হয়। খালটি বড়াইল থেকে উৎপত্তি হয়ে ফুলবাড়ী হয়ে ডাউন স্ট্রীমে বলিহার খালের সাথে মিলিত হয়েছে। স্থানীয় একাধিক ব্যক্তিবর্গের (জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, মোঃ হাফিজুর রহমান ও ওবাইদুল, ছোলে) এর সাথে আলোচনা করে জানা যায়, উক্ত খালটি একেবারেই ভরাট হয়ে যাওয়ায় খালের অস্তিত্ব ছিল না। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই খালের পানি উপচিয়ে আশ-পাশের ৪৫০ হেক্টর জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে আমন ধান নষ্ট হয়ে যেতো। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে জলাবদ্ধতা দূরীকরণসহ খালের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় খালটির ৭.৫ কিঃমিঃ অংশ পুনঃখনন করা হয়; যার উপরিতলের প্রস্থ ১৫ মিটার, তলদেশের প্রস্থ ৯.০০ মিটার

মর্মে জানা যায়। জেএল হতে গভীরতা ৩.৫০ মিটার মর্মে জানা যায়। পুনঃখননকৃত ৭.৫ কিঃমিঃ খালে ২,৭০০০০.০০ ঘঃমি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী জমিসমূহে সম্পূরক সেচ প্রদান করা হচ্ছে। এতে, খাল পার্শ্ববর্তী ৫২৫ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করে বোরো ধানের ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে ।

১৭.১৩ জবাই বিল হতে এলএলপি এর সাহায্যে পানি উত্তোলন করে বারিড পাইপের মাধ্যমে ক্ষেতে সঞ্চালনঃ

(দহের নাম-জবাই বিল, উপজেলা-সাপাহার, জেলা- নওগাঁ)

নওগাঁ জেলার অন্তর্গত সাপাহার উপজেলায় জবাই বিলের ডুমরইল নামক স্থানে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত এলএলপি ও ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন পরিদর্শন করা হয়। আইহাই ইউনিয়নের সুন্দরইল মৌজার সুয়ারকাটা (বাংলাদেশ-ভারত বর্ডার এলাকা) হতে গোয়ালা ইউনিয়নের গোয়ালা মৌজার গোসাইডাঙ্গা নামক স্থান পর্যন্ত জবাই বিলের বিস্তৃতি আনুমানিক দূরত্ব ১০ কিঃমিঃ। জবাই বিলটি আইহাই, শিরন্টি, পাতাড়ী ও গোয়ালা মোট ০৪টি ইউনিয়নের অর্ন্তভূক্ত, যার বিভিন্ন পয়েন্টে অত্র প্রকল্পের আওতায় ০৮টি ও অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় ১৭টি এলএলপি স্থাপন করা হয়েছে। অত্র এলাকার স্থানীয় জনসাধারণ ও কৃষকের সাথে মতবিনিময়ে জানা যায় যে, এলএলপি স্থাপনের পূর্বে ডিজেল চালিত পাম্পের সাহায্যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সেচ দিতে বিঘা প্রতি খরচ হতো সিঙ্গেল লিফ্ট এ ১৭০০/- থেকে ২০০০/-টাকা (প্রতি বছর মাটির ড্রেন তৈরী ও মেরামত, এবং ড্রেনম্যান সহ) ও মেশিন ভাড়া বাবদ ০১(এক) মণ ধান এবং ডাবল লিফ্ট এ ১৮০০/- থেকে ২০০০/- টাকা অর্থাৎ সিঙ্গেল লিফ্ট এ গড়ে ২৫৫০/- এবং ডাবল লিফ্ট এ গড়ে ৪৪৫০/- টাকা। বর্তমানে এলএলপি স্থাপনের পর সবোর্চ্চ বিঘাপ্রতি ৮০০/-(ড্রাইভারের বেতন ও ড্রেনম্যান সহ) টাকা খরচ হচ্ছে। প্রতি এলএলপিতে ১০০০(এক হাজার) মিটার ভূ-গর্ভস্থ ইউপিভিসি পাইপ লাইন নির্মাণের ফলে সেচের আওতায় জমির পরিমাণ বেড়েছে এবং ৩০% হতে ৪০% পর্যন্ত পানির অপচয় রোধ হচ্ছে। বর্তমানে সেচকৃত জমির পরিমাণ ২৩৫ বিঘা যার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য বাড়ানোর জন্য স্থানীয় কৃষকগণ অনুরোধ করেছেন। তাছাড়া প্রতি বছর পলি পড়ার কারণে জবাই বিলের পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় বিল এবং বিল সংলগ্ন খাল/খাড়ী পুনঃ খনন করে আরও ১৫টি এলএলপি স্থাপনের সুযোগ রয়েছে দেখা যায়।

১৭.১৪ আত্রাই নদী হতে এলএলপি এর সাহায্যে পানি উত্তোলন করে বারিড পাইপের মাধ্যমে ক্ষেতে সঞ্চালনঃ

নওগাঁ জেলার মহাদেবপর উপজেলায় আত্রাই নদীতে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত এলএলপি ও ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকতাগন ও কৃষকের সাথে (জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মোঃ সাদেক আলী, আব্দুর রাজ্জাক) মতবিনিময়ে জানা যায় যে, আত্রাই নদীর কিছু কিছু স্থানে সারা বছর পানি থাকে ঐ সকল স্থানকে স্থানীয় ভাষায় ‘দহ’ (Potential availability of water) বলা হয়। নদীর পাড় হতে পানির অবস্থান অনেক নিচে হওয়ায় ডিজেলচালিত এলএলপি’র সাহায্যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সেচ দিতে পূর্বে বিঘা প্রতি খরচ হতো প্রায় ২২০০/- টাকা এবং পাম্প হতে কমান্ড এরিয়া (২০০ ফুট) অনেক দূরে থাকায় ও কাঁচা নালা থাকার কারণে পানি বিতরণ কালে বেশ অপচয় হতো যার ফলে বিঘা প্রতি খরচ বেশী হতো । এসব বিবেচনায় এনে নদীর যে সমস্ত পয়েন্টে পানি থাকে সে সব স্থানে এলএলপি স্থাপনের জন্য বিএমডিএ প্রয়োজনীয় উদ্দ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় মহাদেবপুর উপজেলা আত্রাই নদীতে অত্র প্রকল্পের আওতায় ৬টি এলএলপি স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি এলএলপিতে ১০০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণের ফলে পূর্বের তূলনায় বর্তমানে সেচ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে যার পরিমাণ ২০০ বিঘা। বর্তমানে সবোর্চ্চ বিঘা প্রতি ১০০০/- টাকা খরচ হচ্ছে মর্মে কৃষকরা জানিয়েছেন ।

১৭.১৫ নওগাঁ জেলায় রিজিয়নাল অফিস ভবন (নওগাঁ রিজিয়ন-২, পত্নীতলা) নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নওগাঁ রিজিয়ন-২ এর অফিস ভবন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে দেখা যায় যে দ্বিতল বিশিষ্ট ভবনটির প্রতি তলার এরিয়া ২৬৫৭ বর্গফুট। প্রকল্প পরিচালক জানান যে অত্র রিজিয়নে বিএমডিএর নিজস্ব ভবন না থাকায় দাপ্তরিক কাজের বেশ অসুবিধা হতো। বিএডিসি হতে প্রাপ্ত জমিতে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় দ্বিতল

বিশিষ্ট অত্র ভবনটি নির্মাণ করা হয় এবং কোন জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই। ভবনটি নির্মাণের ফলে বর্তমানে দাপ্তরিক কাজসহ কৃষকদের সেবা প্রদান করা সহজ হয়েছে মর্মে জানা যায়।

১৭.১৬ নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায় পাতকুয়া-১ পরিদর্শনঃ

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার দিবর ইউনিয়নের চকশহবত মৌজায় (জেএল নং-৬১, দাগ নং-৫১২) অবস্থিত পাতকুয়া পরিদর্শন করা হয়। এলাকাটিতে সাওতাল আদিবাসীদের বসবাস লক্ষ্য করা যায়। পাতকুয়াটির গভীরতা ৬০ ফুট এবং ব্যাস ৩ ফুট ১০″ । বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের সুবিধার্থে পাতকুয়াতে স্থাপিত সোলার প্যানেলটি ফ্যানেল আকৃতির করা হয়েছে। সোলার প্যানেলের ক্ষমতা ৯০০ ওয়াট, পাম্পের ডিসচার্জ ১ লিটার/সেকেন্ড এবং ওভারহেড ট্যাংক এর পানি ধারণ ক্ষমতা ২০০০ লিটার। স্থানীয় অধিবাসীগণ জানান যে, পূর্বে এই এলাকায় সেচের পানির কোন ব্যবস্থা না থাকায় কোন ধরণের চাষাবাদ করতে পারতো না। এমনকি খাবার পানিও অনেক দূরের পাতকূয়া থেকে আনতে হতো। বর্তমানে বিএমডিএ কর্তৃক পাতকূয়াটি স্থাপন করার ফলে খাবার পানির প্রাপ্যতা অনেক সহজ হয়েছে এবং পাতকুয়া থেকে প্রায় ৪০টি পরিবার পানি ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে। উপস্থিত কৃষক ও বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, এ বছর পাতকুয়ার পানি দ্বারা ২৪ বিঘা জমিতে কম সেচ লাগে এমন ফসলের (লাউ, কুমড়া, পিয়াজ, গম, পটল, করলা ইত্যাদি) চাষাবাদ করা হয়েছে । উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, দিনের বেলায় পাতকুয়ার পানির লেভেল ১০-১২ ফুট নীচে নেমে গেলেও পরেরদিন সকাল বেলায় পানির লেভেল পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। বিগত আর্থিক বছরে খাবার পানির প্রাপ্যতা অনেক সহজ হয়েছে এবং এ পাতকূয়াটি থেকে প্রায় ৭০টি পরিবার পানি ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে। এলাকা পরিদর্শন ও কৃষকদের সাথে মতবিনিময়ে খাবার পানি সংকট দূরীকরণ ও স্বল্প সেচের জন্য পাতকূয়া কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত করা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।



১৭.১৭ নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার পাতকুয়া-২ পরিদর্শনঃ

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার দিবর ইউনিয়নের চকশহবত মৌজায় (জেএল নং-৬০, দাগ নং-৩৩৮) অবস্থিত পাতকূয়া পরিদর্শন করা হয়। এলাকাটিতে সাওতাল আদিবাসীদের বসবাস লক্ষ্য করা যায়। পাতকূয়াটির গভীরতা ১২০ ফুট এবং ব্যাস ৩ফুট ১০ ″ । বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের সুবিধার্থে পাতকূয়াতে স্থাপিত সোলার প্যানেলটি ফ্যানেল আকৃতির করা হয়েছে। সোলার প্যানেলের ক্ষমতা ৪০০০ ওয়াট, পাম্পের ডিসচার্জ ২ লিটার/সেকেন্ড এবং ওভারহেড ট্যাংক এর পানি ধারণ ক্ষমতা ২০০০ লিটার। স্থানীয় অধিবাসীগণ জানান যে, পূর্বে এই এলাকায় সেচের পানির কোন ব্যবস্থা না থাকায় কোন ধরণের চাষাবাদ করতে পারতো না। এমনকি খাবার পানিও অনেক দূরের পাতকূয়া থেকে আনতে হতো। বর্তমানে বিএমডিএ কর্তৃক পাতকূয়াটি স্থাপন করার ফলে খাবার পানির প্রাপ্যতা অনেক সহজ হয়েছে এবং পাতকূয়া থেকে প্রায় ৪০টি পরিবার পানি ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে। উপস্থিত কৃষক ও বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, পাতকূয়াটি ৩০/০৫/২০১৭ তারিখে কমিশন হয়েছে। কমিশনের তারিখ হতে পরিদর্শনের তারিখ পর্যন্ত কূয়াটি হতে সর্বমোট ৩০১৬০০০ লিটার পানি উত্তোলন করা হয়েছে। পাতকূয়ার পানি দ্বারা ২৪ বিঘা জমিতে কম সেচ লাগে এমন ফসলের (লাউ, কুমড়া, পিয়াজ, গম, পটল, করলা, মরিচ,ফুলকপি, পাতাকপি, মটরশুটি, বরবটি, সরিষা ইত্যাদি) চাষাবাদ

করা হয়েছে। আলোচনায় জানা যায় যে , দিনের বেলায় পাতকূয়ার পানির লেভেল ২০ -২২ ফুট নীচে নেমে গেলেও পরেরদিন সকাল বেলায় পানির লেভেল পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে । তাই অতি বরেন্দ্র এলাকায় এ ধরণের পাতকূয়া সেচ ও খাবার পানির জন্য কার্যকরী প্রতীয়মান হয়েছে।

১৭.১৮ নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায় পাতকূয়া-৩ পরিদর্শনঃ

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার দিবর ইউনিয়নের দিবর দীঘি দক্ষিণপাড়ার মৌজায় (জেএল নং-৪৭, দাগ নং-২৩৮৭) অবস্থিত পাতকূয়া পরিদর্শন করা হয়। এলাকাটিতে সাওতাল আদিবাসীদের বসবাস লক্ষ্য করা যায়। পাতকূয়াটির গভীরতা ৬০ ফুট এবং ব্যাস ৩ ফুট ১০ ″ । বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের সুবিধার্থে পাতকূয়াতে স্থাপিত সোলার প্যানেলটি ফ্যানেল আকৃতির করা হয়েছে। সোলার প্যানেলের ক্ষমতা ১৫০০ ওয়াট পাম্পের ডিসচার্জ ১ লিটার/সেকেন্ড এবং ওভারহেড ট্যাংক এর পানি ধারণ ক্ষমতা ২০০০ লিটার। স্থানীয় অধিবাসীগণ জানান যে পূর্বে এই এলাকায় সেচের পানির কোন ব্যবস্থা না থাকায় কোন ধরণের চাষাবাদ করতে পারতো না। এমনকি খাবার পানিও অনেক দূরের পাতকূয়া থেকে আনতে হতো। বর্তমানে বিএমডিএ কর্তৃক পাতকূয়াটি স্থাপন করার ফলে খাবার পানির প্রাপ্যতা অনেক সহজ হয়েছে এবং পাতকুয়া থেকে প্রায় ৪০টি পরিবার পানি ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে। উপস্থিত কৃষক ও বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, এ বছর পাতকূয়ার পানি দ্বারা ১০বিঘা জমিতে কম সেচে লাগে এমন ফসলের (লাউ, কুমড়া, পিয়াজ, গম, পটল, করলা ইত্যাদি) চাষাবাদ করা হয়েছে। বিগত আর্থিক বছরে খাবার পানির প্রাপ্যতা অনেক সহজ হয়েছে এবং এ পাতকূয়াটি থেকে প্রায় ৪০টি পরিবার পানি ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে। এলাকা পরিদর্শন ও কৃষকদের সাথে মতবিনিময়ে খাবার পানি সংকট দূরীকরণ স্বল্প সেচের জন্য পাতকূয়া কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখায় উপকারভোগী কৃষকগণ অত্র এলাকায় আরো পাতকূয়া স্থাপনের জন্য আবেদন জানায়।



১৭.১৯ বগুড়া জেলায় রিজিয়নাল অফিস ভবন নির্মাণ পরিদর্শনঃ

বগুড়া জেলার বগুড়া সদর উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বগুড়া রিজিয়ন অফিস ভবন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে দেখা যায় যে দ্বি-তল বিশিষ্ট ভবনটির প্রতি তলার এরিয়া ২৬৫৭ বর্গফুট। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, অত্র রিজিয়নে বিএমডিএর নিজস্ব ভবন না থাকায় দাপ্তরিক কাজের বেশ অসুবিধা হতো। উপজেলা পরিষদ চত্তরের জমিতে বর্নিত প্রকল্পের আওতায় দ্বি-তল ভবনটি নির্মাণ করা হয় এবং কোন জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই। ভবনটি নির্মাণের ফলে বর্তমানে দাপ্তরকি কাজসহ কৃষকদের সেবা প্রদান করা সহজ হয়েছে।



বগুড়া জেলায় রিজিয়নাল অফিস ভবন

১৭.২০ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার গোমা মৌজার খাস পুকুর পুনঃখনন কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার গোদাগাড়ী ইউনিয়নে গোমা মৌজায় (জেএল নং-৮১, দাগ নং-৮৯২) অবস্থিত ১.৬১ একর আয়তন বিশিষ্ট ১টি পুনঃখননকৃত পুকুর পরিদর্শন করা হয়। উপস্থিত উপকারভোগী কৃষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, পুকুরটি পূর্বে ভরাট থাকায় পানি ধারণক্ষমতা ছিল না। ফলে বৎসরের অধিকাংশ সময়ে পুকুরটিতে পানি থাকত না । যার ফলে পুকুরের পানি দ্বারা একদিকে যেমন সেচবাদ করতে পারতনা অপরদিকে মৎস্য চাষ ও হতো না । এমনকি গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহারের জন্যও পানি পাওয়া যেত না। তা ছাড়া বর্ষাকালের অল্প বৃষ্টিতে আশে পাশের জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতো। পুকুরটি পুনঃখনন করার ফলে বর্ষাকালে আশেপাশের জমির পানি উক্ত পুকুরে এসে জমা হচ্ছে। ফলে বর্তমানে বর্ষাকালে পুকুর সংলগ্ন আশেপাশের জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণে কাজ করছে। তাছাড়া রবি মৌসুমে পুকুরের পানির সাহায্যে আশেপাশের জমিতে কম সেচ লাগে এমন ফসলের আবাদ করা সম্ভব হচ্ছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় উক্ত গোমা মৌজায় মোট ১৩টি ভরাট পুকুর পুনঃখনন করা হয়েছে। উপস্থিত কৃষকগণ আরো অবহিত করেন যে, এলাকায় আরও অনেক ভরাট পুকুর রয়েছে। যেগুলো পুনঃখননের ব্যবস্থা নেয়া হলে মৎস্য চাষ ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। পুকুরটিতে সংরক্ষিত পানি দ্বারা মৎস্য চাষ ছাড়াও পুকুর সন্নিহিত ৫ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। পুকুরের সংরক্ষিত পানি ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পুনর্ভরণে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে। পুনঃখননকৃত পুকুরসমূহের পাড়ে বনজ এবং ঔষধী গাছের চারা রোপন করা হয়েছে যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু গাছগুলো পরিকল্পিতভাবে রোপণ করা হয়নি। এবং গাছগুলো কবে বিক্রয় করে শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে বিতরণ করা হবে তার কোন সময় নির্ধারণ করা নাই। উল্লেখ্য গাছগুলো একটি কমিটির মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। কমিটির সদস্যরা গাছের শেয়ার পাবে।



পুনঃখননের পূর্বে (সংগৃহীত)



পুনঃখননের পরে

১৭.২১ নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলায় চকবিলা জোকেরদাড়া খাল পরিদর্শনঃ

নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার জোকেরদাড়া খালটি পরিদর্শন করা হয়। খালটি জোকেরদাড়া নামক স্থান হতে উৎপত্তি হয়ে ডাউনস্টীমে উৎরাইল বিলে পতিত হয়েছে। পুনঃখননকৃত খালটির দৈর্ঘ্য ৪.৬ কিমি গড় প্রস্থ ১৬ মিটার, গভীরতা ৩ মিটার। স্থানীয় একাধিক ব্যক্তিবর্গের (জনাব আমজাদ হোসেন, ফজর আলী, হোসেন আলী, ময়েজ উদ্দীন) এর সাথে আলোচনায় জানা যায়, খালটি পূর্বে ভরাট থাকার কারণে বৃষ্টি/বর্ষার পানি নিস্কাশিত হতে পারত না । যার ফলে খালের আশে পাশের প্রায় ৪০০-৪৫০ হেক্টর জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতো। বিএমডিএ কর্তৃক খালটি পুনঃখননের ফলে অত্র এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীভূত হয়েছ জানা গেছে। অপরদিকে খালের সংরক্ষিত পানি দ্বারা আউশ, আমন মৌসুমে ২৫০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। খাল খননের ফলে বর্তমানে খালে পানি থাকায় কৃষকদের যাতায়াত ও শস্য পরিবহনের জন্য খালে ফুট ব্রীজ এর প্রয়োজন বলে স্থানীয় কৃষকগণ মতামত ব্যক্ত করেন।



পুনঃখননের পূর্বে (সংগৃহীত)



পুনঃখননের পরে

১৭.২২। উপকারভোগীদের মতামত:

প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি সাইট পরিদর্শনকালে উপকারভোগীদের সঙ্গে আলোচনা /মতবিনিময়ে তারা বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। তাদের মতামত পর্যলোচনায় দেখা যায় যে, বরেন্দ্র এলাকায় বেশ কিছু খাস মজা খাল/পুকুর রয়েছে, যেগুলো সংস্কারের অভাবে পানি ধারণ ক্ষমতা হারিয়েছে। ফলে , বর্ষাকালে অতি অল্প বৃষ্টিতেই এসব খাল /পুকুর ভরে যায় এবং বর্ষা মৌসুম শেষে কোন পানি থাকে না বিধায় এলাকার মানুষকে পানির সংকটে ভুগতে হয়। এ সমস্যা দূরীকরণে খাস খাল /পুকুর পুনঃখনন কার্যক্রমের ওপর জোর দেয়ার জন্য স্থানীয় অধিবাসীগণ দাবী জানান। তাছাড়া , কিছু কিছু এলাকায় হস্তচালিত টিউবওয়েলের মাধ্যমে পানি পাওয়া যায় না বিধায় এসব অঞ্চলের মানুষ খাবার পানি হিসেবে পুকুরের পানি ব্যবহার করে থাকেন। খাবার পানির সংকট লাঘবের নিমিত্তে অধিক পরিমাণে পাতকূয়া নির্মাণ করে দেয়ার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ অনুরোধ করেন। স্থানীয় অধিবাসীগণ আরো জানান যে , বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য পুনঃখননকৃত খালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাব -মার্জডওয়্যার (ক্রসড্যাম) নির্মাণসহ সেসব স্থানে মানুষের চলাচল এবং কৃষি পণ্য পরিবহণের সুবিধার্থে ফুট ব্রীজ তৈরি করা প্রয়োজন।

১৮। অডিটঃ অডিট সম্পন্ন হয়েছে জানানো হয়েছে। ০১টি অডিট আপত্তি রয়েছে। অডিট আপত্তিটি হল পুনঃখননকৃত খাস পুকুরগুলো বরেন্দ্র কর্তৃকপক্ষ না লীজ দেওয়া বিষয়ক।

১৯. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ভিত্তিক অর্জনসমূহ:

ক্রমিক নং	পরিকল্পিত	অর্জিত
১.	বৃষ্টির পানি সংরক্ষেণের লক্ষ্যে জলাধারের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য খাস খাল/খাড়ী,পুকুর/জলাশয় ও দীঘি পুনঃখনন করা;	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের লক্ষ্যে জলাধারের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য প্রকল্প এলাকায় ৬০০কিমি খাল, ২০০টি পুকুর ও ৬টি দীঘি পুনঃখনন করা হয়েছে। তা ছাড়া বর্ষার পানি শুষ্ক মৌসুমে আটকিয়ে রাখার জন্য খাল /খাড়ীতে ৯৭টি সাবমার্জড ওয়্যার ও পুঠিয়া উপজেলার বারনই নদীতে ১টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। রাবার ড্যাম নির্মাণের ফলে আপস্টীমের ৪০কিমি অংশে সারা বছর পানি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে।
২.	৬০০ কিমি খাল , ২০০টি পুকুর ও ৬টি দীঘি পুনঃখনন এবং খননকৃত খালে ৯৭টি সাবমার্জড ওয়্যার ও নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূ -পরিস্থ পানি আটকিয়ে ৩৮ হাজার হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচের সুযোগ সৃষ্টি করা;	৬০০কিমি খাল খাড়ী , ২০০টি খাস মজা পুকুর , ৬টি দীঘি পুনঃখনন এবং পুনঃখননকৃত খালে ৯৭টি সাবমার্জড ওয়্যার ও রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার বারনই নদীতে ১টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করায় বর্ষাকালের বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে এবং জমিতে বহুমুখী শস্য উৎপাদন হচ্ছে , ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে কৃষকগণ খাল ও পুকুরের সংরক্ষিত পানি ব্যবহার করে কম সেচ খরচে অধিক ফসল উৎপাদন করতে পারছেন।

ক্রমিক নং	পরিকল্পিত	অর্জিত
৩.	সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য Hard barind area তে পাতকূয়া (Dugwell) খনন করা;	বরেন্দ্র অঞ্চলের নিদিষ্ট কিছু এলাকার ভূ -গর্ভস্থ স্তরের গঠন প্রকৃতির কারণে কোন ধরণের Aquifer না থাকায় গভীর /অগভীর কোন ধরণের নলকূপই স্থাপন করার সুযোগ নেই। এরুপ এলাকায় পাতকূয়া খনন ফলে চারিপাশের চুয়ানো পানি (Leaching water) ক্রমপুঞ্জিত করে জমা হয়ে পানির আধার সৃষ্টি হয়েছে। পাতকূয়ার সংরক্ষিত পানি স্থানীয় জনগন খাবার পানিসহ দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার করছে। পাশাপাশি কূয়ার আশেপাশের জমিতে স্বল্প সেচ নির্ভর এমন ফসল যেমন , পিয়াজ, রসুন, শসা, বেগুন,সিম, কুমড়া, করলা, পটল,ছোলা ইত্যাদি চাষাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে।
৪.	ভূ-পরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূ -গর্ভস্থ পানি পুনভরন করা;	৬০০ কিমি খাল /খাড়ী, ২০০ টি পুকুর , ৬টি দীঘি পুনঃখনন এবং পুনঃখননকৃত খালে সাবমার্জড ওয়্যার নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূ -পরিস্থ পানি সংরক্ষণ করার ফলে প্রকল্প এলাকায় ভূ -গর্ভস্থ পানির স্তর রিচার্জ করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া খাল ও পুকুরে পানি সংরক্ষণ থাকার কারণে প্রকল্প এলাকার আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকছে।
৫.	বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য আনায়ন	পুনঃখননকৃত খাল/খাড়ী, পুকুর ও দীঘির পাড়ে ৮ .০০ লক্ষ বনজ , ঔষধি ও ফলদ গাছ রোপণ করা হয়েছে যা খাল ও পুকুর পাড়ের মাটি ক্ষয়রোধসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা কার্যক্রর ভূমিকা রাখছে। জলধারগুলোতে পানি সংরক্ষণ , সেচ এলাকা সম্প্রসারণ এবং বনায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার তাপমাত্রা নিম্নমুখী হয়েছে এবং বৃষ্টিপাতের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।
৬.	দিনমজুর/প্রান্তিক কৃষকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরা	পুনঃখননকৃত খাল ও পুকুরের সংরক্ষিত পানি দ্বারা সেচ এলাকা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জমি তৈরী, চারা রোপন , পরিচর্যা, ধান কাটাসহ মাড়াই ইত্যাদি কাজে স্থানীয় শ্রকিগণ কৃষি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজে নিয়োজিত থাকে বলে তাদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২০. পর্যবেক্ষণ:

২০.১ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাবার পানিসহ গৃহস্থালি অন্যান্য কাজে পানির প্রাপ্যতা সহজ হচ্ছে এবং প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, যা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে মর্মে উপকার করে ভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় (অনু-১৭.১-১৭.২২) ।

২০.২ দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কারের অভাবে ভরাট হয়ে যাওয়া পুকুর ও খালসমূহ পুনঃখনন এবং পুনঃখননকৃত খালে সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণের মাধ্যমে খালের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ পানি দ্বারা আউশ/আমন/রবি শস্য চাষে সেচ প্রদান করার ফলে প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি অনাবৃষ্টি/খড়ার কারণে খালের পানি আমন ধানের সম্পূরক সেচে ব্যবহার করে এলাকাবাসী উপকৃত হয়েছে (অনু-১৭.১-১৭.২২) ।

২০.৩ প্রকল্পের আওতায় ৬৯টি এলএলপি স্থাপন করা হয়েছে। এসব এলএলপি'র মাধ্যমে সারা বছর ২৭৫০ হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমছে এবং বারিড পাইপের কারণে পানির অপচয় হচ্ছে না । ফলে সেচ খরচ কম হচ্ছে (অনু-১৭.৭, ৭.৯, ১৭.১৩, ১৭.১৪) ।

২০.৪ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় খাল পুনঃখননের ফলে প্রকল্প এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সাহায্য করছে। প্রকল্প সংলগ্ন প্রায় ১৩৭১৭ হেক্টর জমি আমন ধান চাষের আওতায় এসেছে। সে প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রায় ২৪০০০ টি কৃষক পরিবার সফলভাবে আমন ধান চাষাবাদ করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। পাশাপাশি খাল ও পুকুরে পানি সংরক্ষিত থাকায় প্রায় ৪০০০০ হেক্টর আমন ধানের জমিতে সম্পূরক সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে (অনু-১৭.১-১৭.২২) ।

২০.৫ রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার বারনই নদীর জগদিশপুর নামক স্থানে ৬২ মিটার দৈর্ঘ্যরে রাবার ড্যাম র্নিমাণের ফলে এর আপ-ষ্ট্রীমে ৪০ মিটার অংশে ১২০ .০০ লক্ষ ঘনমিটার পানি সংরক্ষিত থাকে। যা দ্বারা উক্ত নদীর আশেপাশের ৬৫০০ হেক্টর জমিতে সারা বছর সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ৩২৫০০ মেঃটন ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। উক্ত সংরক্ষিত পানি ভূ-গর্ভস্থ পানির রিচার্জ বৃদ্ধি সহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে । উক্ত রাবার ড্যামের পানি ব্যবহার করে ৪৩৫০০ টি কৃষক পরিবার উপকৃত হচ্ছে (অনু.১৭-৬) ।

২০.৬ বরেন্দ্র এলাকার অনেক স্থানে (যেমন নওগাঁ জেলার সাপাহার , পোরশা, পত্নীতলা, নিয়ামতপুর এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় নচোল, গোমস্তাপুর উপজেলার বেশ কিছু এলাকা) ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নিচে থাকায় খরা মৌসুমে হস্তচালিত নলকূপ অকার্যকর হওয়ায় পানীয় জলের দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয়। পানির সংকট মোকাবিলায় এ সমস্ত অঞ্চলে এ পর্যন্ত ১১০টি পাতকূয়া নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে , যা খাবার পানির উৎস হিসেবে ব্যবহারের পাশা -পাশি কম সেচ লাগে এমন সবজি যেমন, কুমড়া, শিম, মরিচ, পেঁপে চাষেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে প্রায় ২ ,৫০০টি কৃষক পরিবার উপকৃত হচ্ছে। শুষ্ক মৌসুমে খাবার পানির সমস্যা দূরীকরণসহ স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় পাতকূয়া স্থাপন কার্যক্রম ফলপ্রসু ও কার্যকর প্রতীয়মান হয়েছে (অনু-১৭.১৬-১৭.১৮) ;

২০.৭ পুনঃখননকৃত খাড়ি/খালের উভয় পাড়ে ফলদ , বনজ ও ঔষধী গাছ রোপন করা হয়েছে , যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ; তবে গাছগুলো লাইন করে লাগানো হয়নি এবং যাদেরকে গাছ দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের সাথে এরূপ কোন চুক্তি নেই যে কবে/কতদিন পর তারা গাছের লভ্যাংশ/শেয়ার অংশ পাবে (অনু-১৭.২০);

২০.৮ জলাধারগুলোতে পানি সংরক্ষণ , সেচ এলাকা সম্প্রসারণ এবং বনায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার তাপমাত্রা নিম্নমুখী এবং বৃষ্টিপাতের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জলাধারগুলির সংরক্ষিত পানি ও বৃষ্টিপাত বৃদ্ধির ফলে রিচার্জের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর সমৃদ্ধ হবে এবং সার্বিকভাবে বরেন্দ্র এলাকার পরিবেশ উন্নত হবে (অনু-১৭);

২০.৯ পুনঃখননকৃত লেক/খাল/খাস পুকুরের পাড় যথাযথভাবে লেভেলিং করা হয়নি। ফলে চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে এবং পাড়ের মাটি দ্রুত খাল/পুকুরে পড়ে পুনরায় ভরাট হবার সম্ভবনা রয়েছে (অনু-১৭);

২০.১০ প্রকল্পটি দু'বার সংশোধন করা হয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন , ২০১৮ পর্যন্ত কার্যকর ছিল। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৮% (অনু-৫);

২০.১১ পুনঃখননকৃত পুকুরসমূহ পুকুর সন্নিহিত প্রকৃত ব্যবহারকারীদের লীজ না দেয়ায় পানি ব্যবহার (খাবার, গৃহস্থালী ও সম্পূরক সেচ ইত্যাদি) ও রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা হচ্ছে (অনু-১৭.২০);

২০.১২ পুনঃখননকৃত খাড়ি/খালে নির্মিত সাব-মার্জড ওয়্যারের সাথে ফুট ব্রীজ না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে কৃষি পণ্য পরিবহনসহ স্থানীয় লোকজনের যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছে (অনু-১৭.২১);

২০.১৩ সেচ চার্জের পরিমাণ, সেচ চার্জ আদায় এবং পানির অপচয় রোধ ইত্যাদি বিবেচনায় বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের সেচ ব্যবস্থপনা বিশেষ করে প্রি-পেইড পদ্ধতির মাধ্যমে সেচচার্জ আদায় সহজ ও কার্যকর হয়েছে (অনু-১৭.১৩);

২০.১৪ খননকৃত খালে গরু, ছাগল, মাঠের উৎপাদিত শস্য ও মানুষ-জন পারা-পাড়ের জন্য ছোট ব্রীজ/কালভাটের সংস্থান রাখা প্রয়োজন (অনু-১৭.১৩);

২০.২.৬ প্রকল্পের আওতায় বরেন্দ্র এলাকায় খাস মজা পুকুর এবং ছোট ও বড় জলাশয় পুনঃখনন- ২০০টি, খাস খাল/খাড়ি পুনঃখনন- ৬০০ কিঃমিঃ, দীঘি পুনঃখনন- ৬ টি, পাতকূয়া খনন- ১১০ টি, খাস পুকুর/খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। এখনও প্রায় খাস পুকুর ৯০০টি, খাল/খাড়ি - ৯৭১ কিঃমিঃ, পাতকূয়া - ৩২৫ টি খননের /পুনঃখননের বাকী রয়েছে মর্মে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ জানিয়েছন (১৩);

২১। আইএমইড 'র মতামত:সুপারিশ/

২১.১ ভবিষ্যতে প্রকল্প এলাকার জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খননযোগ্য খাস মজা পুকুর ও খাল পুনঃখনন, নদীতে পন্টুন স্থাপন, রাবার ড্যাম নির্মাণ, এলএলপি স্থাপন, পুনঃখননকৃত খালে সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ ও সেচযন্ত্র হতে দূরবর্তী স্থানে সেচ সরবরাহের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পানির প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ব্যারিড পাইপ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে;

২১.২ পুনঃখননকৃত খালের বিভিন্ন পয়েন্টে এবং নদীর সে সকল পয়েন্টে সারা বছরই পানি থাকে (Water basin) সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী পানির প্রাপ্যতার ভিত্তিতে এলএলপি স্থাপন করা যেতে পারে;

২১.৩ কৃষি জমির অপচয় রোধ, সেচের পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং একই সেচ পাম্প দ্বারা অধিক এলাকা সেচের আওতায় এনে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ব্যারিড পাইপের দৈর্ঘ্য পাম্পের ক্ষমতা ও কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

২১.৪ প্রকল্পের আওতায় পাতকূয়া স্থাপন কার্যক্রম ফলপ্রসু ও কার্যকর হওয়ায় কৃষি কাজ /খাবার পানির সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী পাতকূয়া স্থাপন করা যেতে পারে। কেননা কিছু কিছু অতি বরেন্দ্র এলাকায় খাবার পানির সংগ্রহের জন্য টিউবওয়েল স্থাপন করা যায় না বা টিউবওয়েলে পানি পাওয়া যায় না। ফলে দূরবর্তী স্থান হতে খাবর পানি সংগ্রহ করতে হয়। তাই চাহিদা অনুযায়ী খাবার পানি ও বাড়ির পাশে চাষাবাদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পাতকূয়া স্থাপন করা যেতে পারে।

২১.৫ খাল সংলগ্ন কৃষি জমিতে কৃষি কাজে নিয়যিত কৃষকদের যাতায়াত সহজ করার নিমিত্তে ও কৃষি পণ্য পরিবহণসহ স্থানীয় জনগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে পুনঃখননকৃত খাল /খাড়িতে নির্মিত সাব-মার্জড ওয়্যারের সাথে ফুট ব্রীজ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে;

২১.৬ সেচ কাজে পানির পরিমিত ব্যবহার এবং পানির অপচয় রোধে Alternate Wetting & Drying (AWD) পদ্ধতি, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) ও শস্য বহুমুখীকরণ বিষয়ে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করা যেতে পারে। ধানের পাশাপাশি কম পানির প্রয়োজন হয় এমন চাষে কৃষককে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন;

২১.৭ প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত খাল, পুকুর এবং নির্মিত রাবার ড্যাম, সাবমার্জড ওয়্যার, এলএলপিসহ অন্যান্য অবকাঠামো প্রকল্প সমাপ্তির পর রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে বিএমডিএ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

২১.৮ পুকুরে পানি ধরে রাখতে /খালের পানি প্রবাহ সচল রাখতে খালের /পুকুরের পানির ব্যবহারকারীদের নিয়ে খাল সংরক্ষণ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। কমিটি প্রতিবছর পুকুরের /খালের ছোটখাটো মেরামত করলে দীর্ঘদিন পুনঃখননকৃত খাল/পুকুরের পানি ব্যবহার করা যাবে;

২১.৯ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রকল্পের অডিট (মহা হিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক এক্সটারনাল অডিট) সম্পন্ন করতে হবে এবং অডিটে কোন আপত্তি উথাপিত হলে তা নিস্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২১.১০ বরেন্দ্র অঞ্চলে সেচের পানি সহজলভ্য না হওয়ায় স্বল্প পানি ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে অত্র এলাকায় ড্রিপ ইরিগ্রেশন ও স্প্রিংলার সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২১.১১ পুনঃখননকৃত লেক/খাল/খাস পুকুরের পাড় গাছ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিতদের সাথে সময়ভিত্তিক চুক্তি করতে হবে যাতে অংশীদারেরা নিদিষ্ট সময় পরে তাদের লভ্যাংশ বুঝে পায়।

২১.১২ খাল ও নদীতে এলএলপি স্থাপনের ফলে যাতে মৎস্য বিচরণে বিঘ্ন না ঘটে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখ রাখতে হবে;

২১.১৩ খননকৃত ও খননযোগ্য খাস মজা পুকুর, পাতকূয়া, এলএলপি এবং খাস খাল/খাড়ির তালিকা করে বরেন্দ্র কর্তৃপকক্ষকে সংরক্ষণ করতে হবে। ভবিষ্যতে কখন পুনঃখননের প্রয়োজন হবে তার পরিকল্পনা থাকতে হবে;

২১.১৪। পুনঃখননকৃত লেক /খাল/খাস পুকুরের পাড় যথাযথভাবে লেভেলিং নিশ্চিত করতে হবে। ঠিকাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ থাকলে ঠিকাদারকে দিয়ে পাড় লেভেলিং করিয়ে নিতে হবে;

২১.১৫। ভবিষ্যতে পুনঃখননকৃত খাড়ি/খালের উভয় পাড়ে ফলদ, বনজ ও ঔষধী গাছ লাইন করে পরিকল্পিতভাবে রোপন করা যেতে পারে।

২১.১৬। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুনঃখননকৃত পুকুরসমূহ পুকুর সন্নিহিত প্রকৃত ব্যবহারকারীদের লীজ দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে;

২১.১৭। অনুচ্ছেদ ২১.১ - ২১.১২ এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ০২ মাসের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

পরিশিষ্ট-ক

নিম্নে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ক্রয় কার্যক্রমের তথ্য দেয়া হল:

ক্র. নং	প্যাকেজের নাম	কাজের পরিমাণ	দরপত্র আহবানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
১.	পাজেরো জীপ সরবরাহ	০১ টি	১৯/০৯/২০১১ ৭২.০০	৬৯.০০	০২/০১/২০১২	১৬/১১/২০১১	
২.	ডাবল ক্যাবিন পিক আপ সরবরাহ	০১ টি	২২/০৯/২০১১ ২৮.০০	২৪.৯৯	২৮/১২/২০১১	০২/১১/২০১১	
৩.	খাস খাল/খাড়ী পূনঃখনন কাজ	৩৬ কিঃমিঃ	১৯/১০/২০১১ ৩৩৮.৫০	৩২১.৫০	২৮/০৬/২০১২	১৫/০৫/২০১২	
৪.	সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ	১৬ টি	০২/১১/২০১১ ৩৯৫.৩২	৩৭৫.৫৫	৩০/০৯/২০১২	১৫/০৯/২০১২	
৫.	মটর সাইকেল সরবরাহ	২৮টি	১৬/০২/২০১২ ৩২.২৫	২৮.০০	১৫/০৬/২০১২	১২/০৫/২০১	
৬.	পাতকূয়া খনন ও আনুসঙ্গিক কাজ	২০ টি	২০/০২/২০১২ ৯০.০০	৮৭.০০	০৫/০৭/২০১৩	৩০/০৬/২০১৩	
৭.	পাওয়ার পাম্প বৈদ্যুতিক মালামাল ও আনুসঙ্গিক ক্রয়	২৯টি	২৫/০৭/২০১২ ১৮১.২৫	১৭০.৯০	১৪/০২/২০১৩	১৩/০২/২০১৩	
৮.	খাস খাল/খাড়ী পূনঃখনন কাজ	৬৭ কিঃমিঃ	৩১/০৭/২০১২ ৭০৫.০০	৬৭০.০০	১৫/০৬/২০১৩	১৫/০৫/২০১৩	
৯.	খাস খাল/খাড়ী পূনঃখনন কাজ	৩৩ কিঃমিঃ	৩১/০৭/২০১২ ৫৫১.০০	৫২৩.০০	৩০/০৩/২০১৪	২৫/০৩/২০১৪	
১০.	রিজিওনাল অফিস ভবন নির্মাণ	০২ টি	১২/০৮/২০১২ ২০৩.৫২	১৯৩.৩৪	২০/০৬/২০১৩	০১/০৬/২০১৩	
১১.	সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ	১৭ টি	২৭/০৮/২০১২ ৬৯৭.৯৪	৬৬৩.০৪	১৫/০৯/২০১৩	০১/০৯/২০১৩	
১২.	সাবমার্জড ওয়্যার মেরামত	২৮ টি	২৭/০৮/২০১২ ৭১.১৫	৬৭.৫৯	৩১/০৭/২০১৩	১৫/০৭/২০১৩	
১৩.	খাস মজা পুকুর পূনঃখনন	৪৫ টি	০৬/০৯/২০১২ ২১৩.৭৬	২০৩.০০	৩০/০৯/২০১৩	১৫/০৯/২০১৩	
১৪.	সীট পাইল ক্রয়	লট	০১/১০/২০১২ ৮১.০০	৭৩.৬৮	২৬/০২/২০১৪	১১/০২/২০১৪	
১৫.	খাস খাল/খাড়ী পূনঃখনন কাজ	১৪ কিঃমিঃ	২৭/০১/২০১৩ ২৩১.৫০	২২০.০০	২৫/০৬/২০১৪	৩১/০৫/২০১৪	
১৬.	দীঘি পূনঃখনন	৪ টি	২৭/০১/২০১৩ ৮৮.৫৬	৮৪.১৯	৩১/০৭/২০১৩	১৫/০৭/২০১৩	
১৭.	বৃক্ষ রোপন, পরিচর্যা ও আনুষাঙ্গিক কাজ	২.২০ লক্ষ	০৮/০৪/২০১৩ ১১৪.৯৮	১০৯.২৩	৩০/০৭/২০১৪	৩০/০৬/২০১৪	
১৮.	সাবমার্জড ওয়্যার মেরামত	৩৬টি	০১/০৯/২০১৩ ৬৭.৬০	৬৪.২২	৩০/০৯/২০১৪	১৫/০৯/২০১৪	
১৯.	সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ	১৩ টি	১৮/০৯/২০১৩ ৬৬০.৮৮	৬২৭.৮৪	১৫/১০/২০১৪	৩০/০৯/২০১৪	

ক্র. নং	প্যাকেজের নাম	কাজের পরিমাণ	দরপত্র আহবানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
২০.	খাস খাল/খাড়ী পূনঃখনন কাজ	১৩ কিঃমিঃ	৩০/০৯/২০১৩ ২১৮.০০	২০৮.০০	৩০/০৬/২০১৪	২৫/০৬/২০১৪	
২১.	খাস খাল/খাড়ী পূনঃখনন কাজ	২৭ কিঃমিঃ	৩০/০৯/২০১৩ ৪৩১.০০	৪১১.০০	৩১/০৮/২০১৪	৩১/০৭/২০১৪	
২২.	খাস মজা পুকুর পূনঃখনন	৩২ টি	৩০/০৯/২০১৩ ১৯৮.০০	১৮৮.০০	৩০/১১/২০১৪	১৫/১১/২০১৪	
২৩.	দীঘি পূনঃখনন	২ টি	৩০/০৯/২০১৩ ৪৮.০০	৩৮.৪৫	৩০/০৩/২০১৫	১৫/০৩/২০১৫	
২৪.	রাবার ড্যাম নির্মাণ(মূল কাঠামো)	১ টি	২৭/১১/২০১৩ ৮৮৪.৪৩	৮৭৮.২৪	৩০/০৪/২০১৬	৩০/০৪/২০১৬	
২৫.	বৃক্ষ রোপন, পরিচর্যা ও আনুষাঙ্গিক কাজ	১.৭৫ লক্ষ	০১/০৬/২০১৪ ১১৮.৭৫	১১২.৫০	৩০/০৭/২০১৫	৩০/০৬/২০১৫	
২৬.	খাস মজা পুকুর পূনঃখনন	২৬ টি	১০/০৮/২০১৪ ১৫১.৯৭	১৪৪.৩৭	৩০/০৪/২০১৫	১৫/০৪/২০১৫	
২৭.	খাস খাল/খাড়ী পূনঃখনন কাজ	২৮ কিঃমিঃ	১৯/০৮/২০১৪ ৪৫৮.০০	৪৩৫.০০	২৫/০৫/২০১৫	১০/০৫/২০১৫	
২৮.	খাস খাল/খাড়ী পূনঃখনন কাজ	৬২ কিঃমিঃ	১৯/০৮/২০১৪ ১০২২.০০	৯৭০.৯০	২৫/০৬/২০১৫	১৫/০৬/২০১৫	
২৯.	সাবমার্জড ওয়্যার মেরামত	২৪টি	২৬/০৮/২০১৪ ৬০.৪৫	৫৭.৪৩	৩০/০৮/২০১৫	২০/০৮/২০১৫	
৩০.	সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ	১০ টি	২৬/০৮/২০১৪ ৫০১.২৯	৪৭৬.২২	৩০/০৮/২০১৫	১৫/০৮/২০১৫	
৩১.	রাবার ড্যাম এর বিভিন্ন Protective কাজ বিবিধ প্যাকেজে সম্পন্ন করণ	লট	৩০/০৮/২০১৪ ১৯২.৫০	১৯০.১০	৩০/০৪/২০১৬	৩০/০৪/২০১৬	
৩২.	রাবার ব্যাগ ক্রয়	লট	৩০/১০/২০১৪ ২৩৮.২০	২৩৮.২০	৩০/০৪/২০১৫	১০/০৪/২০১৫	
৩৩.	সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ	০৯ টি	০৭/০১/২০১৫ ৪৫৬.৮৯	৪৩৪.০৪	৩০/০১/২০১৬	১৫/০১/২০১৬	
৩৪.	খাস খাল/খাড়ী পূনঃখনন কাজ	৩২ কিঃমিঃ	০৭/০১/২০১৫ ৫৪৭.০০	৫১৯.৮৪	৩০/০৩/২০১৬	১৫/০৩/২০১৬	
৩৫.	খাস মজা পুকুর পূনঃখনন	৫০ টি	১০/০৮/২০১৫ ২৮৩.৩৮	২৬৯.৮৯	৩০/০৭/২০১৬	১৫/০৭/২০১৬	
৩৬.	খাস খাল/খাড়ী পূনঃখনন কাজ	৩৪ কিঃমিঃ	২৫/০৮/২০১৫ ৭৫৮.৮৩	৭২০.৮৮	৩০/০৮/২০১৬	৩০/০৭/২০১৬	
৩৭.	খাস খাল/খাড়ী পূনঃখনন কাজ	৩৮ কিঃমিঃ	২৫/০৮/২০১৫ ৯১৭.১৫	৮৬৯.৩৯	৩০/০৬/২০১৬	১৫/০৫/২০১৬	

ক্র. নং	প্যাকেজের নাম	কাজের পরিমাণ	দরপত্র আহবানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
৩৮.	সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ	২০ টি	১৭/০৯/২০১৫ ১০০৯.০০	৯৫৯.২৫	৩০/১০/২০১৬	১৫/১০/২০১৬	
৩৯.	খাস খাল/খাড়ী পূনঃখনন কাজ	৫৪ কিঃমিঃ	১১/০২/২০১৬ ৮২৫.০০	৭৮৩.৭৫	৩০/০৮/২০১৬	৩০/০৭/২০১৬	
৪০.	খাস খাল/খাড়ী পূনঃখনন কাজ	৩১ কিঃমিঃ	১১/০২/২০১৬ ৪২০.০০	৩৯৯.০০	৩০/০৮/২০১৬	৩০/০৭/২০১৬	
৪১.	খাস মজা পুকুর পূনঃখনন	৪৫ টি	১১/০২/২০১৬ ২১৭.৮২	২০৭.৪৫	৩০/০৭/২০১৭	২০/০৭/২০১৭	
৪২.	সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ	৯ টি	১১/০২/২০১৬ ৪৭০.০৪	৪৬৪.৫৩	২০/০৩/২০১৭	১৫/০৩/২০১৭	
৪৩.	খাস খাল/খাড়ী পূনঃখনন কাজ	২৮ কিঃমিঃ	২৮/০৮/২০১৬ ৪৩৫.৭৫	৪১৩.৯৬	৩০/০৫/২০১৭	১৫/০৫/২০১৭	
৪৪.	খাস মজা পুকুর পূনঃখনন	২ টি	৩০/০৮/২০১৬ ৭.৭৮	৭.৩৯	৩০/০৭/২০১৭	১৫/০৭/২০১৭	
৪৫.	খাস খাল/খাড়ী পূনঃখনন কাজ	১৭ কিঃমিঃ	০৪/০৯/২০১৬ ২০৩.০০	১৯২.৮৫	৩০/০৭/২০১৭	১৫/০৭/২০১৭	
৪৬.	খাস খাল/খাড়ী পূনঃখনন কাজ	৫০ কিঃমিঃ	০৩/১১/২০১৬ ৫৯০.৩৮	৫৬০.৮৬	৩০/১২/২০১৭	১৫/১২/২০১৭	
৪৭.	পাতকূযায় সোলার প্যানেল স্থাপন কাজ	১০ টি	২৯/০৯/২০১৬ ৩০.০০	২৫.৪০	১৭/০৫/২০১৭	২৭/০৭/২০১৭	
৪৮.	এলএলপির পাইপ লাইন নির্মাণের পাইপ ক্রয়	৪০ সেট	১০/১১/২০১৬ ২৮০.০০	২৬৩.৫৯	০১/০৩/২০১৭	১২/০২/২০১৭	
৪৯.	এলএলপির পাইপ লাইন ও পাম্পঘর নির্মাণ	৪০ টি	১০/১১/২০১৬ ২০০.০০	১৯২.৫০	৩০/১২/২০১৭	১৫/১২/২০১৭	
৫০.	এলএলপির সেন্টিফিউগাল পাম্প সরবরাহ কাজ	৪৫ টি	১২/০১/২০১৭ ১১২.৫০	১১০.২৫	২৪/০৪/২০১৭	১৮/০৪/২০১৭	
৫১.	পাতকূযায় সোলার প্যানেল স্থাপন কাজ	২০ টি	২৩/০২/২০১৭ ৯৯.০০	৮৯.২০	২২/০৮/২০১৭	১০/০৮/২০১৭	
৫২.	খাস খাল/খাড়ী পূনঃখনন কাজ	৩৮ কিঃমিঃ	০৫/০৭/২০১৭ ৪৪৭.১৫	৪২৪.০০	৩০/০৫/২০১৮	১৫/০৪/২০১৮	
৫৩.	পাতকূয়া খনন কাজ	০৫ টি	১৩/০৭/২০১৭ ২৮.৫০	২৮.৩০	২৪/১২/২০১৭	১০/১২/২০১৭	
৫৪.	সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ	৩ টি	২০/০৭/২০১৭ ২১৯.৪২	২০৮.৪৫	২০/০৩/২০১৮	১৫/০৩/২০১৮	
৫৫.	পাতকূযায় সোলার প্যানেল স্থাপন কাজ	০৮ টি	৩০/০৭/২০১৭ ৬০.০৯	৪৫.৫৬	৩০/০৪/২০১৮	২৪/০৪/২০১৮	

“নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত জুন, ২০১৮)

প্রকল্পের মৌলিক তথ্যঃ

১. প্রকল্পের নাম : “নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প”

২. প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মালেক, টেলিফোন নং ০১৭১১-২১৭৯৮৩

৩. বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও সংস্থা : কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

৪. অর্থায়ন : জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত

৫ প্রকল্পের মেয়াদ	:	মেয়াদ	অনুমোদনের তারিখ	মূল মেয়াদের তুলনার বৃদ্ধি	সর্বশেষ মেয়াদের তুলনার বৃদ্ধি
৫.১ মূল অনুমোদিত মেয়াদ	:	ফেব্রুয়ারি, ২০১৪- জুন, ২০১৮	০৪-০২-২০১৪(একনেক)		
৫.২ সংশোধিত মেয়াদ		ফেব্রুয়ারি, ২০১৪- জুন, ২০১৮	১১-০২-২০১৮(মাননীয় কৃষি মন্ত্রী)		

৬. অনুমোদিত ব্যয় ও অগ্রগতি	:	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	জিওবি	নিজস্ব	অগ্রগতি			মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনার বৃদ্ধি	সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনার বৃদ্ধি
					মোট	জিওবি	নিজস্ব		
৬.১ মূল অনুমোদিত ব্যয়	:	৩৪১৩.০৬	৩২০৪.৫৬	২০৮.৫০	-	-	-		
৬.২ সংশোধিত ব্যয় ও অগ্রগতি	:	৩৫০০.৬৮	৩৩৪২.৬৬	১৫৮.৩২	৩৫০০.৩৪	৩৩৪২.৩৩	১৫৮.০২	-	-

৭. প্রকল্প এলাকা	:	বিভাগ: ১টি	জেলা: নোয়াখালী	উপজেলা: নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর , কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, চাটখিল, কবিরহাট, সুনাইমুড়ি, বেগমগঞ্জ, সেনবাগ।
			জেলা: লক্ষীপুর	উপজেলা: লক্ষীপুর সদর, রায়পুর, কামালনগর, রামগতি।

৮. প্রকল্প এলাকা : পিসিআর অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৯.৯৬% (৩৫০০.৬৮ টাকা) এবং ১০০%

৯। উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো খামার ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে গুণগত মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহারের ফলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি (by Horizental and vartical expasion), কর্মসুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ ও পুষ্টিমান উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

ক). জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলার চর এলাকার চাষিদের মাধ্যমে গুণগত মানসমডাল ও তৈল বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

খ). চর এলাকায় একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে সেখানকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টিমান উন্নয়ন করা;

গ). ডাল ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি করা;

ঘ). পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করে খামার ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার জীববৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা;

ঙ). খামার ও প্রকল্প এলাকায় প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শ নীর মাধ্যমে বীজ প্রযুক্তি, বাগান তৈরী, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও কৃষি বাণিজ্যের উপর কৃষক ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

১০। প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিই দেশটির অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় এই খাতের ভূমিকা

অনস্বীকার্য। আর কৃষির মূল উপকরণ হলো বীজ কেবলমাত্র মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ১৫-২০% ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বিএডিসি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কৃষির উপকরণ তথা উচ্চফলনশীল বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ বৃদ্ধির ম্যান্ডেট প্রাপ্ত। বিএডিসির বীজ কর্মকান্ডের ভিত্তিস্থল হলো খামার, গবেষ **ণা**লব্ধ মৌলবীজ খামারের জমিতে চাষাবাদের মাধ্যমে ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা হয়। অধিক পরিমাণ ভিত্তি বীজ উৎপাদনের জন্য খামার স্থাপন জরুরী। গুণগত মানসম্পন্ন বীজ বিশেষ করে ভিত্তি বীজের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় জেলা নোয়াখালী ও লক্ষীপুরে অনেক চর আছে। চরের সব আবাদি জমি অধিক উৎপাদনের আওতায় এখনো আনা সম্ভব হয়নি। এগুলো অব্যবহৃত কিংবা সীমিত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। চরাঞ্চলের কৃষক উন্নত জাতের বীজের অজ্ঞতা কিংবা প্রাপ্তির অভাবে যথেষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদন করতে পারছে না। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সুবিধা না থাকায় চরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূমির তুলনায় কৃষি উৎপাদন অনেক কম। উপরন্তু দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরী প্রভাবে বন্যা-খরা, সাইক্লোন ও জমির লবণাক্ততা বেড়ে গিয়ে বেশির ভাগ এলাকায় আবাদি জমি চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে এবং জীব বৈচিত্র হুমকির সম্মুখীন ।

এমতাবস্থায় জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার চর এলাকার চাষিদের মাধ্যমে গুণগত মান সম্পন্ন ডাল ও তৈল বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করা ও চর এলাকায় একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুষ্টিমান উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতিকূলতা সহিষ্ণু/ লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের অধিক উৎপাদনশীল জাত খামারে চাষাবাদের লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবি	দায়িত্বের প্রকৃতি	মেয়াদকাল
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন যুগ্ম পরিচালক	প্রকল্প পরিচালক	অতিরিক্ত দায়িত্ব	০৪ ফেব্রুয়ারি,২০১৪ হতে ২৭ আগষ্ট, ২০১৭
মনিরা রহমান যুগ্ম পরিচালক	প্রকল্প পরিচালক	প্রেষণে	২৭ শে আগষ্ট, ২০১৭ হতে ২১ ডিসেম্বর, ২০১৭
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম যুগ্ম পরিচালক	প্রকল্প পরিচালক	প্রেষণে	২১ ডিসেম্বর, ২০১৭ হতে ২৫ জানুয়ারী, ২০১৮
মোঃ আব্দুল মালেক যুগ্ম পরিচালক	প্রকল্প পরিচালক	প্রেষণে	২৫ জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০১৮

১২। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ.

প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;

১। আন্তঃ মন্ত্রণালয় মধ্যবর্তী মুল্যায়ন কমিটি প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

২। পিসিআর (PCR) পর্যালোচনা;

৩। কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন এবং

৪। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৩। প্রকল্প অনুমোদন, অর্থায়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত তথ্য

“নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন ” (১ম সংশোধীত) শীর্ষক প্রকল্পটি ৩৪১৩ .০৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন , ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৪ -০২-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে কতিপয় খাতে খরচ সমন্বয়ের জন্য ২৩ /১১/২০১৭ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদন হয়। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৫০ .৪৮ লক্ষ টাকা হ্রাস করে এবং জিওবি অর্থায়ন ১৩৫.০৯ বৃদ্ধি করে ৩৫০০ .৬৮ লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয় (জিওবি ৩৩৪২.৬৫ লক্ষ টাকা এবং বিএডিসির নিজস্ব ১৫৮.৩২ লক্ষ টাকা)।

খ) প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

১৪। বছর ভিত্তিক মূল অনুমোদিত ডিপিপি ও সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	সংশধিত ডিপিপি বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			অর্থ ছাড়	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
		মোট	টাকা			মোট	টাকা		অব্যয়িত অর্থ
			জিওবি	নিজস্ব			জিওবি	নিজস্ব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১৩-১৪	১০.০০	১০	১০	০	১০	১০	১০	০	০
২০১৪-১৫	১১১৫.৬০	১১১৫.৬	১১১৫.৬	০	১১১৫.৬	১১১৫.৬	১১১৫.৬	০	০
২০১৫-১৬	১০৯০.৮৫	১০৯০.৮৫	১০৪৭.৩৩	৪৩.৫২	১০৪৭.৩৩	১০৯০.৮৫	১০৪৭.৩৩	৪৩.৫২	০
২০১৬-১৭	৬৪১.৪৫	৬৪১.৪৫	৫৯৮.৭৩	৪২.৭২	৫৯৮.৭৩	৬৪১.৪৫	৫৯৮.৭৩	৪২.৭২	০
২০১৭-১৮	৬৪২.৭৮	৬৪২.৭৮	৫৭১	৭১.৭৮	৫৭১	৬৪২.৪৪	৫৭০.৬৬	৭১.৭৮	০.৩৪
মোট	৩৫০০.৬৮	৩৫০০.৬৮	৩৩৪২.৬৬	১৫৮.০২	৩৩৪২.৬৬	৩৫০০.৩৪	৩৩৪২.৩২	১৫৮.০২	০.৩৪

অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে মর্মে জানা গেছে।

১৫। অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

"নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় ৩৫০০ .৬৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের রাজস্ব ব্যয় ৬৭৭.৫২ (৫১৯.৪২+ ১৫৮.০২) লক্ষ টাকা; যা মোট ব্যয়ের ১৯.৩৫% এবং মূলধন ব্যয় ২৮২৩.০৩ লক্ষ টাকা যা মোট ব্যয়ের ৮০ .৬৪% | প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজগুলো হলোঃ খামার স্থাপন , বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র নির্মাণ .মে ৪৫০ ,টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ , কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় অফিস , কাম গ্যারেজ কাম রেস্ট হাউজ নির্মাণ ইত্যাদি। সমাপ্ত প্রতিবেদনে (পিসিআর) পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য এবং প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংঙ্গের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য নিম্নের টেবিলে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিস্তারিত **পরিশিষ্ট 'ক' তে** সংযুক্ত করা হলো।

১৬। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহের বর্ণনাঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	ভৌত কাজের পরিমাণ	ভৌত কাজের অগ্রগতি	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি
১	**ভূমি অধিগ্রহণ**	৪০.৪	৪০.৪**হেক্টর**	৭৪৬.০০	**৭৪৬.০০**
২	**প্রশিক্ষণ ব্যয়**	২৬৫০	**২৬৫০ জন**	৪০.৮১	**৪০.৬৬**
৩	**ভিত্তি বীজ উৎপাদন**	১০৫	**১০৫ মে.টন**	৮৩.১৫	**৮৩.১৫**
৪	**বীজ সংগ্রহ**	২১৫	**২১৫ মে.টন**	৫৪.৫	**৫৪.৫**
৫	**ক্লিনার কাম গ্রেডার**	২	**২ টি**	১০০.০০	**১০০.০০**
৬	**মিনি ট্রাক**	১	**১টি**	৪২.০২	**৪২.০২**
৭	**ডাবল কেবিন পিক আপ**	১	**১টি**	৫০.৭৫	**৫০.৭৫**
৮	**ট্রাভেল কোষ্টার**	১	**১টি**	৬৮.৯৫	**৬৮.৯৫**
৯	**ট্রাক্টর**	২	**৪টি**	২৯.৯৮	**৭৬.৫৬**
১০	**ডিহিউমিডিফায়ার**	১	**১টি**	৩৫.০০	**৩৫.০০**
১১	**দীর্ঘ মেয়াদী বীজ সংরক্ষণাগার**	১	**১টি**	৫০.০০	**৫০.০০**
১২	**বৈদ্যুতিক সাবষ্টেশন**	১	**১টি**	৫০.০০	**৫০.০০**

ক্র.নং	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	ভৌত কাজের পরিমাণ	ভৌত কাজের অগ্রগতি	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি
১৩	**জেনারেটর**	১	**১টি**	৩৪.৬৫	**৩৫.৬৫**
১৪	**কালার সর্টার**	১	**১টি**	৫৮.৯৯	**৫৮.৯৯**
১৫	**ড্রায়ার চেম্বার**	১	**১টি**	৪৯.৯৫	**৪৯.৯৫**
১৬	ভূমি উন্নয়ন	৫৭১০০ **ঘন মি.**	৫৭১০০ **ঘন মি.**	১৪১.১৬	**১৪১.১৬**
১৭	সীমানা প্রাচীর (গেইট সহ)	৩৭০০ **রানিং মিটার**	**৩৭০০ রানিং মিটার**	২৭০.৮৯	**২৭০.৮৬**
১৮	বীজ সংরক্ষণাগার	৪৫০ **বর্গ মিটার**	**৪৫০ বর্গ মিটার**	১২৬.৭৭	**১২৬.৭৫**
১৯	অফিস কাম প্রশিক্ষণ কক্ষ	৪২৩০ **বর্গ ফুট**	৪২৩০ **বর্গ ফুট**	১১০	১১০
২০	এপ্রোচ রোড	৪৭৫০	**৪৭৫০ বর্গ মিটার**	৯৪.৪৩	**৯৪.৪৩**

(সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালক)

১৭। সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যালোচনাঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উপপরিচালক মোঃ ওয়াহিদ হোসেন কর্তৃক ০৩ /০২/২০১৯ হতে ০৪ /০২/২০১৯ তারিখে নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত "নোয়াখালী জেলার সুবর্নচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প " শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে প্রকল্প পরিচালক ও মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পটির সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনায় জানা যায় যে , প্রকল্পটির অনুমোদিত জনবল ছিল ১৪ জন। প্রকল্প পরিচালকের সার্বিক তত্বাবধানে প্রকল্পের অনুমোদিত জনবল এবং বিএডিসির মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সম্মিলিত উদ্যোগে প্রকল্পটি দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় ২টি জেলা নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের সুবিধাদি কৃষক পর্যায়ে পৌছানোর লক্ষ্যে নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ভূমি অধিগ্রহণ করে ১২৬ .৭৪ একর আয়তন বিশিষ্ট একটি খামার ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে উপকূলীয় চরের জীব বৈচিত্র্য সুরক্ষা ও লালনের জন্য খামারটিতে বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম গৃহিত হয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আধুনিক ডিহিউমিডিফায়ার চেম্বারসহ ৪৫০ মে .টন. ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি বীজ গুদাম নির্মাণ , ভূ-উপরিস্ত পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪.০০ একর লেক ও পুকুর খনন, বীজ শুকানোর জন্য ১৫০০ বর্গ মিটার থ্রেসিং ফ্লোর এবং ৯৬২০ বর্গ ফুট আয়তন বিশিষ্ট অফিস কাম প্রশিক্ষণ কক্ষ, রেস্ট হাউজ ও গ্যারেজ নির্মাণ । ১০ একরের প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ , ২ একরের মাতৃবাগান সৃষ্টি , পোল্ট্রি পালন, গবাদি পশুর খামার স্থাপন প্রভৃতি। এছাড়াও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে গুণগত মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে নোয়াখালী জেলার ৯ টি উপজেলায় ৩৪ টি স্কীম, ১৮৬ জন চাষি ও ৪০৮ একর জমি এবং লক্ষীপুর জেলার ৪টি উপজেলায় ১০ টি স্কীম, ৫৭ জন চাষি ও ২২৮ একর জমি নিয়ে মোট ৬৩৬ একরের ০১ টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মর্মে জানা যায় । খামারে ডাল ও তৈলবীজ পরিকল্পনা মত হচ্ছে না। জানা গেছে , অতিরিক্ত লবণাক্ততার দরূণ ডাল ও তৈলবীজ এখনই উৎপাদন করা যাচ্ছে না। তবে সময়ের সাথে সাথে খামারে অন্যান্য ফসল চাষের মাধ্যমে জমির লবণাক্ততা কমানোর মাধ্যমে ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

১৭.১। খামার স্থাপনঃ

নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলার চাষীদের ডাল ও তৈল বীজের চাহিদা মিটানোর জন্য নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামারটি স্থাপন করা হয়েছে। খামার স্থাপনের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে জেলা প্রশাসক , নোয়াখালী এর নিকট থেকে ৯৮.৮০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে খামারটি আরও সম্পাসরণেল জন্য সংস্থার ডাল ও তৈলবীজ বিভাগের নিজস্ব অর্থায়নে ২৭.৭৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয় মর্মে জানা যায়। বর্তমানে খামারের জমির চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো;

ক্রমিক নং	বিবরণ	জমির পরিমাণ (একর)
১.	**চাষযোগ্য জমি**	৯২.৯১
২.	**সংরক্ষিত বনাঞ্চল**	১০.০০

ক্রমিক নং	বিবরণ	জমির পরিমাণ (একর)
৩.	**গো-চারণ ভূমি**	৩.০০
৪.	**অফিস ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র**	৩.৭৩
৫.	**বিভিন্ন আবাসিক ও অনাবসিক স্থাপনা**	২.০০
৬.	**মহিষ ও ভেড়ার শেড**	১.১২
৭.	**লেক ও খাল**	৩.০০
৮.	**পুকুর**	১.০০
৯.	**অভ্যন্তরীণ রাস্তা**	৪.৯৮
১০.	**মাতৃবাগান**	২.০০
১১.	**সেচ ও পয়নিষ্কাশন নালা**	৩.০০
	মোট জমি	১২৬.৭৪

(সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালক)



চিত্র-১ : খামারের প্রধান সড়ক



চিত্র-২ : উন্নয়ন হয়নি এমন ভূমি

১৭.২। **ভার্মি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট ও বায়োগ্যাস প্লান্টঃ**

জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য সুবর্ণচর খামারে ভার্মি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট গড়ে তোলা হয়েছে। উৎপাদিত ভার্মি কম্পোস্ট সার মূলত খামারের জমিতে ব্যবহৃত হয়। ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে মাঠির লবণাক্ততা কমে যায় এবং ফসলের ফলন ভাল হয়। সুবর্ণচর খামারে ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনে ভাল ফলন পাওয়া যাচ্ছে এবং এলাকার চাষিগণ ভার্মিকম্পোষ্ট ব্যবহারে আগ্রহী হচ্ছে। তাছাড়া নবায়নযোগ্য জালানী ব্যাবহারের জন্য খামারে একটি স্বল্প পরিসরে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে । উক্ত প্লান্টে উৎপাদিত গ্যাস ডরমেটরীর রান্নাঘরে ব্যবহার এবং বায়োগ্যাস প্লান্ট এর বর্জ্য খামারের জমিতে এবং সব্জি উৎপাদনের কাজে সার হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা থাকলেও সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা গেছে বায়োগ্যাস প্লান্টটি বন্ধ রয়েছে।

১৭.৩। সৌর বিদ্যুৎঃ

বিদ্যুৎ ব্যবহার হ্রাস করার জন্য খামারে সৌর বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্লান্ট থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ খামারের চারিদিকে স্থাপিত নিরাপত্তা লাইটে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া খামারের বিভিন্ন স্থাপনা যেমন , লেবার শেড, মহিষের খামার, ভেড়ার খামার, গ্যারেজ ও ইমপ্লিমেন্টেশন শেড ইত্যাদি স্থাপনায় সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হচ্ছে দেখা যায় । জানা গেছে ২২ লক্ষ টাকায় একটি ৮কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন স্থাপন করা হয়েছে।

১৭.৪ **ভূমি উন্নয়ন, লেক ও খাল খননঃ**

প্রকল্পের আওতায় ৫৭১০০ ঘন মিটার ভূমি মোট ১৪১.১৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে উন্নয়ন করা হয়েছে। জানা গছে অধিগ্রহণকৃত ভূমি উচুঁ নিচুঁ ছিল। অধিগ্রহণকৃত ভূমি আবাদযোগ্য ছিল না। খামার উপযোগী করার জন্য ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে মর্মে জানা গেছে।

খামারে ফসল আবাদের সেচ কার্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার এবং অতিরিক্ত লবণ ওয়াশ আউট করার অভিপ্রায়ে লেক ও খাল খনন করা হয়েছে । সুবর্ণচর খামারসহ উপকূলীয় চরের মাটি লবণাক্ত। শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততার মাত্রা বেড়ে যায় এবং ফসল উৎপানের সমস্যা হয়। খননকৃত লেক ও খালে বর্ষার মৌসুমে লবণমুক্ত বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে রাখা হয় এবং শুষ্ক মৌসুমে লবণমুক্ত পানি দ্বারা সেচ দিয়ে ফসল উৎপাদন করা হয়। উপরন্তু লেক ও খাল অতিরিক্ত পানি নিষ্কাষণ নালা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া দেশীয় প্রজাতির অনেক বিলপ্ত প্রায় মাছ লেক ও খালে চাষের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। লেক ও খাল খননের ফলে লক্ষমাত্রা অনুযায়ী বীজ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে মর্মে জানা গেছে। খামারের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য লেক ও পুকুরের পাড়ে বিভিন্ন প্রকারের সৌন্দর্য বর্ধক গাছ রোপন করা হয়েছে । লেক ও খালে দেশীয় প্রজাতির মাছ আছে দেখা গেছে। খালের ধারে হাঁস চাষ হচ্ছে। কিন্তু খাল/নালা ও পুকুর খননের সময় খাল/নালা ও পুকুর পাড় লেভেল করা হয়নি। নিজস্ব জমিতে মাটি ফেলে লেভেল করে সুন্দর খামার করার সুযোগ ছিল। কোথাও কোথাও খালের পাড় উচুঁ করা হয়নি। খালের দুই পাড় উচুঁ করে এবং লেভেল করে খালের পাড় ব্যবহার করা হলে খামার হতে আরও আয় করা সম্ভব হত।



চিত্র-৩ : খামারে খননকৃত পুকুর

১৭.৫। অফিস কাম প্রশিক্ষণ কক্ষ, রেষ্ট হাউজ ও গ্যারেজ

৯৬২০ বর্গ ফুট আয়তন বিশিষ্ট অফিস কাম প্রশিক্ষণ কক্ষ, রেষ্ট হাউজ ও গ্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে। অফিস কাম প্রশিক্ষণ কক্ষটি ৪২৩০ বর্গ ফুট, রেষ্ট হাউজ ২১৫০ বর্গ ফুট ও গ্যারেজ ইমপ্লিমেন্টেশন শেড ৩২৪০ বর্গ ফুট বিশিষ্ট। ভবনটি ঘুরে দেখা গেছে খামারটি পরিচালনার জন্য ভবনটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবনে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ল্যাবের কাজও পরিচালনা করা হচ্ছে।

উক্ত ভবনে তিনটি ওয়েটিং রুম নির্মাণ করা হয়েছে । খামারের কর্মরতদের সাথে আলোচনায় জানা গেছে ভবনটি নির্মাণের ফলে খামারটি পরিচালনায় সুবিধা হচ্ছে।



চিত্র-৪ : **নির্মিত অফিস ভবন**

১৭.৬। বীজ গুদাম নির্মাণ

৪৫০ .মে. টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ২টি বীজ গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। ১টি ২০০ মে. টনের ও অপরটি ২৫০ মে. টনের। ২০০ মে. টনের মধ্যে ১০০ মে . টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ১টি বিশেষায়িত ডিহিউমিডিফাইড চেম্বার আছে। ডিহিউমিডিফাইড চেম্বারে বীজ সংরক্ষণ করলে বীজের গুণগত মান তথা অঙ্কুরোধগম ক্ষমতা , ভায়াবিলিটি (Viability) ও ভিগর (Vigour) অক্ষুন্ন থাকে। এখানে সচরাচর হাই ভ্যালুক্রপ (High Value Crop) তথা ডাল ও তৈল বীজ সংরক্ষণ করা হয়। ডিহিউমিডিফাইড চেম্বারে বীজ সংরক্ষণ কালে তাপমাত্রা ও আর্ধতা নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। এখানে সচরাচর নিম্ন তাপমাত্রা (১৮-২০C) এবং আর্দ্রতা (৪০-৪৪)% এর মধ্যে রাখা হয়। বাকি ৩৫০ মে . টন গুদামে ধান ও অন্যান্য বীজ সংরক্ষণ করা হয়।



চিত্র-৫ : গুদামের ওয়াল



চিত্র-৬ : গুদামের ওয়াল

১৭.৭। প্রসেসিং প্ল্যান্ট

বীজ শুকানো, ক্লিনিং, গ্রেডিং ও প্যাকেট জাত করার জন্য প্রসেসিং প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রসেসিং প্ল্যান্টটি ১টি কালার সর্টার, ২টি গ্রেডার, ১টি ভার্টিকেল ড্রায়ার ও অটো প্যাকেজিং মেশিনের সমন্বয়ে গঠিত।



চিত্র-৭ : প্রসেসিং প্লান্ট

১৭.৮। সীমানা প্রাচীর

খামারের সুরক্ষা ও অনাক্ষাঙ্খিত অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্য ৩৬০০ রা মি . সীমানা প্রাচীর নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল । প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে ২৬০০ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়। ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ শুরু করা পর বিএডিসির চেয়ারম্যান মহোদয় সুবর্ণচর খামার পরিদর্শনকালে খামারের দক্ষিণ পাশে ৪৮০.০০ মিটার জায়গায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি খামারটিকে দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সে কারণে খামারের দক্ষিণ পাশে নির্মিত ৪৮০ মিটার গ্রেড বিম ও কলামে ইটের গাতুনি দেওয়া হয় নাই । বাকি ২১২০.০০ মিটার দেয়ালে ইটের গাথুনি দেয়াসহ সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত ইটের গাথুঁনির টাকা দ্বারা সংরক্ষিত বনের বেষ্টনী ও খামারের মূল গেইট নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে খামারের সামনের দিকে আরও ২৭.৯৪ একর জমি অধিগ্রহন করে খামার সম্প্রসারণ করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি তে সম্প্রসারতি জমির ১১০০ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্যমাত্র অনুযায়ী ১১০০ রানিং মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে জানা গেছে।



চিত্র-৮: খামারের দক্ষিণ দিকের সীমানা প্রাচীরে কাজ কলাম ও গ্রেড বীম নির্মাণের পর বন্ধ রাখা হয়। জানা গেছে বিএডিসি খামারটি সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা করেছে বিধায় কাজটি বন্ধ করেছে। সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে জানা গেছে খামারের দক্ষিণ দিকে খাস জমি রয়েছে। জেলা প্রশাসকের সাথে সে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আলাপ হয়েছে।

১৭.৯। ডাইভারসিটি সেন্টার ও ইকোলজিক্যাল মডেল খামার:

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় স্থাপিত ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামারটি একটি ব্যতিক্রম ধর্মী খামার । বিএডিসি'র অন্য ডাল ও তৈলবীজ খামারের থেকে এ খামারটির কার্যক্রম অনেক ব্যতিক্রম। এ খামারটি এগ্রোইকোলজিক্যাল ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অত্র খামারে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি না করে কৃষি কাজ পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া উক্ত খামারে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠূ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো ও ভূউপরিস্থ পানির সুষ্ঠূ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এবং বৃষ্টির পানির সংরক্ষণ করে কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য খামারে লেক ও পুকুর খনন করা হয়েছে। পুকুর ও লেক এ দেশীয় জাতের মাছ চাষ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশুপাখির অভয়াশ্রম সৃষ্টির লক্ষ্যে খামারে ১০.০০ একর জমিতে সংরক্ষিত বন সৃষ্টি করা হয়েছে। গবাদি পশুর বিষ্টা জমিতে ব্যবহারের মাধ্যমে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য খামারে মহিষ, ভেড়া, হাঁস-মুরগী ও কবুতরের খামার স্থাপন করা হয়েছে। ফসল উৎপাদনে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার কমানোর জন্য ভার্মি কম্পোষ্ট এর ব্যবহার এবং জৈব কীটনাশন ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের বালাই ও কীটনাশক দমন করা হয় মর্মে জানা যায়। উক্ত খামারে বন্য প্রাণী ও পাখি ধরা ও খাওয়া সম্পুর্ণরূপে নিষিদ্ধ। শীতকালে অত্র খামারে বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক অতিথি পাখি আসে বলে জানা যায়। পরিদর্শনকালেও অতিথি পাখি অত্র সংরক্ষিত বনে দেখা গেছে।



চিত্র-৯: খালের বাম পাশে সংরক্ষিত বনভূমি

১৭.১০। কৃষি যন্ত্রপাতি:

খামারের কৃষি কাজ যান্ত্রিকিকরণের জন্য প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এসকল কৃষি যন্ত্রপাতি খামারে ফসল উৎপাদন কাজের ব্যবহার করা হচ্ছে। এসকল কৃষি যন্ত্রপাতির মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো;

কৃষি যন্ত্রপাতির নাম	সংখ্যা
ট্রাক্টর (৪ ডব্লিই ডি)	১ টি
ট্রাক্টর (২ ডব্লিই ডি)	২ টি
পাওয়ার টিলার	২ টি
রোটাভেটর	২ টি
কাল্টিভেটর	২ র
ডিস্ক হ্যারো	২ টি
পাওয়ার স্প্রেয়ার	৩ টি
অগবীর নলকূপ	৪ টি
গভীর নলকূপ	২ টি
উইনোয়ার	২ টি
ট্রাক্টর ট্রলি	২ টি
পাওয়ার থ্রেসার	৪ টি
সিড ড্রিলার	৪ টি

(সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালক)

১৭.১১। ইমপ্লিমেন্টেশন শেড:

প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কৃত বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ সংরক্ষণের জন্য খামারে ৪টি ইমপ্লিমেন্টেশন শেড স্থাপন করা হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী ৩৬০ বর্গমিটার গ্যারেজ ও ইমপ্লিমেন্ট শেড নির্মাণের জন্য ৬৩ .২৩ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। তন্মধ্যে ৩৬০ বর্গমিটার আয়তনের ০৪টি ইমপ্লিমেন্ট শেড নির্মাণ করা হয়েছে জানা যায়। সরেজমিনে দেখা যায় যে লোহার এঙ্গেল, রড ও ইটের গাথুঁনি দিয়ে শেড নির্মাণ করা হয়েছে এবং তাতে যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ করা হচ্ছে।



চিত্র-১০ : **ইমপ্লিমেন্টেশন শেড**

১৭.১২। বাগান তৈরি:

প্রকল্পের আওতায় খামারে ৪.০০ একরের মাতৃবাগান স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত বাগানে দেশীয় জাতের বিভিন্ন ফলদ ও বনজ গাছের এবং বিদেশী বিভিন্ন জাতের ফলদ গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। সরেজমিনে দেখা গেছে যে মাতৃ বাগানের গাছের স্বাস্থ্য নাজুক। কয়েকটি গাছ মৃতপ্রায় এবং গাছগুলো তুলনামূলকভাবে বাড়ছে না। জানা গেছে লবণাক্ততার জন্য গাছের বৃদ্ধি কম এবং গাছ কিছুটা রোগাক্রান্ত।

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
ক. ০৩ বছর বয়সী চারা ও কলম		
০১	বিদেশি আম	১৫ টি
০২	বিভিন্ন জাতের দেশি আম	২৪ টি
০৩	বড় আম	০২ টি
০৪	লিচু	১৫ টি
০৫	জামরুল	১১ টি
০৬	ছফেদা	১৫ টি
০৭	জাম্বুরা (বাতাবি লেবু)	১০ টি

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
০৮	পেয়ারা	১০ টি
০৯	লেবু	১০ টি
১০	কমলা লেবু	১৫ টি
১১	মাল্টা	১০ টি
১২	কামরাঙ্গা	০৫ টি
খ. ০১ বছর বয়সী চারা ও কলম		
১৩	নারকেল	৩৫০ টি
১৪	সুপারি	৫০০ টি
১৫	কৃষ্ণচূড়া	৪০ টি
১৬	খেজুর	১০০ টি
১৭	তাল	১০০ টি
১৮	নিম	২০ টি
১৯	অর্জুন	২০ টি
২০	অশোক	২০ টি
২১	হরিতকি	১৫০ টি
২২	আম্রপলি	৫০ টি
২৩	কাঁঠাল	৫০ টি
২৪	লিচু (কলম)	৫০ টি
২৫	আমড়া	৫০ টি
২৬	জলপাই	৫০ টি
২৭	কুল (আপেল/বাউ/নারকেলী)	৫০ টি
২৮	বেল	৩০ টি
২৯	লটকন	২০ টি
৩০	কদবেল	২০ টি
৩১	আঙ্গুর	১০ টি
৩২	আমড়া	১৫ টি
৩৩	অরবড়ই	১৫ টি
৩৪	এ্যাবোকেডো	১৫ টি
৩৫	মিশরীয় ডুমুর	১৫ টি
৩৬	নাশপাতি	১৫ টি
মোট	-	১৮৯৭ টি

(সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালক)



চিত্র-১১ : **মাতৃবাগান**

১৭.১৩। খামারের নিজস্ব আয় (২০১৭-২০১৮)

সুবর্নচর ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামারে ভিত্তি বীজ উৎপাদনের পাশাপাশি খামারে উৎপাদিন বিভিন্ন জিনিস যেমন - খড়, অবীজ ও প্রসেসিং ওয়েষ্ট, মহিষের দুধ ও মৌসুমী শাক-সব্জি বিক্রি করে এবং বেসরকারী সেবা থেকে মোট ৬,৯৫,৩১০/- (ছয় লক্ষ পঁচানব্বই হাজার তিনশত দশ) টাকা আয় করা হয়। তাছাড়া খামারে আউশ , আমন ও বোরো বীজ ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে ৫২,৫৪,৩৫৩/- (বায়ান্ন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশত তিপ্পান্ন) টাকা আয় করা হয়েয়ে। আইটেমওয়ারী আয়ের প্রতিবদেন নিম্নে উল্লেখ করা হলো। তবে খামারের অভ্যন্তরের লেক ও পুকুরে পাড়ে পরিকল্পিত সবজি চাষ করা যেতে পারে। তাতে আরও বেশী নিজস্ব আয়ের সম্ভবনা রয়েছে।

ক্রমিক নং	আয়ের বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১.	**অবীজ বিক্রয়**	১,৩৮,৬৩০/-
২.	**ডাল ও তৈল ফসলের ভিত্তি বীজ বিক্রয়**	৩,৬৫,৯৯৫/-
৩.	**মহিষের দুধ বিক্রি**	৪৪,৪৬৫/-
৪.	**মৌসুমী সব্জি বিক্রয়**	৪৮,৪৯০/-
৫.	**তরমুজ বিক্রি**	৩০,৫০০/-
৬.	**বেসরকারী সেবা (বীজের ক্লিনিং ও গ্রেডিং চার্জ)**	৬৫,২৩০
৭.	**খামারে বীজ উৎপাদন**	৫২,৫৪,৩৫৩/-
-	**মোট:**	**৫৯,৪৯,৬৬৩/-**

(সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালক)

১৭.১৪। জনবলঃ

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতরকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত খামারটি পরিচালনার জন্য ডিপিপিতে ১৪ জন জনবলের কাঠামো গঠন করা হয়। উক্ত জনবল সরাসরি নিয়োগ ও প্রেষণের মাধ্যমে পদায়ন করা হয়। যার বিবরণ নিম্নরুপ;

ক্রমিক নং	পদের নাম	সংখ্যা	নিয়োগের ধরণ
১.	প্রকল্প পরিচালক	০১	সংস্থার মূল জনবল হতে প্রেষণে।
২.	উপ পরিচালক	০১	সংস্থার মূল জনবল হতে অতিরিক্ত দায়িত্বে।
৩.	সহকারী পরিচালক	০২	সাকুল্যে বেতনে সরাসরি নিয়োগ ০১ জন
৪.	উপ সহকারী পরিচালক	০২	সাকুল্যে বেতনে সরাসরি নিয়োগ।
৫.	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	সাকুল্যে বেতনে সরাসরি নিয়োগ।
৬.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০১	সাকুল্যে বেতনে সরাসরি নিয়োগ।
৭.	সহকারী মেকানিক কাম অপারেটর	০১	সাকুল্যে বেতনে সরাসরি নিয়োগ।
৮.	গাড়ী চালক	০১	আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে।
৯.	ট্রাক চালক	০১	আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে।
১০.	পিয়ন	০১	আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে।
১১.	দারোয়ান	০২	আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে।
মোট		**১৪**	

প্রকল্প শেষে প্রকল্পের জনবল আর নেই। বিএডিসি'র মূল জনবল কাঠামো থেকে ০১ জন উপপরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্বে, ০১ জন সহকারী পরিচালক, ০১ জন উপসহকারী পরিচালক ও ০১ জন পাম্প অপারেটর কে প্রেষণে পদায়ন করা হয়েছে। জানা গেছে খামারটি যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য আশু জনবল পদায়ন করা প্রয়োজন।

১৭.১৫। খামারে বীজ উৎপাদনঃ

প্রকল্পের ডিপিপিতে খামারে ১০৫ মে.টন ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদনের পরিকল্পণা ছিল। প্রকল্পের জমি বুঝে পাওয়ার পর ভূমি উন্নয়নের মাধ্যমে খামারের ঝোপঝাড় পরিস্কার ও ডোবানালা সমান করে ২০১৫-২০১৬ উৎপাদন বর্ষে খামারে ৫.০০ একর খেসারী, ১.০০ একর মটর, ৭.০০ একর ফেলন, ১.০০ একর তিসি, ১.০০ একর সূর্যমুখী, ৪.০০ একর বাদাম ও ৫.০০

একর সয়াবিন বীজসহ মোট ২৪.০০একর ডাল ও তৈলবীজ ফসল আবাদ করা হয় মর্মে জানা যায় | কিন্ত খামারের জমিতে অত্যধিক পরিমাণে লবণ থাকার কারণে সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায় | পরবর্তীতে বিএডিসি 'র উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ও এসআরডিআই, নোয়াখালী এর পরামর্শে ধান চাষের মাধ্যমে খামারের জমির লবণাক্ততা দূরীকরণের প্রকল্প মেয়াদকালে সর্বমোট ১৭৪.৫৬৪ মে.টন ধান বীজ ও ১.২৭৭ মে.টন ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন করা হয়। জমিতে অত্যধিক লবণ থাকার কারণে পরিকল্পণা মোতাবেক খামারে ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে ধান চাষের মাধ্যমে জমির লবণাক্ততা কিছুটা কমার ফলে সূর্যমুখী ফসল আবাদ করা সম্ভব হচ্ছে মর্মে জানা যায়। ২০১৮ -১৯ বর্ষে খামারে ৬.০০ একর জমিতে সূর্যমুখীর আবাদ করা হচ্ছে দেখা যায়।

ক. ধান বীজ উৎপাদন

ক্র. নং	বীজের নাম	জাতের নাম/ অর্থবছর	উৎপাদিত বীজের পরিমাণ (মে.টন)			সর্বমোট (মে.টন)
			২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-২০১৮	
১	আমন	বিনা-৭	-	-	১২.৬৩০	১২.৬৩০
		ব্রিরিধান-৪০	৫.১৪০	-	-	৫.১৪০
		ব্রিধান-৪৯	-	৪০.১০৫	২৯.৯৯০	৭০.০৯৫
		ব্রিধান-৫২	৬.৬০০	-	-	৬.৬০০
		ব্রিধান-৭৩	-	-	৯.২৭০	৯.২৭০
		নেরিকা মিউট্যান্ট	-	-	০.৩৯০	০.৩৯০
উপমোট আমন:			**১১.৭৪০**	**৪০.১০৫**	**৫২.২৮০**	**১০৪.১২৫**
২	বোরো	ব্রিধান-২৮	-	৯.০৩৯	২৭.৮৪৩	৩৬.৮৮২
		ব্রিধান-২৯	-	৮.৮৫০	১৫.৪১৭	২৪.২৬৭
		ব্রিধান-৪৭	-	-	৯.২৯০	৯.২৯০
উপমোট বোরো:			**-**	**১৭.৮৮৯**	**৫২.৫৫০**	**৭০.৪৩৯**
৩	আউশ	ব্রিধান-৪৮	-	-	৬.৪৪০	৬.৪৪০
		বিআর-২৬	-	-	৩.৪৯০	৩.৪৯০
উপমোট আউশ:			**-**	**-**	**৯.৯৩০**	**৯.৯৩০**
সর্বমোট			**১১.৭৪০**	**৫৭.৯৯৪**	**১০৪.৮৩০**	**১৭৪.৫৬৪**

(সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালক)

খ. ডাল ও তৈল বীজ

ক্র. নং	বীজের নাম	উৎপাদিত বীজের পরিমাণ (মে.টন)			সর্বমোট (মে.টন)
		২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-২০১৮	
০১	**খেসারী**	০.১০০	-	-	০.১০০
	ফেলন	০.১৫০	-	-	০.১৫০
	অড়হর	০.২০০	-	-	০.২০০
	উপ মোট ডালবীজ	০.৪৫০	-	-	০.৪৫০
১	সরিষা	-	০.৩১৭	-	০.৩১৭
	সুর্যমুখী	-	০.১৬৪	০.১৩৬	০.৩০০
	তিশি	০.০৩০	-	-	০.০৩০
	সয়াবিন	০.০৫০	-	-	০.০৫০
	চীনাবাদাম	০.১৩০	-	-	০.১৩০
	উপমোট তৈলবীজ	০.২১০	০.৪৮১	০.১৩৬	০.৮২৭
সর্বমোট		**০.৬৬০**	**০.৪৮১**	**০.১৩৬**	**১.২৭৭**

(সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালক)

১৭.১৬। প্রয়োগিক গবেষণা প্লট স্থাপনঃ

প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ে খামারে বিভিন্ন ফসলের প্রায়োগিক গবেষণার জন্য ট্রায়াল প্লট স্থাপন করা হয়। এসকল ট্রায়াল প্লটে স্থানীয় প্রজাতির দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আনীত ধান , বিভিন্ন দেশ থেকে আনীত বিভিন্ন ধরণের সব্জি ও ফলমুলের ট্রায়াল প্লট স্থাপন করা হয়। দেশের গবেষণা সংস্থা গুলোর নতুন উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলেরও ট্রায়াল প্লট অত্র খামারে স্থাপন করা হয়। অত্র খামারে স্থাপিত কমিউনিটি বীজ ব্যাংক এ স্থানীয় জাতের বিভিন্ন ফসলের বিলুপ্তপ্রায় জাতের সংরক্ষণ করা হচ্ছে। খামারে স্থাপিত ট্রায়াল প্লটের বিবরণ নিম্নরুপ

ক্রমিক নং	ট্রায়াল ফসলের বিবরণ	আবাদ এলাকা/ উৎপাদনকারী	জাত	প্লটের সংখ্যা
১.	আমেরিকান তরমুজ	আমেরিকা	-	০৩ টি
২.	টমাটিলো	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সাউ টমাটিলো-১ সাউ টমাটিলো-২	০২ টি
৩.	কানিহাতি ধান	হবিগঞ্জ	কানিহাতি-১ থেকে কানিহাতি-১৪	১৪ টি
৪.	আমন ধান	ব্রি, গাজীপুর	ব্রিধান ৭৩	০১ টি
৫.	স্থানীয় জাতের ধান	রবিশাল	স্বাক্ষরখানা	০২ টি
৬.	,,	নোয়াখালী	কাজলশাইল	০২ টি
৭.	,,	নোয়াখালী	রাজাশাইল	০২ টি
৮.	,,	নোয়াখালী	ঘিগজ	০২ টি
৯.	,,	সমগ্র বাংলাদেশ	কালোজিরা	০২ টি
১০.	,,	-	মৌলতা	০২ টি
১১.	,,	-	সাদামোটা	০২ টি
১২.	,,	-	চিকন ইরি	০২ টি
১৩.	,,	-	কেরন ডল	০২ টি
১৪.	,,	-	শাইট্টা	০২ টি
১৫.	,,	-	চায়না ইরি	০২ টি
১৬.	দেশীয় জাতের শীম	-	কার্তিকা	০২ টি
১৭.	,,	সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ডি	০২ টি
১৮.	,,	-	সুন্দরী	০২ টি

(সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালক)

১৭.১৭। পোল্ট্রি ও পশু পালনঃ

প্রকল্পের আওতায় একটি গবাদি পশুর খামার এবং একটি পোল্ট্রি খামার স্থাপন করা হয়েছে। গবাদি পশুর খামার স্থাপনের জন্য প্রকল্পের আওতায় ২০ (বিশ) টি মহিষ ও ২০ (বিশ) টি ভেড়া ক্রয়ের মাধ্যমে খামার স্থাপন করা হয়। বর্তমানে গবাদি পশুর খামারে ৩৫ (পয়ত্রিশ) টি মহিষ ও ৪৫ (পয়তাল্লিশ) টি ভেড়া রয়েছে। তাছাড়া খামারে ২০ (বিশ) টি রাজ হাঁস, ১০০ (একশত) টি দেশী হাঁস, ২০ (বিশ) টি মুরগী ও ১৫ (পনের) জোড়া কবুতরের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত পোল্ট্রি খামার স্থাপন করা হয়েছে।



চিত্র-১২ : **খামারে মহিষ পালন**



চিত্র-১৩ : **খামারে ভেড়া পালন**



চিত্র-১৪ :**খামারে হাঁস ও মাছ চাষ**

১৭.১৮। চুক্তিবদ্ধ চাষি জোন স্থাপনঃ

খামারে উৎপাদিত ভিত্তি বীজ চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে পরিবর্ধন করে প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ উৎপাদন করা হয়। ফসল আবাদের উপযোগী এবং আগ্রহী চাষির কমপ্যাক্ট সার্ভেকৃত এরিয়া নিয়ে স্কীম তৈরী হয়। এভাবে নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলার ১৩ টি উপজেলায় ২টি ব্লক ও ৪৪ টি স্কীম নিয়ে ১টি ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন চুক্তিবদ্ধ চাষি জোন সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। উক্ত স্কীমগুলোর সর্বমোট সার্বেকৃত এরিয়া ৬৩৬ একর এবং চাষির সংখ্যা ২৪৩ জন। এর মধ্যে লক্ষীপুরের ব্লকে স্কীমের সংখ্যা ১০টি, চাষির সংখ্যা ৫৭ জন এবং সার্বেকৃত এরিয়া ২২৮ একর। প্রকল্প মেয়াদে লক্ষীপুর জেলার ৪টি উপজেলা থেকে ২০.৩৭৫ মে. টন ডাল ও তৈল বীজ সংগ্রহ করা হয়েছে। নোয়াখালী ব্লকের স্কীমের সংখ্যা ৩৪টি, চাষির সংখ্যা ১৮৬ জন এবং সার্বেকৃত এরিয়া ৪০৮ একর। প্রকল্প মেয়াদে নোয়াখালী জেলার ৯টি উপজেলা থেকে ২৮২.৯০০ **মে.টন** ডাল ও তৈল বীজ সংগ্রহ করা হয়েছে।

ফসল আবাদের মৌসুম শুরুর পূর্বে চুক্তিবদ্ধ চাষিদেরকে ভিত্তি বীজ নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদনের আধুনিক কলাকৌশলের উপর প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়। বীজ উৎপাদন একটি প্রযুক্তি নির্ভর কর্মকান্ড হওয়ায় ফসল উৎপাদনের সাথে বীজ উৎপাদনের কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে জমি নির্বাচন তথা বীজ বপন থেকে শুরু করে, বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ পর্যন্ত বিশেষ কতগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়, যা খাবার ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় না। নিবিড় তত্বাবধানের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করা হয় মর্মে জানা যায়। চুক্তিবদ্ধ চাষিদের উৎপাদিত বীজ নির্ধারিত প্রিমিয়াম মূল্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ চাষিগণ বিএডিসি'র নিকট উৎপাদিত বীজ বিক্রয় করে লাভবান হচ্ছে। এমতাবস্থায় প্রকল্প এলাকার চাষি ও অন্যান্য চাষিরা গুণগতমান সম্পন্ন বীজ ব্যবহারে আগ্রহী হচ্ছে। ফসলের ক্রপিং প্যাটার্ন এ পরিবর্তন আসছে। এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পরিদর্শনকালে সুবর্নচরের চরবাটা এলাকার কৃষক জনাব সাহাবুদ্দিন হাজীর সাথে আলোচনায় জানা যায় তিনি একজন চুক্তিবদ্ধ কৃষক। তিনি প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ, বীজ, সার পেয়েছেন এবং উৎপাদিত বীজ বিএডিসি'র নিকট বিক্রয় করেছেন। তিনি জানিয়েছে তাঁর জমি সয়াবিন চাষ করেছে। ০১ কানি জমি ৪০ মন পর্যন্ত সয়াবিন উৎপাদন হয়। বাজারে ১২০০ ১৩০০ টাকা মণ বিক্রি হলেও বিএডিসি'র নিকট ২৬০০ টাকা মণ দরে বীজ বিক্রি করেন।

জুন,২০১৮ তে প্রকল্প সমাপ্তির পর খামারটি সংস্থার ডাল ও তৈলবীজ বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ডাল ও তৈল বীজ বিভাগের মাধ্যমে খামারের বীজ উৎপাদনসহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম পরিচালতি হচ্ছে মর্মে জানা যায়।

ক্র. নং	বীজের নাম	জাতের নাম/ উৎপাদন বর্ষ	উৎপাদিত বীজের পরিমাণ (মে.টন)					সর্বমোট (মে.টন)
			২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	
১	মুগ	বারি মুগ -৬	-	১০.০০০	-	-	-	১০.০০০
২	খেসারী	বারি খেসারী-১	-	১০.০০০	১০.০০০	১৫.০০০	১৫.০০০	৫০.০০০
		বারি খেসারী-২	-	-	-	-	৮.০০০	৮.০০০
		বারি খেসারী-৩	-	-	-	-	৫.০০০	৫.০০০

ক্র. নং	বীজের নাম	জাতের নাম/ উৎপাদন বর্ষ	উৎপাদিত বীজের পরিমাণ (মে.টন)					সর্বমোট (মে.টন)
			২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	
৩	ফেলন	বারি ফেলন-১	-	১০.০০০	১০.০০০	৩.০০০	১৩.০০০	৩৬.০০০
উপমোট ডালবীজ:			**-**	**৩০.০০০**	**২০.০০০**	**১৮.০০০**	**৪১.০০০**	**১০৯.০০০**
১	সয়াবিন	বারি সয়াবিন-৫	১০.০০০	৪০.০০০	৩৪.৮০০	২০.৮২০	৪৩.৫০০	১৪৯.১২০
		আমেরিকান	-	-	০.২০০	০.১৮০	-	০.৩৮০
২	চীনাবাদাম	ঢাকা-১	-	১০.০০০	-	-	-	১০.০০০
		বিনা চিনাবাদাম-৪	-	-	-	-	৪.০০০	৪.০০০
		বিনা চিনাবাদাম-৬	-	-	৫.০০০	-	-	৫.০০০
		বিনা চিনাবাদাম-৮	-	-	-	২.০০০	৩.০০০	৫.০০০
৩	সূর্যমূখী	বারি সূর্যমূখী-২	-	-	-	০.৪০০	-	০.৪০০
উপমোট তৈলবীজ:			**১০.০০০**	**৫০.০০০**	**৪০.০০০**	**২৩.৪০০**	**৫০.৫০০**	**১৭৩.৯০০**
মোট বীজ উৎপাদন			**১০.০০০**	**৮০.০০০**	**৬০.০০০**	**৪১.৪০০**	**৯১.৫০০**	**২৮২.৯০০**

(সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালক)

১৭.২০। চাষি প্রশিক্ষণ

প্রকল্প মেয়াদে খামার ও প্রকল্প এলাকার চুক্তিবদ্ধ চাষি ও অন্যান্য চাষিসহ ২৬৫০ জন চাষিকে উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণের আধুনিক কলাকৌশল, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, বসত বাড়িতে ফল ও সবজি চাষ, কৃষি পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও দুযোর্গ পূর্বাভাস ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা হয়েছে মর্মে জানা যায়। প্রশিক্ষণের ফলে তাদের উন্নতমানের বীজের ব্যবহার এবং উৎপাদন জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে তারা গুণগত মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদন করছে।

১৮.০ । প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলার চর এলাকার চাষিদের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন ডাল ও তৈল বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করা;	প্রকল্প মেয়াদে ৩২০ .০০ মে . টন ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদিত হয়েছে। যার ফলে উপকূলীয় চর এলাকায় ডাল ও তৈল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে ;
চর এলাকায় একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে সেখানকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টিমান উন্নয়ন করা;	ডাল ও তৈল বীজ ফসলের আবাদ বৃদ্ধি পাওয়ায় চর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা সহায়ক হচ্ছে।
ডাল ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকর ণ ও সংরক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি করা;	ডাল ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকর ণ ও সংরক্ষণ সুবিধা দি বৃদ্ধি করার লক্ষে ১টি আধুনিক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট ও ৪৫০ মে. টন বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে।
পরিবেশবান্ধব চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসর ণ করে খামার ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার জীববৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা;	পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে জীব বৈচিত্র সুরক্ষার লক্ষ্যে ১০ একর প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ, লেক ও খাল খনন, মহিষের ও ভেড়ার খামার স্থাপন এবং বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ করা হয়েছে।
খামার ও প্রকল্প এলাকায় প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শ নীর মাধ্যমে বীজ প্রযুক্তি, বাগান তৈরী, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিপরিবেশ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও কৃষিবানিজ্যের উপর কৃষক ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	খামার ও প্রকল্প এলাকার ২৬৫০ জন চাষিকে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে বীজ প্রযুক্তি, বাগান তৈরী, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও কৃষি বাণিজ্যের উপর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালক

১৯.০ । অডিটঃ

মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পিসিআর অনুযায়ী অডিট আপত্তি নাই। তবে, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রকল্পের এক্সটার্নাল ও ইন্টারন্যাল অডিট সম্পন্ন করা হলেও ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন হয়নি ।

২০.০ আইএমইডির পর্যবেক্ষণ ও মতামতঃ

আইএমইডির পর্যবেক্ষণ	আইএমইডির মতামত/ সুপারিশ
২০.১ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় খামার স্থাপন, চুক্তিবদ্ধ চাষী জোন সৃষ্টি ও চাষীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ৪৫৮.৭৪১ মে.ট. ডাল ও তৈল বীজ এবং ধান বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় খামারে ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০৫ মে.ট. কিন্তু উৎপাদন করতে পেরেছে ১.২৭৭ মে. ট.। খামারের জমিতে অত্যধিক পরিমাণে লবণ থাকার কারণে ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন করতে পারে নাই। খামারের জমির লবণাক্ততা দূরীকরণে ডাল ও তৈল বীজের পরিবর্তে প্রকল্প মেয়াদকালে সর্বমোট ১৭৪.৫৬৪ মে.টন ধান বীজ উৎপাদন করেছে এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীজোনের মাধ্যমে ২৮২.০৯ মে. ট. বীজ উৎপাদন করতে পেরেছে (অনুচ্ছেদ- ১৭.১৫ ও ১৭.১৮);	২০.১.১ প্রকল্পটি মোট বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারলেও খামার হতে ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। যেহেতু খামারটি মূলত ডাল ও তৈল বীজ খামার হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে তাই ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদনে গুরুত্ব দিতে হবে।
২০.২ প্রকল্প মেয়াদে অত্র এলাকার মোট ২৬৫০ জন চাষিকে উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণের আধুনিক কলাকৌশল, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, বসত বাড়িতে ফল ও সবজি চাষ, কৃষি পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও দুযোর্গ পূর্বাভাস ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান বীজ উৎপাদন কার্যক্রমকে শক্তিশালী করেছে (অনুচ্ছেদ- ১৭.২০);	২০.২.১ প্রকল্প সমাপ্তের পরেও খামারের আওতায় বীজ উৎপাদন বিষয়ে আলোচ্য চর এলাকার কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান চালু রাখার জন্য বিএডিসিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। অত্র চর এলাকায় কৃষকদেরকে বীজ উৎপাদন বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা গেলে খামার স্থাপন পরিকল্পনা সফল হবে।
২০.৩ প্রায় ১২৬ .৫৪ একর জমিতে স্থাপিত হয়েছে। খামারের দক্ষিণ দিকে সরকারী খাস জমি রয়েছে। খামারটি দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ করা হলে বীজ উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে (অনুচ্ছেদ- ১৭.১);	২০.৩.১ ভূমির প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা খামারটি সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে পারে ।
২০.৪ খামারে নির্মিত বায়োগ্যাস প্লান্টটি বন্ধ রয়েছে। ফলে পরিকল্পনা মোতাবেক প্লান্ট থেকে গ্যাস ও পানির বর্জ্য পাওয়া যাচ্ছে না (অনুচ্ছেদ- ১৭.২);	২০.৪.১ ব্যায়োগ্যাস প্লান্টটি অতিদ্রুত চালু করতে হবে।
২০.৫ খাল/নালা ও পুকুর খননের সময় পাড় যথাযথভাবে লেভেল করা হয়নি। ফলে অতি বৃষ্টি হলে খননকৃত খাল ও পুকুর পাড়ের মাটি পুনরায় পুকুর ও খালে পড়ে খাল ও পুকুর ভরাট হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। তাছাড়া পাড়ে মাটি ফেলে লেভেল করা হলে খামারটির সৌন্দয্য বৃদ্ধি পেত (অনুচ্ছেদ- ১৭.৪);	২০.৫.১ খাল/নালা ও পুকুর পাড় লেভেল করতে হবে। ঠিকাদারের সাথে চুক্তি মেয়াদ থাকলে ঠিকাদারকে দিয়ে লেভেল করিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় খামারের আয় দিয়ে লেভেল করতে হবে। বিএডিসি'কে ভবিষ্যৎ খাল ও পুকুর খননকালে প্রয়োজন মোতাবেক পাড় লেভেল-টার্ফিং নিশ্চিত করতে হবে।
২০.৬ খামারের দক্ষিণ দিকের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ কলাম ও গ্রেড বীম নির্মাণের পর বন্ধ রাখা হয়। খামারটি দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ পরিকল্পনা নেওয়ায় দক্ষিণ দিকের সীমানা প্রাচীরের কাজ শেষ করা হয়নি। (অনুচ্ছেদ- ১৭.৮);	২০.৬.১ খামারটি দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ করা হলে অর্ধ -নির্মিত সীমানা প্রাচীর অপসারণ নিশ্চিত করতে হবে;
২০.৭ মাতৃ বাগানের গাছের স্বাস্থ্য নাজুক। কয়েকটি গাছ মৃতপ্রায় এবং গাছগুলো তুলনামূলকভাবে বাড়ছে না। যত্নের অভাবও পরিলক্ষিত হয়েছে (অনুচ্ছেদ- ১৭.১২);	২০.৭.১ মাতৃ বাগানের গাছের যথাযথ যত্ন নিশ্চিত করতে হবে;

আইএমইডির পর্যবেক্ষণ	আইএমইডির মতামত/ সুপারিশ
২০.৮ ২০১৭ -১৮ অর্থ খামারের নিজস্ব আয় হয়েছে ৫৯৪৯৬৬৩.০০ টাকা (অনুচ্ছেদ- ১৭.১৩);	২০.৮.১ খামারের অর্জিত আয় হতে লেক , খাল ও পুকুর পাড়ে পরিকল্পিতভাবে সবজি চাষ করা হলে খামারের আয় বৃদ্ধি পাবে;
২০.৯ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন করা হয় নাই ।	২০.৯.১ ২০১৭ -১৮ অর্থ বছরের অডিট দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;
অনুচ্ছেদ ২০.১ - ২০.১০ এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ০২ মাসের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।	

পরিশিষ্ট-'ক' প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি

আলোচ্য প্রকল্পে সংস্থার নিজস্ব বরাদ্দ ছিল ১৫৮.০২ লক্ষ টাকা। জানা গেছে ১৫৮.০২ লক্ষ টাকা ভিত্তি বীজ উৎপাদন(৩১.২৪ লক্ষ টাকা), বীজ ক্রয় (১২২.৭৮ লক্ষ টাকা) এবং বীজের আনুসংগিক খরচ(৪.০০ লক্ষ টাকা) খাতে ব্যয় হয়েছে।

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক অঙ্গের নাম		প্রকল্পের সংশোধিত লক্ষ মাত্রা ফেব্রুয়ারী ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮			জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভূত মোট লক্ষ্যমাত্রা		
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
		ভৌত	একক	আর্থিক	ভৌত	একক	আর্থিক
৪৫০০	বেতন ও ভাতাদি	১৪	জন	৮৫.১৪	১৪	জন	৮৫.১৩
৪৮০০	অফিস পরিচালনা ব্যয়	থোক		৪৯.৯২	থোক		৪৯.৯০
৪৮২১	বিদ্যুৎ	থোক		৪.৯২	থোক		৪.৯২
৪৮২২	তৈল ও জ্বালানী	থোক		২২.৫০	থোক		২২.৫০
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ	২৬৫০	জন	৪০.৮১	২৬৫০	জন	৪০.৬৬
৪৮৪২	সেমিনার ব্যয়	২	সংখ্যা	৩.০০	২	সংখ্যা	৩.০০
৪৮৫৮	ভিত্তি বীজ উৎপাদন	১০৫	মে. টন	৮৩.১৫	১০৫	মে. টন	৮৩.১৫
৪৮৪৫	প্রায়োগিক গবেষনা	২	একর	২৩.০০	২	একর	২৩.০০
৪৮৫৮	বীজ সংগ্রহ ব্যয়	২১৫	মে. টন	৫৪.৫	২১৫	মে. টন	৫৪.৫০
৪৮৫৮	সীড প্রসেসিং ব্যয়	৩২০	মে. টন	৩২.৭৯	৩২০	মে. টন	৩২.৭৯
৪৮৫৮	বাগান তৈরী	৪	একর	৩২.০৫	৪	একর	৩২.০৫
৪৮৬৬	হাস মুরগী পালন	২০	সংখ্যা	১১.০০	২০	সংখ্যা	১১.০০
৪৮৬৭	পশু পালন	২০	সংখ্যা	৪৭.১৫	২০	সংখ্যা	৪৭.১৫
৪৮৮৩	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সম্মানী ভাতা/ সম্মানী ভাতা	থোক	থোক	৮.৬৩	থোক	থোক	৮.৬৩
৪৯০০	মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ	থোক	থোক	২১.০৪	থোক	থোক	২১.০৪
উপ-মোটঃ রাজস্ব				**৫১৯.৬০**			**৫১৯.৪২**
মূলধন							
৬৮০০	সম্পদ সমূহ						
৬৮২৭	মিনি ট্রাক	১	সংখ্যা	৪২.০২	১	সংখ্যা	৪২.০২
	ট্রাবেল কোষ্টার	১	সংখ্যা	৬৮.৯৫	১	সংখ্যা	৬৮.৯৫
	ডাবল কেবিন পিকআপ	১	সংখ্যা	৫০.৭৫	১	সংখ্যা	৫০.৭৫
	মটর সাইকেল	৩	সংখ্যা	৬.৯৯	৩	সংখ্যা	৬.৯৯
৬৮১২	প্রশিক্ষন সরঞ্জামাদি	থোক	থোক	৭.০০	থোক	থোক	৭.০০
৬৮১৩	কৃষি যন্ত্রপাতি						
	ট্রাক্টর (৪WD)	২	টি	২৯.৯৮	২	টি	২৯.৯৮
	ট্রাক্টর (২WD)	২	টি	৪৬.৫৮	২	টি	৪৬.৫৮
	পাওয়ার ট্রিলার	২	টি	২.৮	২	টি	২.৮০
	রোটাবেটর	২	টি	৭.২৭	২	টি	৭.২৭
	প্লাউ	২	টি	৫.৫৬	২	টি	৫.৫৬
	লেভেলার	০২	টি	৪.০০	২	টি	৪.০০ ;
	কাল্টিভেটর	২	টি	২.৭০	২	টি	২.৭০
	ডিস্ক হ্যারো	২	টি	৭.১৬	২	টি	৭.১৬
	পাওয়ার স্পেয়ার	৩	টি	১.০০	৩	টি	০.৯৯
	অগভীর নলকূপ	৪	টি	৬.২৭	৪	টি	৬.২৭

অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক অঙ্গের নাম		প্রকল্পের সংশোধিত লক্ষ মাত্রা ফেব্রুয়ারী ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮			জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভূত মোট লক্ষ্যমাত্রা		
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
		ভৌত	একক	আর্থিক	ভৌত	একক	আর্থিক
	গভীর নলকূপ	২	টি	৫০.০০	২	টি	৫০.০০
	উইনোয়ার	২	টি	৪.০০	২	টি	৪.০০
	ট্রাক্টর টলি	২	টি	৬.০০	২	টি	৬.০০
	পাওয়ার থ্রেসার	৪	টি	৮.০০	৪	টি	৮.০০
	সীড ড্রায়ার	৪	টি	৫.৯৫	৪	টি	৫.৯৫
	ক্লিনার কাম গ্রেডার	২	টি	১০০.০০	২	টি	১০০.০০
	ডিহিউমিডিফায়ার	১	টি	৩৫.০০	১	টি	৩৫.০০
	দীর্ঘ মেয়াদি বীজ সংরক্ষণাগার	১	টি	৫০.০০	১	টি	৫০.০০
	বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন	১	টি	৫০.০০	১	টি	৫০.০০
	জেনারেটর (২০০ কেবি)	১	টি	৩৪.৬৫	১	টি	৩৪.৬৫
	ড্রায়ার	১	টি	৪৯.৯৫	১	টি	৪৯.৯৫
	এসি	১০	টি	৯.০০	১০	টি	৯.০০
	হ্যান্ড ট্রলি	৫	টি	১.৬৫	৫	টি	১.৬৫
	ভেজিটেবল ময়েশ্চার মিটার	২	টি	১০.০০	২	টি	১০.০০
	পোর্টেবল ময়েশ্চার মিটার	৪	টি	২.৮০	৪	টি	২.৭৮
	ফিউমিগেমন সীট	১০	টি	২৫.০০	১০	টি	২৫.০০
	প্যাকেজিং মেশিন	২	টি	১৭.০০	২	টি	১৭.০০
	ল্যাব সরঞ্জাম	থোক	টি	১০.৯৮	থোক	টি	১০.৯৮
	কাঠের ডানেজ	১৫০	টি	১৪.৯৯	১৫০	টি	১৪.৯৭
	জার্মিনেটর	১	টি	২০.০০	১	টি	২০.০০
	কালার সর্টার	১	টি	৫৮.৯৯	১	টি	৫৮.৯৯
	ফর্ক লিফট	১	টি	২৫.০০	১	টি	২৪.৯৮
	ত্রিপল	৮৬	টি	৭.৯৫	৮৬	টি	৭.৯৫
	বায়োগ্যাস প্লান্ট	১	টি	৭.০০	১	টি	৭.০০
	সোলার প্যানেল	১	টি	২২.০০	১	টি	২২.০০
৬৮১৯	অফিস সরঞ্জাম	থোক	টি	৮.৮৩	থোক	টি	৮.৮৩
৬৮২১	আসবাবপত্র	থোক	টি	২৭.৪৫	থোক	টি	২৭.৪৪
৬৮৫১	বস্তা	৪৫৭১	টি	৬.০০	৪৫৭১	টি	৬.০০
৬৮৫১	প্রক্রিয়াজাতকরণ সরঞ্জামাদি	৬	টি	২৫.৭৯	৬	টি	২৫.৭৯
৬৯০০	ভূমি অধিগ্রহন	৪০.৪	হেক্টর	৭৪৬.০০	৪০.৪	হেক্টর	৭৪৬.০০
	উপ মোট (সম্পদ)			**১৭২৯.০১**			**১৭২৮.৯৩**
৭০০০	নির্মাণ কাজ :						০.০০
৭০০১	ভূমি উন্নয়ন	৫৭১০০	ঘন মি.	১৪১.১৬	৫৭১০০	ঘন. মি.	১৪১.১৬
৭০০১	গ্যারেজ এবং ইমপ্লিমেন্টেশন শেড	৩৬০	বর্গ মি.	৬৩.২৩	৩৬০	বর্গ মি.	৬৩.২৩
৭০১৬	অফিস এবং ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ	৪২৩০	বর্গ ফুট	১১০.০০	৪২৩০	বর্গ ফুট	১১০.০০
৭০১৬	রেস্ট হাউজ	২১৫০	বর্গ ফুট	৬৪.০০	২১৫০	বর্গ ফুট	৬৪.০০
৭০১৬	সীমানা প্রাচীর	৩৭০০	রা. মি.	২৭০.৮৯	৩৭০০	রা. মি.	২৭০.৮৬

অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক অঙ্গের নাম		প্রকল্পের সংশোধিত লক্ষ মাত্রা ফেব্রুয়ারী ২০১৪ হতে জুন, ২০১৮			জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভূত মোট লক্ষ্যমাত্রা		
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
		ভৌত	একক	আর্থিক	ভৌত	একক	আর্থিক
৭০১৬	বীজ গুদাম	৪৫০	বর্গ মি.	১২৬.৭৭	৪৫০	বর্গ মি.	১২৬.৭৫
৭০১৬	থ্রেসিং ফ্লোর	১৫০০	বর্গ মি.	২৯.৯৯	১৫০০	বর্গ মি.	২৯.৯৯
৭০১৬	সেচ নালা	৪২০০	রা. মি.	৫০.০০	৪২০০	রা. মি.	৫০.০০
৭০১৬	ইকোলজিক্যাল অবকাঠামো নির্মাণ	৪	টি	৩৭.০০	৪	টি	৩৭.০০
৭০৫১	টেলিকমিউনিকেশন	থোক		০.০০	থোক		০.০০
৭০৫৬	বৈদ্যুতিক সংযোগ	থোক		২২.৬৮	থোক		২২.৬৮
৭০৮১	এপ্রোচ রোড	৪৭৫০	বর্গ মি.	৯৪.৪৩	৪৭৫০	বর্গ মি.	৯৪.৪৩
৭০৮১	অন্যান্য স্থাপনা (পুকুর ও লেক)	৪	একর	৫৯.৯০	৪	একর	৫৯.৯০
৭০৮১	অন্যান্য নির্মান	থোক		২৪.০০	থোক		২৪.০০
	উপ-মোট নির্মাণ ও পূর্ত			১০৯৪.০৫			১০৯৩.৯৮
	মোট মুলধন ব্যয়			২৮২৩.০৬			২৮২৩.০৬
	ফিজিক্যাল কনটেনজেন্সী			০			০.০০
	প্রাইজ কনটেনজেন্সী			০			০.০০
	মোট ব্যয় (রাজস্ব+মূলধন)			৩৩৪২.৬৬			৩৩৪২.৩৩

উল্লেখ্য যে আলোচ্য প্রকল্পে সংস্থার নিজস্ব বরাদ্দ ছিল ১৫৮ .০২ লক্ষ টাকা। জানা গেছে ১৫৮ .০২ লক্ষ টাকা ভিত্তি বীজ উৎপাদন (৩১.২৪ লক্ষ টাকা), বীজ ক্রয় (১২২.৭৮ লক্ষ টাকা) এবং বীজের আনুসংগিক খরচ(৪.০০ লক্ষ টাকা) খাতে ব্যয় হয়েছে।

প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে , বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া কমিটি গঠন , দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন ও ওয়ার্কঅর্ডার প্রদানে বিধিমালা অনুসৃত হয়েছে। ক্রয় সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র যাচাই করা হয়। নিম্নে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন গ্যাকেজের তথ্য দেওয়া হলো:

সম্পদ সংগ্রহঃ (পিসিআর এর ৮)

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম	কাজের নাম	দরপত্র আহবানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
১.		পোল্ট্রি	১১.০০	১০.৯৯৯	৩০/১১/১৫	৩০/১১/১৫	
২.		গবাদি পশু	৪৭.১৫	৪৭.১৪৯	২৭/০৫/১৫ ০৬/০৬/১৫ ২০/০৬/১৫ ২৯/০৬/১৫ ৩০/১১/১৫	২৭/০৫/১৫ ০৬/০৬/১৫ ২০/০৬/১৫ ২৯/০৬/১৫ ৩০/১১/১৫	
৩.		মিনি ট্রাক	৪২.০২	৪২.০২০	০৬/০৬/১৬	০৬/০৬/১৬	
৪.		ট্রাভেল কোষ্টার	৬৯.৯৫	৬৮.৯৫০	০৬/০৬/১৬	০৬/০৬/১৬	
৫.		ডাবল কেবিন পিকআপ	৫০.৭৫	৫০.৭৫০	২৫/০৫/১৫	২৫/০৫/১৫	
৬.		মোটরসাইকেল	৬.৯৯	৬.৯৮২	২০/০৬/১৫ ২৫/০৬/১৮	২০/০৬/১৫ ২৫/০৬/১৮	
৭.		প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম	৭.০০	৭.০০০			
৮.		ট্রাক্টর	২৯.৯৮	২৯.৯৮০	২৯/০৫/১৫	২৯/০৫/১৫	

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম	কাজের নাম	দরপত্র আহবানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
৯.		ট্রাক্টর	৪৬.৫৮	৪৬.৫৮০	২৯/০৫/১৫ ২৬/০৪/১৮	২৯/০৫/১৫ ২৬/০৪/১৮	
১০.		রোটাভেটর	৭.২৭	৭.২৭০	২৯/০৫/১৫	২৯/০৫/১৫	
১১.		প্লাউ	৫.৫৬	৫.৫৬০	২৯/০৫/১৫	২৯/০৫/১৫	
১২.		লেভেলার	৪.০০	৪.০০০	২৯/০৫/১৫	২৯/০৫/১৫	
১৩.		কাল্টিভেটর	২.৭০	২.৭০০	২৯/০৫/১৫	২৯/০৫/১৫	
১৪.		ডিস্ক হ্যারো	৭.১৬	৭.১৬০	২৯/০৫/১৫	২৯/০৫/১৫	
১৫.		পাওয়ার টিলার	১.০০	০.৯৯৪	২৮/০৫/১৫ ০৭/০১/১৬	২৮/০৫/১৫ ০৭/০১/১৬	
১৬.		পাওয়ার স্প্রেয়ার	৬.২৭	৬.২৭০	০৭/০৩/১৮	০৭/০৩/১৮	
১৭.		অগভীর নলকুপ	৫০.০০	৫০.০০০	০৮/০৩/১৫ ১২/১০/১৫ ০৯/০৩/১৬	০৮/০৩/১৫ ১২/১০/১৫ ০৯/০৩/১৬	
১৮.		গভীর নলকুপ	৪.০০	৩.৯৯৮	২৩/০৬/১৬	২৩/০৬/১৬	
১৯.		উইনোয়ার	৬.০০	৬.০০০	০৭/০১/১৬ ০৫/০৪/১৭	০৭/০১/১৬ ০৫/০৪/১৭	
২০.		ট্রাক্টর ট্রলি	৮.০০	৭.৯৯৯	২৫/০৬/১৫ ০৫/০৪/১৭	২৫/০৬/১৫ ০৫/০৪/১৭	
২১.		পাওয়ার থ্রেসার	২.৮০	২.৭৯৭	২৪/০৫/১৫ ২৭/১১/১৬ ০৭/০৩/১৮	২৪/০৫/১৫ ২৭/১১/১৬ ০৭/০৩/১৮	
২২.		সীড ড্রিলার	৫.৯৫	৫.৯৪৫	২৮/০৫/১৫ ০৬/০১/১৬	২৮/০৫/১৫ ০৬/০১/১৬	
২৩.		ক্লিনার কাম গ্রেডার	১০০.০০	১০০.০০০	২৮/০৬/১৬	২৮/০৬/১৬	
২৪.		জেনারেটর (২০০ কেভিএ)	৩৪.৬৫	৩৪.৬৫০	২৬/০৬/১৬	২৬/০৬/১৬	
২৫.		ড্রায়ার (চেম্বার সহ)	৪৯.৯৫	৪৯.৯৫০	২৮/০৬/১৬	২৮/০৬/১৬	
২৬.		এয়ার কন্ডিশনার	৯.০০	৯.০০০	২৪/০৫/১৫ ০৮/১১/১৭	২৪/০৫/১৫ ০৮/১১/১৭	
২৭.		হ্যান্ড ট্রলি	১.৬৫	১.৬৫০	২৮/০৫/১৫ ০৫/০৪/১৭	২৮/০৫/১৫ ০৫/০৪/১৭	
২৮.		ওভেন ড্রাই ময়েশ্চার মিটার	১০.০০	৯.৯৯৫	০৪/০৮/১৫ ২০/০৬/১৭	০৪/০৮/১৫ ২০/০৬/১৭	
২৯.		পোর্টেবল ময়েশ্চার মিটার	২.৮০	২.৭৮৪	২৮/০৫/১৫ ০৮/০৬/১৮	২৮/০৫/১৫ ০৮/০৬/১৮	
৩০.		ফিউমিগেশন শিট	২৫.০০	২৫.০০০	১৭/০৫/১৭	১৭/০৫/১৭	
৩১.		প্যাকেজিং মেশিন	১৭.০০	১৬.৯৯৮	১৭/০৫/১৭	১৭/০৫/১৭	
৩২.		ল্যাব সরঞ্জাম	১০.৯৮	১০.৯৮০	০৪/০৮/১৫ ১৫/০৬/১৭	০৪/০৮/১৫ ১৫/০৬/১৭	
৩৩.		কাঠের ডানেজ	১৪.৯৯	১৪.৯৭৫	২৮/০৫/১৫ ২০/১১/১৬	২৮/০৫/১৫ ২০/১১/১৬	

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম	কাজের নাম	দরপত্র আহবানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
					০৭/০৩/১৮ ১২/০৪/১৮	০৭/০৩/১৮ ১২/০৪/১৮	
৩৪.		জার্মিনেটর	২০.০০	২০.০০০	২৮/০৬/১৬	২৮/০৬/১৬	
৩৫.		কালার সর্টার	৫৮.৯৯	৫৮.৯৯০	১৬/০৫/১৭	১৬/০৫/১৭	
৩৬.		ফর্ক লিফট	২৫.০০	২৪.৯৮০	১০/০৫/১৮	১০/০৫/১৮	
৩৭.		ত্রিপল	৭.৯৫	৭.৯৪৯	০৩/০৮/১৫ ০৩/০৪/১৮	০৩/০৮/১৫ ০৩/০৪/১৮	
৩৮.		বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট	৭.০০	৬.৯৯৮	২৫/০৫/১৬	২৫/০৫/১৬	
৩৯.		সোলার প্যানেল	২২.০০	২২.০০০			
৪০.		অফিস সরঞ্জাম	৮.৮৩	৮.৮২৪	২৫/০৫/১৫ ০১/১১/১৫ ২৪/০৩/১৬	২৫/০৫/১৫ ০১/১১/১৫ ২৪/০৩/১৬	
৪১.		আসবাবপত্র	২৭.৪৫	২৭.৪৪২	০৫/০৩/১৫ ১১/০১/১৬ ২৪/০৫/১৭ ০২/০১/১৭	০৫/০৩/১৫ ১১/০১/১৬ ২৪/০৫/১৭ ০২/০১/১৭	
৪২.		বস্তা	৬.০০	৫.৯৯৯	২৮/০৬/১৫ ২৮/০৬/১৮	২৮/০৬/১৫ ২৮/০৬/১৮	
৪৩.		খাদ্য ও পশুখাদ্য প্রক্রিয়াজতকরণ যন্ত্রাংশ	২৫.৭৯	২৫.৭৯০	০১/১১/১৫ ১৪/০৬/১৭ ২৪/০৬/১৮	০১/১১/১৫ ১৪/০৬/১৭ ২৪/০৬/১৮	

নির্মাণ সংক্রান্ত: (পিসিআর এর ৮)

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	সংগ্রহের পরিমাণ ও অর্থবছর
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	৪০.৪০ হেক্টর	৪০.৪০ হেক্টর (২০১৪-১৫)
২.	ভূমি উন্নয়ন	৫৭১০০ ঘন মি.	৫৭১০০ ঘন মি. (২০১৫-১৮)
৩.	বায়োগ্যাস প্লান্ট	১ টি	১ টি (২০১৫-১৬)
৪.	গ্যারেজ ও ইমপ্লিমেন্টেশন শেড	৩৬০ বর্গ মি.	৩৬০ বর্গ মি. (২০১৫-১৮)
৫.	অফিস ও প্রশিক্ষন কক্ষ	৪২৩০ বর্গফুট	৪২৩০ বর্গফুট (২০১৫-১৬)
৬.	পরিদর্শন বাংলো	২১৫০ বর্গফুট	২১৫০ বর্গফুট (২০১৫-১৬)
৭.	সীমানা প্রাচীর	৩৭০০ রানিং মি.	৩৭০০ রানিং মি. (২০১৫-১৮)
৮.	বীজ গুদাম	৪৫০ বর্গ মি.	৪৫০ বর্গ মি. (২০১৫-১৮)
৯.	থ্রেসিং ফ্লোর	১৫০০ বর্গ মি.	১৫০০ বর্গ মি. (২০১৬-১৭)
১০.	বারিড পাইপলাইন নির্মাণ	৪২০০ রানিং মি.	৪২০০ রানিং মি. (২০১৬-১৭)
১১.	ইকোলজিক্যাল খামারের	৪ টি	৪ টি (২০১৫-১৮)
১২.	টেলিফোন	থোক	-
১৩.	বিদ্যুৎ সংযোগ	থোক	থোক (২০১৪-১৭)
১৪.	সংযোগ সড়ক	৪৭৫০ বর্গ মি.	৪৭৫০ বর্গ মি. (২০১৪-১৮)
১৫.	লেক ও পুকুর	৪ একর	৪ একর (২০১৫-১৮)
১৬.	অন্যান্য নির্মাণ	থোক	(২০১৫-১৮)
১৭.	ট্রাক্টর (৪ ডব্লিই ডি)	১ টি	১ টি (২০১৪-১৫)
১৮.	ট্রাক্টর (২ ডব্লিই ডি)	২ টি	২ টি (২০১৪-১৮)
১৯.	পাওয়ার টিলার	২ টি	২ টি (২০১৪-১৮)

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	সংগ্রহের পরিমাণ ও অর্থবছর
২০.	রোটাভেটর	২ টি	২ টি (২০১৪-১৫)
২১.	কাল্টিভেটর	২ র	২ টি (২০১৪-১৫)
২২.	ডিস্ক হ্যারো	২ টি	২ টি (২০১৪-১৫)
২৩.	পাওয়ার স্প্রেয়ার	৩ টি	৩ টি ৯২০১৭-১৮)
২৪.	অগবীর নলকূপ	৪ টি	৪ টি (২০১৪-১৮)
২৫.	গভীর নলকূপ	২ টি	২ টি (২০১৫-১৬)
২৬.	উইনোয়ার	২ টি	২ টি (২০১৫-১৭)
২৭.	ট্রাক্টর ট্রলি	২ টি	২ টি (২০১৫-১৭)
২৮.	পাওয়ার থ্রেসার	৪ টি	৪ টি (২০১৪-১৮)
২৯.	সিড ড্রিলার	৪ টি	৪ টি (২০১৪-১৬)
৩০.	ক্লিনার কাম গ্রেডার	২ টি	২ টি (২০১৫-১৬)
৩১.	ডিহিউমিডিফায়র	১ টি	১ টি (২০১৬-১৭)
৩২.	সিড ষ্টোরেজ চেম্বার	১ টি	১ টি (২০১৫-১৬)
৩৩.	বৈদ্যুতিক সাব ষ্টেশন	১ টি	১ টি (২০১৫-১৬)
৩৪.	জেনারেটর (২০০ কেভিএ)	১ টি	১ টি (২০১৫-১৬)
৩৫.	সিড ড্রায়ার	১ টি	১ টি (২০১৫-১৬)
৩৬.	এয়ার কন্ডিশনার	১০ টি	১০ টি (২০১৪-১৭)
৩৭.	হ্যান্ড ট্রলি	৫ টি	৫ টি (২০১৪-১৭)
৩৮.	ময়েশ্চার মিটার	২ টি	২ টি (২০১৪-১৫)
৩৯.	পোর্টেবল ময়েশ্চার মিটার	৪ টি	৪ টি (২০১৪-১৭)
৪০.	ফিউমিগেশন শিট	১০ টি	১০ টি (২০১৬-১৭)
৪১.	প্যাকেজিং মেশিন	২ টি	২ টি (২০১৬-১৭)
৪২.	ল্যাব সরঞ্জাম	থোক	(২০১৬-১৮)
৪৩.	কাঠের ডানেজ	১৫০ টি	১৫০ টি (২০১৪-১৮)
৪৪.	জার্মিনেটর	১ টি	১ টি (২০১৫-১৬)
৪৫.	কালার সর্টার	১ টি	১ টি (২০১৬-১৭)
৪৬.	ফর্ক লিফট	১ টি	১ টি (২০১৭-১৮)
৪৭.	ত্রিপল	৮৬ টি	৮৬ টি (২০১৫-১৬)
৪৮.	সোলার প্যানেল	১ টি	১ টি (২০১৬-১৭)
৪৯.	অফিস সরঞ্জাম	থোক	(২০১৪-১৭)
৫০.	আসবাবপত্র	থোক	(২০১৪-১৭)
৫১.	চটের বস্তা	৪৫৭১ টি	৪৫৭১ টি (২০১৪-১৮)
৫২.	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রাংশ	৬ টি	৬ টি (২০১৫-১৮)
৫৩.	পশু পালন	২০ টি	২০ টি (২০১৪-১৫)
৫৪.	পোল্ট্রি পালন	২০ টি	২০ টি (২০১৫-১৮)